তত্ব[illegible]না।

গোলশনেআজ্রারনামক

পারস্য গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত।

কলিকাতা।

১৬নং বলেজস্কোয়ার শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৩৪ শক।

সাধনমার্গ।

ধর্ম্মপথে পদস্থাপনাবধি উচ্চতর লক্ষ্য ভূমিতে সমুপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত সাধককে নানা অবস্থা ও নানাভাবের ভিতর দিয়া চলিতে হয়। এ সকল অনুকূল ও প্রতিকূল, দুই অবস্থা আছে। এক দিকে এ সকল অবস্থার প্রয়োজন ও অপর দিকে অপ্রয়োজন। উক্ত লক্ষ্য ভূমি লাভ করিবার জন্য তাহার প্রয়োজন, অন্যথা অপ্রয়োজন। প্রকৃত সাধক সমুদয় অবস্থার সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ করেন, পরে সমুদয়কে অতিক্রম করিয়া সমুচ্চ লক্ষ্য ভূমিতে উপনীত হন। ইহার কোন একটিতে চিত্তসম্বদ্ধ করিয়া রাখেন

না। যেমন কেহ গোধূমের ক্ষেত্র করিল। তাহার উচ্চতম লক্ষ্য রুটি প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করা। বীজ বপনের পর গোধূমের অঙ্কুরোদ্গম হয়, তৎপর অঙ্কুর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শস্যপুঞ্জ প্রসব করে। অনন্তর কর্ত্তন করা ও বিচালি হইতে গোধূম নিষ্কাশিত করা, অবশেষে গোধূমকে ত্বকবিমুক্ত করিয়া জাঁতা যন্ত্রে নিষ্পেষণ পূর্ব্ব চূর্ণ করা, পরে জলসংযোগে রুটিকা প্রস্তুত করা। দেখ বীজ বপন অবধি রুটিকা প্রস্তুত হওয়া পর্য্যন্ত কত অবস্থান্তর ও ভাবান্তর ঘটিল। ইহার কোন একটি অবস্থা পরিত্যাগ করিলে রুটি প্রস্তুত হইতে পারে না। উপরি-উক্ত সমুদয় অবস্থার সংঘটন আবশ্যক। কিন্তু সেই সকল অবস্থাতে বদ্ধ থাকা লক্ষ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত। এইরূপ সাধককে এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে চলিয়া যাইতে হইবে। উন্নতির পর

উন্নতি লাভ করিতে হইবে; তবে লক্ষ্য স্থানে উপনীত হওয়া যাইবে; নচেৎ তাঁহার পথে পড়িয়া থাকিতে হইবে। যদি সাধক স্বয় চেষ্টার দ্বার উন্মুক্ত না করেন, সাধন ভজন ও অনুতাপের দ্বার বন্ধ করিয়া রাখেন, তবে উচ্চ লক্ষ্য ভূমি যে ঈশ্বর দর্শন তাঁহার অন্তরে প্রকাশ পাইবে না। সহস্র সহস্র জ্যোতি ও অন্ধকার পথে প্রাপ্ত হওয়া সমুদয়কে অতিক্রম করিয়া সাধক লক্ষ্য ভূমিতে উপনীত হন।

বিশ্বাসীর জীবনদর্পণ।

বিশ্বাসী বিশ্বাসীকূলের দর্পণ। প্রথম বিশ্বাসী উপযুক্ত আচার্য্য; দ্বিতীয় বিশ্বাসী প্রকৃত সাধক। ইহার উদাহরণ এই;—যখন কেহ দর্পণ হস্তে

ধারণ করিয়া নিজের অবয়ব তাহাতে অবলোকন করে তখন সে আপনার স্বরূপ বা বিরূপ দেখিতে থাকে। বিরূপ দর্শন করিলে তাহার দূরীকরণে চেষ্টা করে। সেই বিরূপ স্বাভাবিক হইলে দুঃখিত ও লজ্জিত হয়। এই প্রকার প্রকৃত সাধক যখন উন্নত আচার্য্যের সহবাসে থাকেন। তখন নিজের সমুদয় ভাব গতি আচার ব্যবহার আচার্য্যের ভাব গতি আচার ব্যবহারের সহিত তুলনা ও পরিমাণ করেন। যাহা অনুরূপ প্রাপ্ত হন তাহাকে সুন্দর জানিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন, এবং যাহা বিপরীত বোধ করেন তাহাকে কুৎসিত জানিয়া আনুগত্য ও বাধ্যতার দ্বারা তাহার দূরীকরণে যথাশক্তি যত্ন পাইয়া থাকেন। তাহা নিরাকৃত হইলে সৌভাগ্য, যদি কলঙ্ক থাকিয়া যায় সাধক দুঃখিত ও লজ্জিত হন। এইরূপ দুঃখ ও লজ্জার অবস্থা ঘটিলে সাধকের

বিরূপ স্বরূপে পরিণত হয়। অতএব যেমন বাহ্যিক অবস্থা দর্শনের কারণ দর্পণ, তদ্রূপ আন্তরিক অবস্থা দর্শনের কারণ উন্নত আচার্য্য। এই যে দর্পণের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল, তাহাতে মুখাবলোকনে যে উপকার হয় তদ্ব্যতীত তাহা দ্বারা অন্য কোন কার্য্য হয় না। কিন্তু উন্নত আচার্য্যের ও গুরুর প্রসাদে ও অনুগ্রহে বচনাতীত কল্যাণ হয়।

গুরুশিষ্যের সম্পর্ক।

ধর্ম্মপথের নেতা গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্বন্ধ দেহের সঙ্গে ছায়ার সম্বন্ধের ন্যায়। অর্থাৎ ছায়া যেমন অস্বাধীনা, দেহানুগামিনী, অধোবর্ত্তিনী, শিষ্যের সম্পর্ক ও গুরুর সঙ্গে তদ্রূপ। কথিত আছে "দুই মন এক হইয়া পর্ব্বতকে বিচূর্ণ করিতে

পারে।" এই দুই মনের এক মন গুরুর মন, দ্বিতীয় শিষ্যের মন। পর্ব্বত শিষ্যের পশু জীবন এবং তাহার কুভাব সকল, অথবা ধর্ম্ম পথের আবরণ ও বিঘ্ন সকল। এই কথার তাৎপর্য্য এই যে যখন শিষ্য বিশুদ্ধ প্রেম সহকারে গুরুর হস্তে আত্মোৎসর্গ করেন ও আপনার হৃদয়কে গুরুর উন্নত হৃদয়ের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া রাখেন, তখন গুরু অন্তরের সহিত শিষ্যের মানসিক অবস্থার উন্নতির দিকে দৃষ্টিপাত করেন। তদবস্থায় শিষ্যের নিকৃষ্ট জীবনরূপ পর্ব্বত ও কুভাব সকল চূর্ণ হইয়া যায়। পথের বিঘ্ন বিদূরিত, আবরণ সকল ছিন্ন ভিন্ন হয়। এই উক্তির বিপরীত এক মন যদি দুই মন হয়, যেমন কথিত আছে "দুই মন হওয়া অশান্ত ব্যতীত নহে।" তাহাই হইয়া থাকে। এস্থলে যে বলতে হয় এক মন দুই মন হওয়া কঠিন বরং অসম্ভব। কিন্তু এই এক মন দুইমন

হইবার তাৎপর্য্য দ্বিবিধ ইচ্ছা প্রাপ্ত হওয়া। ইচ্ছা আত্ম প্রকাশের সময় মনের আকার ধারণ করে। দ্বিবিধ ইচ্ছা হইলে অশান্ত ও অসিদ্ধি ব্যতীত অন্য কিছুই ফল হয় না।

শিষ্যের কর্ত্তব্য।

শিষ্যের কর্ত্তব্য যে আপনাকে দীন হীন জানিয়া পথ প্রদর্শক গুরুর আশ্রয়ের জন্য অন্তঃকরণে প্রার্থী ও অনুরাগী হন। তাহাতে তাঁহার দুরবস্থার প্রতি গুরুর মনে দুঃখ হইবে ও তিনি দয়া করিবেন। সেই দয়াতে অনেক কল্যাণ ও উপকার সাধিত হইবে। ইহার দৃষ্টান্ত এই;— একটি কলস জলপূর্ণ অন্য একটি জলশূন্য আছে। যদি কাহারও ইচ্ছা হয় যে পূর্ণ কলস হইতে জলের অংশ গ্রহণ করিয়া শূন্য কলসকে জল পূর্ণ

করে, তবে জলের জন্য শূন্য কলসের মস্তক অবনত করাইয়া পূর্ণ কলসের নিকট স্থাপিত ও পূর্ণ কলসের মস্তক সেই শূন্য কলসের মস্তকের উপর নমন করিতে হইবে। তাহা হইলে পূর্ণ কুম্ভ অবনত মস্তকে শূন্য কুম্ভের গর্ভে জল বর্ষণ করিয়া তাহাকে পূর্ণ করিবে। এইরূপ যে শিষ্য শূন্যাত্মা; তাহার উচিত যে গুরুর পূর্ণ আত্মার নিকটে অবনত ভাবে অবস্থিতি করেন। তাহা হইলে তিনি স্বর্গীয় ধর্ম্ম বারিতে পূর্ণ হইবেন। এইরূপ নিয়ম চলিয়া আসিয়াছে যে জলস্বামী কাহাকে পূর্ণ ও কাহাকে শূন্য রাখেন। আবার শূন্যকে পূর্ণ করেন। তিনি এই প্রকার ক্রিয়া করিয়া থাকেন।

জ্ঞান।

জ্ঞান দ্বিবিধ অপকৃষ্ট জ্ঞান ও উৎকৃষ্ট জ্ঞান। অপকৃষ্ট জ্ঞান, যথা—মনুষ্য কোন বিষয়ের জ্ঞান রাখে, কিন্তু তাহার মূল তত্ত্ব—ইহা যে কিরূপে হইতেছে এবিষয়ে অজ্ঞান। ইহাকে জ্ঞান মাত্র বলা যায়। ইহাই অপকৃষ্ট জ্ঞান। পণ্ডিত হইয়াছ, কিন্তু তোমার এই জ্ঞানটি নাই যে তুমি কে ও কোথা হইতে আসিলে, এবং কোথায় আছ। উৎকৃষ্ট জ্ঞান, যথা—মনুষ্য কোন বিষয়ের জ্ঞান রাখে ও সেই জ্ঞানের মূল তত্ত্বেও সে জ্ঞানী। এই জ্ঞানকে জ্ঞানানুজ্ঞান বলা যায়। এই দুইয়ের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। যথা, এক ব্যক্তি বাহ্যিক জ্ঞানে উন্নত—তিনি পদার্থজ্ঞান রাখেন এবং জানেন যে আমি জ্ঞানী। কিন্তু সেই জ্ঞানের মূলতত্ত্ব জ্ঞাত নহেন যে, ইহা

কি প্রকার, ইহা প্রকৃত কার্য্যের উপযোগী না অনুপযোগী। তাহার এই জ্ঞান অপকৃষ্ট জ্ঞান। এই ব্যক্তি আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া স্বীকার করেন ও আপনার এইরূপ জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি যখন স্বীয় জ্ঞানের প্রকৃত অবস্থা অবগত হন যে এই জ্ঞান বাহ্যিক জ্ঞান মাত্র, আন্তরিক জ্ঞান অন্যবিধ, যাহা প্রকৃত কার্য্যোপযোগী তাহাই আন্তরিক জ্ঞান, তখন তাঁহার এ বিষয়টী জানা জ্ঞানের উচ্চ অবস্থা। ইহাকে জ্ঞানানুজ্ঞান বলা যায়। এই জ্ঞানানুজ্ঞান সেই ব্যক্তিকে অহঙ্কারের ভূমি হইতে দূরে লইয়া যায়। আবার এই জ্ঞানানুজ্ঞান অপকৃষ্ট উৎকৃষ্টও আছে। তাহার উন্নতির অসংখ্য ভূমি ও বহু সোপান। বাহ্যিকজ্ঞানে বরং বিশেষরূপে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যথা এক ব্যক্তির আধ্যা-

ত্মিক জ্ঞান আছে, আধ্যাত্মিক দর্শনানুসারে তাহার তাহা লাভ হইয়াছে। বলা যাইতে পারে তিনি জ্ঞানী, কিন্তু যখন তিনি জ্ঞানের মূল তত্ত্ব জানেন না, এবং জানেন যে ইহাই জ্ঞান, ইহাই পূর্ণ জ্ঞান যাহা আমি লাভ করিয়াছি, এতদপেক্ষা অধিক আর হইতে পারে না। এই স্থানেই অভিমান বাস করে। অতএব তাহার এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানও অপকৃষ্ট জ্ঞানের স্থলবর্ত্তী। কিন্তু তিনি যখন ঈশ্বর প্রসাদে স্বীয় জ্ঞানের মূলতত্ত্ব অবগত হন যে, আমার জ্ঞান জ্ঞানরাশির কণিকা মাত্র, প্রকাণ্ড জ্ঞান সমুদ্রের ক্ষুদ্রাংশ মাত্র, এইক্ষণ ও অপরিসীম জ্ঞান সম্মুখে রহিয়াছে, ক্রমশঃ তাহা লাভ করিতে হইবে তখন এই প্রকার জ্ঞান তাঁহাকে উপরি উক্ত জ্ঞানের ভূমি হইতে অগ্রসর করায়। এবম্বিধ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান; ইহাকে

জ্ঞানানুজ্ঞান বলা যায়। পূর্ব্বে তাঁহার যে জ্ঞান ছিল তাহা জ্ঞান মাত্র, বা অপকৃষ্ট জ্ঞান।

গুণ ও সংজ্ঞা।

গুণ ও সংজ্ঞাতে প্রভেদ এই যে, গুণ পদার্থে স্থিতি করে, যথা দয়া, কোমলতা, করুণা ইত্যাদি, সংজ্ঞা শব্দে পদার্থকে বুঝায়। এইক্ষণ দেখা উচিত যদি কোন শব্দ এরূপ হয় যে তাহার অন্তর্ভূত কোন গুণ উপলব্ধ হয় না, বরং তাহা গুণের সংগ্রাহক হয়, তবে তাহাকে মৌলিক সংজ্ঞা বলা যায়। যথা "আত্মা"; এবং যদি কোন শব্দ এই প্রকার হয় যে তাহার অন্তর্ভূত গুণ অনুভূত হয়, তবে তাহাকে গুণগত সংজ্ঞা বলা যায়। যথা;—দয়ালু, কৃপালু ইত্যাদি। কখন কখন গুণগত সংজ্ঞা মৌলিক সংজ্ঞার ন্যায়

ব্যবহৃত হয়, যথা "আল্লার আশ্রয় লইতেছি" স্থলে "দয়াময়ের আশ্রয় লইতেছি" উক্ত হইয়া থাকে। জানা কর্ত্তব্য যে যখন গুণ মৌলিক সংজ্ঞার সহিত মিলিত হয়, তখন সেই গুণের ভাব হইতে গুণগত সংজ্ঞা উপলব্ধ হয়। এস্থলে কথার ভাব মাত্র গ্রহণ করিতে হইবে। যখন বলা হইবে "আল্লার কৃপা ও শক্তি" তখন প্রথমোক্ত শব্দটি মৌলিক সংজ্ঞা অবশিষ্ট শব্দ গুণ। এই গুণ অর্থে গুণগত সংজ্ঞার ভাব প্রকাশ পায়। যথা ;—তিনি কৃপালু ও ক্ষমতাশালী ইত্যাদি। এবং যখন শুদ্ধ দয়ালু, কৃপালু ইত্যাদি বলা হইবে, তখন উহা ঈশ্বরের সংজ্ঞা বলিয়া জানিবে। এই এক একটি সংজ্ঞার অন্তর্ভূত এক একটি গুণও অনুভূত হয়।

ঐশ্বরিক জ্ঞানের প্রকাশ ভূমি।

প্রত্যেক ব্যক্তি সাধারণ ভাবে বা বিশেষ ভাবে ঐশ্বরিক গুণের প্রকাশ ভূমি। সাধারণ ভাবের অর্থ এই যে ঈশ্বরের সদ্‌গুণ সমূহ মনুষ্যের মধ্যে কোথাও বা বিস্তৃত রূপে, কোথাও বা সঙ্কোচিত ভাবে, কখন ও কোমলতা, কখনও তেজ, কখন ব্যক্তভাবে কখন গুপ্ত ভাবে প্রকাশ পায় ও স্থিতি করে। বিশেষভাবে প্রকাশিত হইবার অর্থ এই যে ঐশ্বরিক কোন বিশেষ গুণ এক ব্যক্তিতে বিশেষত্ব লাভ করে। যথা ;—কোন ব্যক্তিতে কোমলতা, কোন ব্যক্তিতে তেজ ইত্যাদি বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়। যে ব্যক্তি কোমলতা গুণে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছেন, সর্ব্বদা তাঁহা হইতে কোমল ভাব প্রকাশ পায়। ঈদৃশ ব্যক্তির সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে, যে তাঁহার

ঈশ্বর কোমল। এই প্রকার কাহারও ঈশ্বর তেজস্বী।

স্বর্গীয় ভাবের প্রকাশ।

স্বরূপ গুণের প্রকাশ ভূমি ও গুণ ক্রিয়া ও লক্ষণের প্রকাশ ভূমি। এই লক্ষণ সাধারণের জীবনে কখন স্বরূপের দীপ্তি রূপে কখন গুণের দীপ্তিরূপে কখন ক্রিয়ার দীপ্তিরূপে প্রকাশ পায়। স্বরূপগত দীপ্তি প্রকাশের লক্ষণ এই যে সাধক অদ্বিতীয় স্বরূপের প্রকাশে নিজের স্বরূপ গুণ ক্রিয়া লক্ষণ অত্যল্প দর্শন করেন। এবং গুণগত দীপ্তি প্রকাশের লক্ষণ এই যে সাধক অদ্বিতীয় স্বরূপের গুণের ভিতর নিজের ও অন্যের গুণ সমস্তকে অত্যল্প দর্শন করেন। তেজ ও কোমলতা প্রকাশিত

হইলে এই দুই গুণের উদয় সেই অদ্বিতীয় স্বরূপ হইতে হইল বলিয়া জানেন। তিনি সেই স্থানকে দর্পণ ও প্রকাশ ভূমি স্বরূপ দর্শন করেন; সাধক আপনার দর্শন শ্রবণ ও বচন সেই অদ্বিতীয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বিশ্বাস করেন। ক্রিয়ামূলক দীপ্তি প্রকাশের লক্ষণ এই যে সাধক অদ্বিতীয় স্বরূপের ক্রিয়ার মধ্যে নিজের ও অন্যের ক্রিয়াকে হারাইয়া ফেলেন। যাঁহা হইতে কোন ক্রিয়া প্রকাশ পায়, তিনি সেই ক্রিয়ার মূল অদ্বিতীয় স্বরূপে অবস্থিত বলিয়া বিশ্বাস করেন, ক্রিয়ার কর্ত্তাতে নয়। গুণ ও ক্রিয়ার দীপ্তির ফল এই যে লোকের প্রশংসা নিন্দা সাধকের নিকট তুল্য হয়। দর্শন শ্রবণ বাক্ শক্তির কর্ত্তা ঈশ্বর হন।

" আমি সেই পদার্থে ঈশ্বরকে দর্শন করিলাম, তাহা ব্যতীত কিছুই দেখিলাম না। " এই স্থলে

এই মহাবাক্য প্রয়োজিত হয়। লাক্ষণিক দীপ্তি প্রকাশের লক্ষণ এই যে সাধক লক্ষণকে স্পষ্ট বলিয়া জানেন, ক্রিয়াকে অবস্তু ও গুণকে অবস্তু দর্শন করেন, ক্রিয়া ও গুণ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখেন। "আমি ঈশ্বরকে দর্শন করিলাম অন্য কিছুই দেখিলাম না" এই স্থানে ইহা বলা হয়। উপরিউক্ত সমুদয় দীপ্তির মধ্যেও সাধক দর্শন জ্ঞানকে বিলোপ করেন না, কিন্তু ঈশ্বরের একত্বজ্ঞানেতে আপনার দর্শন জ্ঞান হারাইয়া ফেলেন। একত্ব জ্ঞানের অবস্থা এই যে, সাধক দর্শন ও শ্রবণকে দেখেন না, অদর্শন অশ্রবণকেও জানেন না। তুমি তাঁহাতে বিলুপ্ত হও, এই একত্ব ও মিলন, বিলুপ্ত হওয়া-কেও বিলুপ্ত কর—এই পূর্ণতা।

ভাবাভাববিষয়িণী চিন্তা।

ভাব ও অভাব বিষয়ের চিন্তা দ্বিবিধ। আয়ত্তীভূত চিন্তা ও অনায়ত্তীভূত চিন্তা। আয়ত্তীভূত চিন্তা এই যে প্রতিক্ষণ ঈশ্বরাতিরেক বিষয় সকলকে দূরীকৃত ও ধ্বংস করিয়া ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত ও অবিনশ্বর বলিয়া জানা। অর্থাৎ ঈশ্বরকে সম্যক্ ভাবাত্মক ও অন্য বস্তু সকলকে অভাবাত্মক রূপে দর্শন করা। "প্রতিক্ষণ" এই জন্য বলা হইল যে, প্রতিক্ষণ এক জগৎ বিলুপ্ত হয়, অন্য জগৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে। যাহা অদৃশ্য হয়, তাহা দূরীকৃত ও অলক্ষিত হইল। তৎপর যাহা প্রকাশিত হয় তাহাকে ও দূরীকৃত ও ধ্বংস দেখা আবশ্যক। কেননা তাহাও ঈশ্বরাতিরেক বস্তু; কেবল ঈশ্বরকেই অবিনশ্বর প্রতিষ্ঠিত জানা বিধেয়। তিনিই বিচলিত ভাব হইতে বিমুক্ত। যে পর্য্যন্ত এবিষয়টি ধর্ম্মযাত্রি-

কের হৃদয়ে স্থায়ী না হয় ও জগৎ অবস্তু হইয়া না যায়, সে পর্য্যন্ত এ কথার ভাবের আলোচনা করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় প্রকার অনায়ত্তীভূত চিন্তা, ইহাতে চেষ্টা ব্যতীত সাধকের অন্তরে প্রতিক্ষণ ঈশ্বরাতিরেক বস্তু স্বতঃ দূরীকৃত ও অবাস্তব হয়। তখনও পূর্ব্বোক্ত রূপ বস্তু সকলের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে, কিন্তু সেই আবির্ভাব ও তিরোভাব ঈশ্বরেতে প্রতিষ্ঠিত। তখন ঈশ্বর অনুক্ষণ অবিচলিত ও অবিনশ্বর। অত এব যাহা ঈশ্বরাতিরেক বস্তু, তাহা প্রতিমুহূর্ত্তে নিজের ভাব রূপ রসনায় বলিয়া থাকে যে আমি অবাস্তব ও আমি কিছুই নই। যাহা বস্তু ও ও অবিনশ্বর তিনি ঈশ্বর, এই উক্তি সমুদয় সৃষ্টিতে বিদ্যমান। একটি ধূলিকণা এই ভাববিহীন নহে। এ স্থানে জানা আবশ্যক যে বিশ্বপতির অভিপ্রায় এই প্রকার প্রকাশ পায় যেন

সাধকের লক্ষ্য সিদ্ধ হয়। ঈশ্বর ব্যতীত বস্তু অবাস্তব ও বিনশ্বর, কেবল ঈশ্বরই বাস্তব ও অবিনশ্বর দর্শনীয়। আয়ত্তীভূত ভাবাভাব চিন্তাকে এই অনায়ত্তীভূত চিন্তার সারাংশ বলা যায়। বলিতে কি এ বিষয়ের জ্ঞানোদয় হইলে ক্রমে অসত্য হইতে সত্য উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যখন শক্তির উন্নতি সীমাবদ্ধ নহে তখন প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে ইহার প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া থাকেন ও উন্নতি লাভ করেন।

ধর্ম্মপথে যাত্রা।

ধর্ম্মযাত্রার অর্থ জীবনের সংস্করণ ও অসদ্গুণ সদ্গুণে পরিণত হওয়া। যে পরিমাণে অসদ্গুণের বিনাশ হয় সেই পরিমাণে সদ্গুণ লাভ হইয়া থাকে। যখন কোন যাত্রিক সদ্গুণান্বিত হন

তখন তিনি মহর্ষিদিগের গুণ প্রাপ্ত হন, যাত্রিক মহাযগুণ লাভ করিয়া মহাপুরুষেব গুণে ভূষিত হন। মহাপুরুষের গুণ প্রাপ্ত হইয়া ঐশ্বরিক প্রকৃতি ধাবণ করেন, তাহাতেই যাত্রিকের আত্ম-বিনাশ হয়; আত্মবিনাশ হইলেই তিনি ঈশ্বরে অনন্ত জীবন লাভ কবেন।

ধর্ম্ম।

বহু লেখা পড়ায় ধর্ম্ম হয় না, ব্রতোপাসনায় ও হয় না। ঈশ্বরবিহীন যাহা তাহাই সংসার। সেই সংসারের বিচ্ছেদ হওয়া ও তাহা হইতে নির্লিপ্তি লাভ করা এবং এই বিচ্ছেদ নির্লিপ্তিতেও নির্লিপ্ত হওয়া ধর্ম্ম। অন্যথা ধর্ম্মের অপরিপক্ক অবস্থা। বিচ্ছেদ নির্লিপ্তিতে ও সংসার থাকে। যে ব্যক্তি সাংসারিক বিচ্ছেদ ও নির্লিপ্তির স্পর্দ্ধা করে প্রকৃত পক্ষে সে তাহাতে

বদ্ধ। তাহাকে এই কথা বলা যাইতে পারে যে তুমি বিচ্ছেদ ও নির্লিপ্তি লাভের গর্ব্ব করিয়া তাহাতে কেন বদ্ধ রহিয়াছ? তোমার এই স্পর্দ্ধা লিপ্ততাকে প্রমাণ করিতেছে। যে ব্যক্তি নির্লিপ্ত তাহার স্পর্দ্ধার প্রয়োজন কি? হে ঈশ্বর, আমাকে এই সমুদয় কুচিন্তা হইতে মুক্ত রাখ।

করুণা ও আবরণ।

ঈশ্বরের করুণা সত্য প্রকাশের কারণ। অন্তর ও করুণাজ্যোতি এই দুইয়ের মধ্যে আবরণ না থাকিলে সত্য লাভের অন্য অন্তরায় নাই। আবরণ বিদূরিত হইবামাত্র উক্ত জ্যোতি অবশ্য অন্তরে প্রকাশ পায় ও সত্য উদ্ভাসিত হইয়া পড়ে। যেমন কোন বস্তুর সম্মুখে দর্পণ স্থাপিত, সেই দর্পণ ও বস্তুর মধ্যে আবরণ থাকিলে তাহাতে বস্তুর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইবেনা।

যখন আবরণ অপসারিত হয় তখন প্রতিবিম্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে। কেননা তাহার প্রকাশের প্রতিবন্ধক যে বস্তু ও দর্পণের মধ্যে ছিল তাহা এই ক্ষণ বিদূরিত হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বে দর্পণের সম্মুখীন ভাবে বস্তু ছিল, কেবল প্রতিবন্ধক ছিল বলিয়া বস্তু প্রকাশ পাইতে পারে নাই। দর্পণে বস্তু প্রকাশের নানা প্রতি বন্ধক হইতে পারে। যথা;—দর্পণ মলাযুক্ত হইতে পারে। নির্ম্মল পরিষ্কৃত থাকিলেও অন্য কোন আচ্ছাদন সেই বস্তু ও দর্পণের মধ্যে ব্যবধান হইতে পারে। অথবা পরিষ্কৃত আছে আবরণও নাই, কিন্তু দর্পণের মুখ সেই বস্তুর ঠিক সম্মুখ ভাগে না থাকিতে পারে। এইরূপ অন্তরের আবরণ ও মলিনতা করুণাজ্যোতির প্রতিবন্ধক হইয়া সত্যকে দূরে রাখে। কোন কোন অন্তরে অন্তরায় আচ্ছাদন সকল আছে, কোন অন্তরে তাহা নাই।

লোকদর্শন।

যখন কোন ব্যক্তি কাহাকে দর্শন করে তখন তাহাতে দুইটি ভাবের একটী ভাব থাকে, যথা দৃষ্ট ব্যক্তিকে হয় আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বোধ করে, নয় নিকৃষ্ট ; শ্রেষ্ঠ জানিলে উচিত যে অন্তরে ঈর্ষ্যাকে স্থান প্রদান না করে, ঈর্ষা অত্যন্ত নীচ-ভাব। বরং অন্যকে শ্রেষ্ঠ দেখিয়া স্বয়ং শ্রেষ্ঠ হইতে ও আপনাকে তদ্রূপ উচ্চ অবস্থায় আনয়ন করিতে চেষ্টা করিবে, নিকৃষ্ট দেখিলে গর্ব্ব করিবে না, গর্ব্ব অধর্ম্ম ও শাস্তির কারণ, আপনা অপেক্ষা অন্যকে নিকৃষ্ট দেখিলে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিবে, ও স্বীয় অহংভাব দূরে রাখিবে, নিজের সমুদায় উন্নতি ঈশ্বরের প্রসন্নতায় ও অনুগ্রহে জানিবে। তোমার যাহা আছে তাহা পরমেশ্বরের দান বলিয়া স্বীকার করিবে। যদি তুমি আপনাকে লক্ষ্য কর তবে তুমি

একান্ত বিমার্গচারী অবিমৃশ্যকারী এরূপ জানিবে। তিনিই মহাজন যিনি আপনাকে এপ্রকার পদে স্থাপন করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তিকে বা কোন বস্তুকে আপনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করেন না, বরং সকলকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন। আপনাকে অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হন না; নিজে কিছুই নন এই বিশ্বাস করেন, এইরূপ হওয়াই সৌভাগ্যের লক্ষণ।

সদসৎ চিন্তা।

মন আকাশের ন্যায়; তাহাতে সুচিন্তা নক্ষত্র সদৃশ; কুচিন্তা অন্ধকার; প্রেম সূর্য্য স্থানীয়; সৌর জগৎ সর্ব্বদা ঘূর্ণায়মান। যে পর্য্যন্ত সূর্য্য সমুদিত না হয়, সে পর্য্যন্ত আকাশে নক্ষত্র সকলের উদয়াস্ত ও অন্ধকারের আবির্ভাব

হইয়া থাকে। কিন্তু যখন ভুবনপ্রকাশক বিভাবসু প্রকাশিত হয় তখন না নক্ষত্র প্রকাশ পায়, না অন্ধকার দৃষ্টিগোচর হয়। মানসিক অবস্থাও এইরূপ, যে পর্যান্ত মনে প্রেম জ্যোতি বিকীর্ণ না করে সে পর্য্যন্ত সদসৎ চিন্তায় আবির্ভাব হয়। প্রেমরবির উদয় হইলে এ সমুদায় বিলুপ্ত হইয়া যায়, কিছুই থাকে না।

ভাবাবেশ।

অধিকাংশ লোক কবিতা ও সঙ্গীত শ্রবণে যেরূপ আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয় ঈশ্বর প্রসঙ্গ শ্রবণে সেইরূপ হয় না ইহার কারণ এই যে আকর্ষণ ও ভাবাবেশের সঞ্চরণ সম্বন্ধ ও জাতীয় প্রকৃতি অনুসারে হইয়া থাকে, ঐশ্বরিক বাক্য অতীব শুদ্ধ ও সুন্দর যাঁহাদিগের জীবন শুদ্ধ ও সুন্দর

সেই বাক্যের সঙ্গে তাঁহাদিগের সম্বন্ধ আছে, তাঁহারা ঈশ্বর প্রসঙ্গ শ্রবণে ভাবাবিষ্ট ও আকৃষ্ট হইয়া পরেন, সেই সকল লোক মহাপুরুষ ও মহর্ষি। যাহারা জীবনের সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা লাভ করে নাই, অন্য যে সকল বিষয়ের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ ও সমজাতীয়ত্ব আছে তাহারা সেই সকল বিষয়ের দ্বারাই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়। এই সম্বন্ধ ও স্বজাতীয়তার উচ্চ নীচ অবস্থা আছে, তদনুসারে আকর্ষণ ও মুগ্ধতা জন্মে, পৃথিবীতে এক এক বস্তু এক এক বস্তুকে বিশেষরূপে আকর্ষণ করে, শৈত্য, শৈত্য দ্বারা, উষ্ণতা, উষ্ণতা দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

প্রেম ।

প্রেমের অর্থ আপনার ইচ্ছা ও অভিসন্ধি বিসর্জ্জন দিয়া সখার ইচ্ছা ও অভিসন্ধিকে নিজের ইচ্ছাও অভিসন্ধি বলিয়া জানা। না নিজের ইচ্ছার বন্ধনে বদ্ধ থাকা,না নিজের কোন প্রিয় বস্তু সখার নিকটে আশাও আকাজ্ক্ষা করা। যদি তুমি সখার নিকটে উপকার প্রত্যাশা কর তবে তুমি স্বার্থ বন্ধনে বদ্ধ, সখার বন্ধনে বদ্ধ নও। পরন্তু প্রেম শবধৌতকারীর হস্তস্থিত শবের ন্যায়। সে স্বকীয় ভাব অতিক্রম করিয়া যায় এবং কর্ত্তৃত্বের রজ্জু সখার হস্তে সমর্পণ করে। অপিচ তিনিই প্রেমিক যিনি আপনাকে আত্মগুণ ও স্বভাব হইতে মুক্ত করিয়া সখার গুণ ও স্বভাবে ভূষিত করিয়াছেন, যথা উল্লিখিত হইয়াছে। "ঈশ্বরের চরিত্রের ন্যায় চরিত্র লাভ কর।" এই উক্তি এই ভাবের পোষকতা করিতেছে।

আন্তরিক বিকাশ।

আন্তরিক বিকাশ দ্বিবিধ ; নির্ব্বাণ ও অনির্ব্বাণ বিকাশ, অত্যাশ্চর্য্য ভাবের সমাগমে নির্ব্বাণ বিকাশ হয়, যথা নিমগ্ন হওয়া, অজ্ঞান হইয়া পড়া ও প্রেমোচ্ছ্বাস হওয়া। অনির্ব্বাণ বিকাশে তত্ত্বজ্ঞান ও সত্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়, তদবস্থায় গূঢ়তত্ত্বের মর্ম্মাববোধ হয়, সুদুরূহ বিষয় সকলের সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। কোন কোন সাধকের জীবন ভাবপ্রধান, কাহারও কাহারও জীবন জ্ঞানপ্রধান। স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে প্রত্যেকের আন্তরিক বিকাশ হয়, পরন্তু সাধনা ও তপস্যা বিকাশের মূল কারণ। সাধনা নানাবিধ আছে, সুতরাং আন্তরিক বিকাশেরও নানাবিধ কারণ। বিশেষ বিশেষ বিকাশে বিশেষ বিশেষ কারণের সম্বন্ধ, যথা ভাবের সঙ্গে পরমেশ্বর-

স্মরণের বিশেষ সম্বন্ধ, অর্থাৎ পরমেশ্বরের গুণাদি স্মরণ ভাব বিকাশের কারণ, চিন্তার সঙ্গে জ্ঞানের বিশেষ সম্বন্ধ, অর্থাৎ ধর্ম্মচিন্তা তত্ত্বচিন্তা সত্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করে। ইহা সাধারণ ভাবে বলা হইল, কিন্তু কখন কখন স্মরণ তত্ত্ব জ্ঞানের এবং চিন্তা ভাবোদ্গমের কারণ হইয়া থাকে, বরং স্মরণ চিন্তাশূন্য এবং চিন্তা স্মরণশূন্য অত্যন্ত বিরল। ঈশ্বরকে স্মরণ কর এই স্মরণ চিন্তার কারণ, প্রত্যেক চিন্তা স্মরণের ফল হইবে, প্রত্যেক সাধকের উচিত যে সাধনের পথ আশ্রয় করিয়া থাকেন, যেন কখনও তাহার সীমার বহির্ভূত না হন, বরং সাধ্যা প্রভৃত যত্ন ও বিশেষ চেষ্টা করেন। যখন উপাস্যের পথে পদ স্থাপন করিবেন তখন তিনি যাহা পাইবার যোগ্য তাহা তাঁহার অন্তরে প্রকাশ পাইবে। যাহা প্রকাশ পাইবে তাহার জন্য যেন তিনি কৃতজ্ঞ হন, ও

তাহার উন্নতির নিমিত্ত যেন সাধনা করেন। যিনি কৃতজ্ঞতার অনুসরণ করিয়া অবিচ্ছেদে ও অবিলম্বে ধর্ম্মোন্নতি দর্শন করেন ও তদ্বিষয়ে সফলকাম হন তিনিই প্রকৃত সাধক।

বাহ্যেন্দ্রিয়াদি সৃষ্টির গূঢ় উদ্দেশ্য।

পরমেশ্বর দুই নয়ন সৃজন করিয়া এই ইঙ্গিত করিয়াছেন যে মনুষ্যের উচিত যে এক নয়ন আশার দিকে ও অপর নয়ন ভয়ের দিকে স্থাপন করে। এই দুই নেত্রের মধ্যেই বিশ্বাসের অভিমুখে সরল পথ রহিয়াছে। দুই কর্ণের উদ্দেশ্য এই যে মনুষ্য এক কর্ণে প্রেমের তত্ত্ব অপর কর্ণে তেজের তত্ত্ব শ্রবণ করিবে, যেহেতু ঈশ্বর ক্ষমা ও তেজোগুণ বিশিষ্ট। একমাত্র রসনায় এই ইঙ্গিত বুঝায় যে দ্বিবিধ উক্তি অপ্রশংসনীয়, দুই

কথা বলা কপটের স্বভাব। ইহার সঙ্গে মনের একতার সম্বন্ধ আছে, যথা ‘ দুই মন হওয়া অলাভ ভিন্ন নহে। ’ এক মন ও এক জিহ্বা বিষয়ে এই ইঙ্গিত বুঝায় যে, মনুষ্যের মন ও জিহ্বার ঐক্য থাকিবে। দুই হস্ত সৃজনে এই ইঙ্গিত বুঝায় যে এক হস্তে দান ও এক হস্তে গ্রহণ করিবে। পার্থিব জীবন দান করিবে ও স্বর্গীয় জীবন গ্রহণ করিবে। দুই পদের উদ্দেশ্য এই যে ঈশ্বরের মন্দির দুইপদ ভূমির অধিক দূর নহে। একপদে সাংসারিক বাসনার পথ অন্য পদে সাংসারিক লক্ষ্যের পথ অতিক্রম কর ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হইবে। এইরূপ প্রত্যেক বাহ্যেন্দ্রিয়াদির অন্তর্ভূত আধ্যাত্মিক গূঢ় তত্ত্ব সকল আছে।

দরবেশদিগের যোগ ও প্রেম।

মাঘোৎসব, [illegible] শক।

কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান মিরর যন্ত্রে শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩ নং কলেজ স্কোয়ার।

দরবেশদিগের যোগ ও প্রেম।

সঙ্গীতযোগ।

সাধারণের সংস্কার এই যে মুসলমান্ শাস্ত্রে সঙ্গীত নিষিদ্ধ। এই সংস্কার ভ্রান্তিশূন্য নহে। যে সকল সঙ্গীতে লোকের চরিত্র কলুষিত হইতে পারে তাহা কীর্ত্তন কি শ্রবণ করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর সাধকদিগের সাধনার প্রধান অনুকূল বলিয়া ধর্ম্মসঙ্গীত মহম্মদীয় শাস্ত্রে পরম সমাদৃত হইয়াছে। নিকৃষ্ট সাধকদিগের জন্য সঙ্গীত নিষিদ্ধ। সুফী নামক দরবেশ সম্প্রদায় সঙ্গীতের বিশেষ পক্ষপাতী। মুসলমান্দিগের ধর্ম্ম পুস্তক আকৃসির হেদায়েত নামক গ্রন্থে সঙ্গী-

তের বৈধাবৈধ বিষয়ে একটী বৃহৎ অধ্যায় আছে। বৈধপ্রতিপাদক কিয়দংশ সেই অধ্যায় হইতে অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

যাহার অন্তরে ঈশ্বর প্রেম প্রবল হইয়া মত্ততায় পরিণত হইয়াছে, তাহার জন্য সঙ্গীত প্রয়োজন। হয়তো অন্য অনেক সদুপায় অপেক্ষা এই উপায়-টির কার্য্যকারিতা অধিক হইবে। যাহার কারণে ঈশ্বর প্রেম সমধিক উদ্দীপিত হয়, তাহার মূল্য অধিক। প্রকৃতপক্ষে এই কারণেই সঙ্গীত সুফী-দিগের আদরের বস্তু। মত্ততার অগ্নি প্রদীপ্ত করিয়া তুলিতে সঙ্গীত বিশেষ সক্ষম। সঙ্গীত যোগে সুফী-দিগের কাহার কাহার অন্তরে যেরূপ প্রেমমত্ততা সঞ্চারিত হয়, অন্য কিছুতেই সেরূপ হয় না। সুফী-গণ সঙ্গীতের প্রভাবে যে স্বর্গীয় ভাব প্রাপ্ত হয়েন তাঁহাকে তাঁহারা ওজদ্ (প্রেমাবেশ) বলেন। অগ্নিবিশোধিত স্বর্ণের ন্যায় সঙ্গীতযোগে সুধী-

দিগের অন্তঃকরণ শুদ্ধ ও নির্ম্মল হইয়া যায়, সঙ্গীত হৃদয়ে অগ্নি জ্বালিয়া দেয় ও সমুদায় মলিনতা নিঃসারণ করিয়া ফেলে। সঙ্গীতে যেরূপ হৃদয়ের উষ্ণতা জন্মে ও মলিনতা নিঃশেষিত হয় অনেক সাধনায় সে প্রকার হয় না। আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে আত্মার যে নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, সঙ্গীত সেই সম্বন্ধকে এতদূর জীবন্ত করিয়া তোলে যে আত্মা ইহলোকহইতে একেবারে প্রস্থান করে। স্থফী এতাদৃশ বিচেতন হয়েন, যে ইহলোক সম্বন্ধে তাঁহার কিছুমাত্র সংজ্ঞা থাকে না। তাঁহার সমুদায় ইন্দ্রিয় অবশ হইয়া যায়, তিনি ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হয়েন।

ঐশ্বরিক সঙ্গীতযোগে স্থফীর এরূপ অবস্থা হয় যে তিনি জগৎ সম্বন্ধে,মৃত ঈশ্বর সম্বন্ধে একাত্মভাব প্রাপ্ত হয়েন। আপনাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েন। এমনও হয় যে অগ্নিতে পতিত

হইলেও তাঁহার জ্ঞান থাকে না। একবার আবু-ল্লেল হোসেন নুরী গভীর প্রেমাবেশে দৌড়িয়া গিয়াছিলেন। কাষ্ঠে লাগিয়া পা কাটিয়া যায়, তাহাতে তাঁহার বোধ ছিল না। এই সকল ব্যাপার প্রেমের পূর্ণ অবস্থায় হয়। এই প্রেমাবেশ সুফীকে স্বীয় অস্তিত্ব জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে। ভ্রাতঃ! তুমি এই মৃত্যুকে অস্বীকার করিও না, বলিও না যে ইনি কিরূপে অস্তিত্বশূন্য আমি যে ইহাঁকে দেখিতেছি। কিন্তু আমি তাঁহার মৃত্যু এজন্য স্বীকার করি, যে তিনি আর সেই তিনি নহেন, তুমি যাঁহাকে তিনি আছেন দেখিতেছ, মরিয়া গেলেও তো দেখিতে পাও, অথচ শরীরে অস্তিত্ব থাকে না। ভাবিয়া দেখ যখন বাহ্যপদার্থ মাত্রেই তাঁহার চৈতন্যবিলোপ, তখন তদ্বিষয়ে তিনি মৃত, যখন আত্মসম্বন্ধেও সংজ্ঞাহীন তখন আপনার বিষয়ে ও অস্তিত্ব শূন্য।

যখন ঈশ্বর ও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ ব্যতীত তাঁহার আর কিছুই নাই, তখন তিনি ঈশ্বরে জীবিত। যাহা অসার চলিয়া গেল, সার পদার্থ ঈশ্বর রহিলেন, ইহাকেই সুফীর একত্ব যোগ বলে। যখন সাধক ঈশ্বর ব্যতীত কিছুই দেখেন না, তখন শুদ্ধ তিনিই আছেন আমি নাই অথবা আমি আর তিনি এক এরূপ বলেন। এই সত্যটীর ব্যাখ্যায় অনেক লোকে ভ্রম করেন। কেহ কেহ ঈশ্বর ও মনুষ্যের প্রভেদ অস্বীকার করেন, কেহ কেহ স্বয়ং ঈশ্বর হইয়া যাওয়া এরূপ ব্যাখ্যা করেন, এ দুইই ভ্রান্তি। যেমন কেহ কখন পুর্ব্বে দর্পণ দর্শন করে নাই, সে দর্পণে দেখে যে নিজের মূর্ত্তি তাহাতে দেখা যায়, তাহাতে সে মনে করিতে পারে আমি দর্পণ হইলাম, অথবা দর্পণ আমার রূপে পরিণত হইল। এই দুই অসত্য। কখন দর্পণ মূর্ত্তি হয় না মূর্ত্তিও দর্পণ হয় না এই প্রকার

দেখায় মাত্র। যে উত্তমরূপ বুঝিতে পারে না, তাহার এরূপ ভ্রম হইয়া থাকে।

ইন্দ্রিয়াববোধ তিরোহিত হওয়ার পর যে অবস্থা হয় তাহাকে প্রেমাবেশ বলে। প্রেমাবেশ বলিতে এরূপ অবস্থাকে বুঝাইবে যাহা চৈতন্যের অবস্থাতে পূর্ব্বে ছিল না। এই প্রেমাবেশের প্রকৃতি বিষয়ে অনেক কথা আছে, প্রকৃত পক্ষে তাহা এক প্রকার নয়, নানা প্রকার। কিন্তু দুইটী কারণ হইতে উহা উৎপন্ন হয়, এক অবস্থান্তর হইতে, আর প্রত্যাদেশ হইতে। অবস্থান্তর মূলক প্রেমাবেশ এই প্রকারে হয়—যথা কোন একটী আভ্যন্তরিক ভাব উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং প্রমত্তের ন্যায় করিয়া তোলে। এই ভাব কখন অনুরাগ, কখন ভয়, কখন আসক্তির অগ্নি, কখন লাভের জন্য ব্যাকুলতা, কখন শোক, কখন আক্ষেপ হইতে পারে। ইহার প্রকার ভেদ

অনেক, কিন্তু সেই অগ্নিশ্বখন অন্তরে প্রবল হইয়া উঠে এবং তাহার ধূম মস্তিষ্ককে আশ্রয় করে তখন সংজ্ঞাকে এরূপ বিলোপ করিয়া তোলে যে নিদ্রাগত ও মাদকবিহ্বল ব্যক্তির ন্যায় দর্শন ও শ্রবণ শক্তি থাকে না। দ্বিতীয় প্রত্যাদেশ মূলক প্রেমাবেশ। সুফীর আত্মাতে কোন স্বর্গীয় পদার্থ প্রকাশ পায়, সঙ্গীত এই ভাবটী আনয়ন পক্ষে অনুকূল উপায়। হৃদয় মলিন দর্পণ স্বরূপ, সঙ্গীত সেই মলিনতা প্রক্ষালন করিয়া ফেলে, তাহাতে সেই দর্পণে স্বর্গের ছবি প্রতিবিম্বিত হয়। এ বিষয় লিখিতে গেলে একটী বৃহৎ পুস্তক হইয়া উঠে। যে ব্যক্তি এই উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, সে ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, সকলেই স্ব স্ব সাধনা অনুরূপ বুঝিতে সক্ষম। যিনি এই ভাবটী যত আয়ত্ত করেন, সাধনাতে করেন। চিন্তা দ্বারা যাহা কিছু বুঝা যায়, তাহা

শাস্ত্রগত, প্রত্যক্ষ-মূলক নহে। যাহাদিগের এই উচ্চ অবস্থা হয় নাই তাঁহারা যেন ইহা বিশ্বাস করেন অস্বীকার না করেন। যে ব্যক্তি মনে করে যে বস্তু আমার ভাণ্ডারে নাই, তাহা রাজার ভাণ্ডারেও নাই সে নিতান্ত নির্ব্বোধ। যে জন যৎকিঞ্চিৎ সম্পদ্ পাইয়া আপনাকে এক জন প্রধান রাজা মনে করে এবং বলে যে আমি সমুদায় উন্নতি লাভ করিয়াছি, সমস্ত পাইয়াছি, যাহা আমার নিকটে নাই তাহার অস্তিত্বই নাই সে আরও মূর্খ। সুফীদিগের মধ্যে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, যাঁহারা প্রেমাবেশের সময়ে আত্মশাসনের বলে স্থির গম্ভীর থাকিতে পারেন, আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন। রোদন, কম্পন, ধ্বনি এসকল দুর্ব্বলতা হইতে হয়। কিন্তু এরূপ শাসনের বল অল্প সাধকের থাকে। আবুবেকর সদ্দিক বলিয়াছেন যে "আমার মন দৃঢ় ও সবল হউক, আমি বাহ্য বিকার হইতে আপ-

নাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইতেছি না।" যিনি আপনাকে শাসন করিতে পারেন না, তাঁহারও যথাশক্তি চেষ্টা করা কর্ত্তব্য যে অতিরিক্ত ভাব যেন প্রকাশ না পায়।

সুফীদিগের এই স্বর্গীয় ভাবকে যে সকল লোক অন্তঃকরণের ক্ষুদ্রতা ও নীচতার জন্য অস্বীকার করে ও অসত্য বলে তাহারা ক্ষমার পাত্র ও নির্দ্দোষ। যে বিষয় তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহা বিশ্বাস করা তাহাদের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার। হরিৎ ক্ষেত্র ও স্রোতস্বতী দর্শনে যে সুখ, তাহা জন্মান্ধে কি বুঝিবে? রাজ্যসম্পদে যে সুখ, রাজ্যসম্পদের প্রভুই বুঝিতে সক্ষম, বালকে কি বুঝিবে? সে খেলাই বুঝিতে পারে।

—o—

নামযোগ।

—o—

নাম যোগের চারি অবস্থা। এক শুষ্ক মুখে নামোচ্চারণ, হৃদয় তাহাতে উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট। ২ য় হৃদয়ের যোগ হয় বটে, কিন্তু স্থায়ী হয় না, হৃদয় নামের আলয় হয় না। তাহাতে সচরাচর এরূপ ঘটিয়া থাকে যে হৃদয়কে কষ্টে সৃষ্টে নামেতে লিপ্ত রাখিতে হয়। যদি চেষ্টা যত্ন না করা যায় তবে চিত্ত উদাসীন হইয়া পড়ে, অথবা বিষয় প্রবৃত্তির উত্তেজনায় স্বীয় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। তৃতীয় অবস্থা এই যে নামের মধুরতা হৃদয়কে আকর্ষণ করে এবং সেই ভাব এরূপ সংক্রামিত হয় যে তখন বিষয়ান্তরে অন্তরকে যত্ন ও আয়াস ব্যতীত প্রবর্ত্তিত করা যায় না। যোগের চতুর্থ

অবস্থায় যাঁহার নাম সেই পরমেশ্বর সাধকের হৃদয়ে আসন পরিগ্রহ করেন। হৃদয় আর নাম উচ্চারণ করে না, ঈশ্বরের সত্তাতে মগ্ন হইয়া যায়। যাঁহার অন্তর সাধনার লক্ষ্য পরাৎপর পরমেশ্বরকে সম্পূর্ণ রূপে প্রেম করে, তাঁহার সঙ্গে যিনি কেবল নামকে প্রীতি করেন এরূপ ব্যক্তির অনেক প্রভেদ আছে। বস্তুতঃ নাম এবং নামের ধ্যান চতুর্থ শ্রেণীর সাধকের হৃদয় হইতে তিরোহিত হয়। শুদ্ধ নামের লক্ষ্য ঈশ্বর অন্তরে বিরাজ করেন। নাম আরবী ভাষার বা পারস্য ভাষার হউকনা কেন কথা বটে, এই কথা মন হইতে দূরে থাকে না। বরং অনেক সময় নিরবচ্ছিন্ন এই বাক্যই সাধকের অন্তরে থাকিয়া যায়। প্রকৃত নাম যোগ হইলে আরব্য পারস্য বাক্য প্রভৃতি যাহা কিছু সমুদয় হইতে হৃদয় নির্ম্মুক্ত হয়। সমগ্র হৃদয় তন্ময় অর্থাৎ ঈশ্বরে পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়। অন্তরে

অন্য কোন বিষয় স্থান পাইবে না, ইহা গভীর প্রেমের ফল। নিগূঢ় প্রেমেই এই যোগ সংসাধিত হয়। প্রেমিক সর্ব্বদা প্রেমাস্পদকেই আশ্রয় করিয়া থাকে এবং তাঁহাতে এরূপ গাঢ় অনুরক্ত হয় যে হৃদয়বন্ধুর সুগভীর ধ্যান ও নিদিধ্যাসন কালে তাঁহার নাম পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইয়া যায়। যখন সাধক এ প্রকার বিলীন ও নিমগ্ন ভাব প্রাপ্ত হয়েন যে আপনাকে ও ঈশ্বর ব্যতীত যাহা কিছু তৎসমুদায় ভুলিয়া যান, তখন তিনি সমাধির উচ্চতর সোপানে আরোহণ করেন। এই অবস্থাকে অসৎ ও বিলয় বলা যায়, অর্থাৎ জগতে যাহা কিছু আছে তাঁহার স্মৃতি পথ হইতে অন্তর্হিত হয় এবং তিনি নিজেও অসৎ হয়েন অর্থাৎ সাধক আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে বিস্মৃত হয়েন। যথা অনেক ঈশ্বরজ্ঞানী আছেন, যাঁহারা আমার নিকটে অবিদিত তাঁহারা আমার সম্বন্ধে অসৎ এবং আমি

যাঁহাকে জ্ঞাত আছি ও যাঁহার তত্ত্ব জানি তিনি আমার নিকটে সৎ। এরূপ যখন কেহ আপনার অহংভাব ভুলিয়া যান তখন তিনি নিজেও নিজের নিকটে অসৎ হয়েন, এবং যখন ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ তাঁহার সন্নিধানে থাকে না তখন পরমেশ্বরই তাঁহার নিকটে সৎ ও সম্মুখে বিদ্যমান। ভ্রাতঃ! যদ্রূপ তুমি নেত্র উন্মিলন করিয়া যখন শুদ্ধ ভূলোক দ্যুলোক দর্শন কর, অন্য কিছু দেখিতে পাও না, তখন তুমি বলিবে যে এই বাহ্য জগতের অস্তিত্ব ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই। এই দৃশ্যমান্ বিশ্বই সর্ব্বস্ব। এরূপ নামের উচ্চতম সাধক ও ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ দেখেন না, বলেন যে তিনি সর্ব্বস্ব অর্থাৎ পরমেশ্বরই আছেন তাঁহা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। এ স্থানে সাধক ও ঈশ্বরের মধ্যে কোন ব্যবধান রহিল না, একত্ব

লাভ হইল, ভিন্নতা চলিয়া গেল, বিচ্ছেদ বিচ্ছিন্নতা সম্বন্ধে কোন তত্ত্ব রহিল না। যেহেতু ভিন্নতা তিনিই দেখেন যিনি দুই পদার্থকে জানেন এবং আপনাকে ও ঈশ্বরকে দেখেন। আর এ ব্যক্তি এ সময় আপনাকে বিস্মৃত হইয়া যান,এক ব্যতীত দ্বিতীয় চিনেন না, তাহা হইলে বিচ্ছেদ দূরতা কিরূপে জানিবেন। যখন মনুষ্য এই অবস্থায় উপনীত হয়েন,তখন তাঁহার চক্ষে দেবস্বরূপ প্রকাশিত হয়, তিনি পবিত্রাত্মা মহর্ষি ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক প্রেরিত মহাপুরুষদিগের তুল্য জীবন লাভ করেন, স্বর্গীয় পদার্থ ও অনির্ব্বচনীয় মহৎ ব্যাপার সকল দেখিতে পান। পুনর্ব্বার যখন তিনি আপনার ভাবের মধ্যে উপনীত হয়েন, অন্য অন্য ব্যাপারের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়ে তখনও সেই স্বর্গীয় ভাবের প্রভাব তাঁহার আত্মাতে সঞ্চারিত থাকে এবং সেই পুণ্য অবস্থার প্রতি একটী প্রবল অনুরাগ থাকিয়া যায়।

সাধারণ লোকে যে সকল সংসারিক বিষয় লইয়া ব্যস্ত, তাঁহার নিকটে তাহা নীরস ও অর্থশূন্য বলিয়া প্রতীতি হয়; তিনি শরীর সম্বন্ধে মনুষ্য লোকে বাস করেন কিন্তু তাঁহার আত্মা অন্য লোকে স্থিতি করে। যাহারা সংসারের জন্য নিয়ত বিব্রত, তাহাদিগকে বিস্ময়পূর্ণ নেত্রে তিনি অবলোকন করেন, এবং এই বলিয়া আক্ষেপ ও দয়ার চক্ষে দেখেন যে এই সকল লোক কেমন মহত্ত্ব হইতে বঞ্চিত আছে। অন্য লোকেও আবার তাঁহার প্রতি উপহাস করে ও বলে যে এ ব্যক্তি কেন বিষয় ব্যাপারে মন নিযুক্ত করে না, এবং তাহারা এরূপ নীচ কল্পনাকেও মনে স্থান দানে বাধ্য হয় যে এ লোকটী নির্ব্বোধ উন্মত্ত !

যদি] কোন সাধক এই অসৎ ও মৃত্যুর সোপানে উপনীত নাও হইয়া থাকেন এবং এই অবস্থা

ও ধর্ম্ম জগতের গূঢ় তত্ত্ব সকল তাঁহার নিকটে প্রকাশিত না হইয়া থাকে কিন্তু পরমেশ্বরের নাম চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে, তাহা হইলেও সৌভাগ্যের বিষয়। কেননা যখন নামের সাধনা জীবন্ত হইয়া উঠিবে, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রেম প্রবর্দ্ধিত হইয়া সমুদায় হৃদয়ে সঞ্চারিত হইবে এবং এতদূর হইবে যে ঈশ্বরকে সংসার অপেক্ষা স্বভাবতঃ প্রিয়তর জানিবে। প্রকৃত সৌভাগ্য তখন, যখন ঈশ্বরের সম্মুখীন হই, তাঁহার দর্শনে প্রেমানন্দ লাভ করি। সংসার পিশাচী যাঁহার অনুরাগ ও প্রীতির পাত্রী হইয়াছে, যে ব্যক্তি এই বৃদ্ধার প্রতি অনুরক্ত ও উন্মত্ত, সে প্রেম আসক্তির অনুরূপ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিবে। যদি কেহ অবিশ্রান্ত নামের সাধনা করিতেছেন, কিন্তু যোগীদিগের জীবনের উচ্চভাব তাঁহাতে বিকাশিত হইতেছে না, স্বীয় জীবনে

তিনি সেই ভাব দর্শন করিতে পারিতেছেন না এ অবস্থায় যেন নিরাশ না হয়েন। জানিবেন হৃদয় যখন নামের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইল, তখন তিনি পরম সৌভাগ্যের জন্য প্রস্তুত হই-লেন, যাহা কিছু ইহ লোকে প্রকাশিত না হয় পরলোকে হইবে। তাঁহার কর্ত্তব্য যে আশান্বিত হইয়া সর্ব্বদা হৃদয়কে ঈশ্বরেতে সমর্পিত রাখেন। কখন তাঁহা হইতে দূরে না থাকেন, নিত্য নাম যোগ ঈশ্বরের মন্দির ও স্বর্গ নিকেতনের দ্বার উদঘাটন করে। হজরৎ মহম্মদ বলিয়াছেন যে যে ব্যক্তি স্বর্গীয় উদ্যানের শোভা সন্দর্শন করিতে চাহে, তাহার উচিত যত্নপূর্ব্বক ঈশ্বরের নাম সাধনা করে।

আক্‌সির হেদায়েত।

—•—

হাফেজের প্রেম। *

—o—

বুদ্ধিকে ছাড়িয়া প্রেমের নিকটে ধন অন্বেষণ কর, তাহা হইলে বিশোধিত স্বর্ণের ন্যায় বিশুদ্ধ হইবে।

হাফেজ প্রথমে সখার বদন রূপ কোরাণ গ্রন্থে প্রেমের অধ্যায় ও স্তোত্র অধ্যয়ন করিয়াছে।

দগ্ধহৃদয় প্রেমিক যে পর্য্যন্ত মৃত্যুর প্রান্তরে গমন না করেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার হৃদয়নিকেতনে নির্ম্মল প্রেমের অভ্যুদয় হয় না।

ডুবক মস্তক দানে প্রস্তুত না হইলে সাগর

---

* হাফেজের অনেক কবিতা রূপক। তদুল্লিখিত সুরা শব্দে প্রেম, সুরাদাতা প্রেমোদ্দীপনকারী, সুরালয় প্রেমনিকেতন, সুরাপাত্র হৃদয়, সখা ঈশ্বর বা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদ কিম্বা ধর্ম্মগুরু অথবা ধর্ম্মবন্ধু বুঝিতে হইবে।

হইতে কখন মুক্তা ফল আহরণ করিতে পারে না।

অনুরাগের অনুরোধে দীপবৎ প্রাণকে মধ্যস্থলে স্থাপন করিয়াছি, প্রেমবশে স্বীয় দেহকে উৎসর্গ করিয়াছি।

সেই উজ্জ্বল প্রদীপের অনুরাগে আপনাকে দগ্ধ না করিলে তুমি প্রেমসঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না।

সাধারণে মহামূল্য মুক্তার মূল্য কি জানে, হাফেজ! বিশেষ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহাকে সেই মুক্তা দিবে না।

আমি উন্মত্ত, আমার হৃদয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছ, অনলশিখাস্থ ধূমের ন্যায় আমি তোমার জন্য নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছি।

এস সেই বদন মণ্ডলে আমি প্রাণের গন্ধ অনুভব করিতেছি, সেই আননে স্বীয় হৃদয়ের অনুসন্ধান পাইয়াছি।

দিব্যাঙ্গনাদিগের যে বর্ণনা হইয়া থাকে সথায় সেই মুখের সৌন্দর্য্য ও কোমলতার নিকটে তদ্বর্ণনা জিজ্ঞাসা কর।

তোমার বদনকান্তি দর্শন করা সকল লোকের পক্ষে উচিত, তোমার মন্দিরে প্রণাম করা সকল রাজার পক্ষে কর্ত্তব্য।

তাঁহার পদধূলী চুম্বন করিবার অধিকার লাভ কোথায়! হাফেজ, তোমার অনুরাগের সমাচার কে তাঁহার নিকটে নিবেদন করিবে?

তুমি কোথায় আর তাঁহার দর্শনের আশা কোথায়, হাফেজ! সকল লোক তাঁহার অঞ্চল ধারণ করিতে পারে না।

সেই প্রতাপান্বিত রাজার পদগৌরব ও মহিমার শপথ করিয়া বলিতেছি যে ধন মানের জন্য কাহার সঙ্গে আমার বিবাদ নাই।

সখে! তোমার পানপাত্রের এক বিন্দু প্রসাদের

পিপাসু, কিন্তু বল প্রকাশ করিতেছি না বাধ্যও করিতেছি না।

দোহাই ঈশ্বরের, আমার এই খির্কা (বৈরাগ্য বস্ত্র) সুরা জলে ধৌত কর, আমি এই ভাবে খির্কা পরিধান করিয়া কল্যাণের সৌরভ পাইতেছি না।

প্রেমিকদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত কর, আমি তোমার অনুগত ভৃত্য, তুমি সেবনীয় রাজা।

উপদেষ্টা! চলিয়া যাও, উপদেশ করিও না, পুনর্ব্বার তুমি আমাকে কোথাও নির্জন কুটীরবাসী দেখিতে পাইবে না।

এক জন সখা ও একটী সুরাপাত্র হইলে এই সংসারে আমার যথেষ্ট আনন্দ হয়, এই দুই ব্যতীত সমুদায় সামগ্রী শিরোবেদনা ও বিচ্ছেদের কারণ।

প্রেম আমাকে মস্‌জিদ হইতে সুরা বিপণিতে পাঠাইতেছেন, প্রাণ! আমি আগ্রহের সহিত যাই-তেছি, আপত্তি করিতেছি না।

একালে লোকে গুণ ক্রয় করে না, তদ্ব্যতীত আমার কিছুই নাই, এই অব্যবহার্য্য সামগ্রী লইয়া আমি কোথায় বাণিজ্য করিতে যাইব।

মদিরা আনয়ন কর, সূর্য্য যখন কিরণ বিকীর্ণ করিবে দীনহীনের কুটীরেও কৃপাকিরণ উপনীত হইবে।

বিরহরজনীতে আমার নিকটে দর্শনের অনুজ্ঞা পত্র প্রেরণ কর, অন্যথা আমি বিলাপ ধ্বনিতে অগ্নির ন্যায় জগৎকে দগ্ধ করিব।

চন্দ্রানন! কোন রজনীতে দর্শন দানে আমাকে গৌরবান্বিত কর, তোমার প্রকাশে আমার গৃহ দীপালোকের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে।

আমার ধৈর্য্যরশ্মি তব শোকাস্ত্রে ছিন্ন হইয়াছে, সেই তোমার বিচ্ছেদানলে আমি প্রদীপের ন্যায় জ্বলিতেছি।

তোমার ভুবনোজ্জ্বল রূপের অভাবে দিবা

আমার সম্বন্ধে রজনী, তোমার গভীর প্রেমে দীপ শলাকার ন্যায় আমি ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছি।

হাফেজ! যদি সুরা পান কর, কুসুমাস্য সখার সঙ্গে পান করিও, ইহ পরলোকে ইহাঅপেক্ষা উত্তম সামগ্রী অন্য কিছুই নাই।

আমি দর্শনকামনায় কেমন করিয়া ডানা বিস্তার করিব, আমার হৃদয়পক্ষী যে বিরহ কুলায়ে পালক পরিত্যাগ করিয়াছে।

ঈশ্বর! বল, অদর্শন ও বিচ্ছেদ জগতে কে আনয়ন করিল, অদর্শনের মুখ, ও বিচ্ছেদের গৃহ সম্পত্তি দগ্ধ হউক।

সখে! আমি বিচ্ছেদকে তোমার বিচ্ছেদে আনিয়া ফেলিব, বিচ্ছেদের চক্ষু হইতে অশ্রু বর্ষণ করিব।

যদি সক্ষম হই আমি বিচ্ছেদকে বলিদান করিব, নেত্র জলে তাহার অত্যাচারের প্রতিশোধ দিব।

কোথায় যাই কি করি মনের অবস্থা কাহাকে বলি, কে আমার বিচার করিবে, কে বিচ্ছেদকে প্রতিফল দান করিবে।

ক্ষণকালও অদর্শন বিচ্ছেদের যন্ত্রণা হইতে আমার মুক্তি নাই, ঈশ্বর! বিচার কর, বিচ্ছেদকে শাস্তি প্রদান কর।

হে রূপবান্ দিগের রাজা! বিরহ যন্ত্রণা দূর কর, হৃদয় তোমার বিচ্ছেদে মুমূর্ষু হইয়াছে।

যখন তোমার সঙ্গে থাকি, তখন এক বৎসর আমার এক দিন; কিন্তু যখন তোমার বিচ্ছেদে কালযাপন, করি তখন আমার এক দিন এক বৎ-সর।

আমার প্রতি দয়া কর দেখ তোমার সুন্দর মুখের অনুরাগে আমার দুর্ব্বল শরীর নব শশাঙ্কের ন্যায় ক্ষীণ হইয়াছে।

সর্ব্বদা এই উদ্যানের পুষ্প সরস থাকে

না, তুমি সবল বট, দুর্ব্বলদিগের তত্ত্ব লও।

অধুনা উচ্চ আকাশের উপর প্রেমগৃহ স্থাপন কর, যেহেতু নিশ্চয় মৃত্যু তোমাকে অকস্মাৎ অন্ধকার গর্ত্তে লইয়া যাইবে।

আমি সহস্রবার এই কথার অনুসন্ধান করিয়াছি যে সংসার ও সংসারের কার্য্য অসারের অসার।

হায় হায়! আমি একাল পর্য্যন্ত জানিলাম না যে বন্ধু সৌভাগ্য বন্ধু লাভের অনুকূল উপায়।

যদি শান্তি ভূমি, নির্ম্মল সুরা সদয় সখা সর্ব্বক্ষণ তুমি প্রাপ্ত হও, আশ্চর্য্য তোমার ভাগ্য।

নিরাপদ স্থানে গমন কর, উপস্থিত সময়কে যথেষ্ট গণ্যকর যেহেতু জীবনের অন্তরালে দস্যুগণ বাস করিতেছে।

আক্ষেপ করিও না বাদ্য বাজাইয়া সখার সঙ্গে মদিরা পান কর, যেহেতু কাল নির্দ্দয়রূপে মৃত্যু খড়্গের আঘাত করিবে।

হে আদর পরিপালিত সরও তরু রূপ * আমার সখা, তোমার চরণ ধূলীর দোহাই দিয়া বলিতেছি, মৃত্যু সময়ে আমার সমাধিভূমি হইতে চরণ উত্তোলন করিও না।

দ্রাক্ষাকুমারীর কৌশলে আশ্চর্য্য রূপে বুদ্ধির পথ বন্ধ হয়, আশীর্ব্বাদ করি, দ্রাক্ষালতার যেন কখন ক্ষতি না হয়।

হাফেজ! প্রেমবেদনায় সম্মত হও, নীরব থাক। প্রেমতত্ত্ব বুদ্ধিমান্ লোকের নিকটে ব্যক্ত করিও না।

আমি খঞ্জ গম্যস্থান বহুদূরে, আমার বাহু খর্ব্ব, খোর্মা ফল উচ্চতরু শাখায়।

---

* সর ও তরু সরল ও সুগঠিত হয়, পারস্য কবিগণ সুন্দর কলেবরের সঙ্গে তাহার তুলনা দিয়া থাকেন।

প্রথমতঃ অনুরাগ ও মত্ততা লাভ সলজ বোধ হইয়াছিল; কিন্তু পরিশেষে এইগুণ উপার্জ্জনে আমার প্রাণ জ্বলিয়া গিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম যে আমার দুর্ব্বল আত্মার প্রতি কখন কৃপা করিবে, বলিলেন তখন করিব যখন মধ্যে আত্মা আবরণ হইবে না।

শতবার নেত্রনীরে নোমার জলপ্লাবন দেখিয়াছি, কিন্তু হৃদয়ফলকস্থিত তোমার ছবি কখন বিনষ্ট হয় নাই।

যদিচ আমি নানা বিষয়ে পাপসাগরে নিমগ্ন, কিন্তু যখন প্রেমকে আশ্রয় করিয়াছি, তখন অনুগ্রহের পাত্র।

সুরাপানকর, শিক্ষা ও ক্ষমতাবলে প্রেমানুরাগ হয় না, ভাগ্য প্রাসাদ হইতে এই দান আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে।

পণ্ডিত! তুমি আমার মত্ততা ও অপবাদের

দোষ ধরিও না, আমার জ্ঞানপুস্তকের ইহাই লিপি বটে।

হাফেজ! যখন তুমি প্রেমনিকেতনে পদস্থাপন করিয়াছ, সখার অঞ্চল ধারণ কর অন্য সকল ছাড়িয়া দেও।

আমার জীবনে আমি গৃহ ছাড়িয়া দেশান্তরে যাই নাই, কিন্তু তোমার দর্শনের অনুরাগে বিদেশ যাত্রায় সমুৎসুক হইয়াছি।

পথে নদী ও পর্ব্বত, আমি ক্ষীণ ও দুর্ব্বল, হে পুণ্যপাদ গুরু খেজর! সাহস দানে সাহায্য কর।

প্রকাশ্যে যদিচ আমি সখার প্রাসাদ হইতে দূরে পড়িয়া আছি, কিন্তু মন প্রাণে আমি তাঁহার মন্দির নিবাসীদিগের এক জন।

সত্যকথা বলিতেছি ইহা দেখিতে পারিনা যে আমি চাহিয়া থাকিব আর বন্ধুগণ পান করিবেন।

আমি ধৈর্য্যাবলম্বনের রীতিনীতি জানি না,

সেই ভাল যে সুরালয়কে ইজারা করিয়া লয়।

মত্ততার রাজ্যে আত্মমত ও অত্মচিন্তা নাই, এই ধর্ম্মে আত্মদৃষ্টি ও আত্মাভিমত অবৈধ।

আমি এক জন মদিরালয়ের ভিক্ষুক, কিন্তু মত্ততার সময় দেখিও নভোমণ্ডলের সঙ্গে আব্দার ও নক্ষত্রগণের প্রতি আদেশ প্রচার করি।

আমি কাজি নই, শিক্ষক নই, শাস্ত্রজ্ঞ নই, ব্যবস্থাপক নই, আমার কি লাভ যে আমি সুরা পানে কাহাকে নিষেধ করিব।

গোপনে পান করিয়া হাফেজ মনে ক্লেশ পাইয়াছে, একবার বাদ্যধ্বনি সহকারে সমুদায় গূঢ় ব্যাপার ব্যক্ত করিয়াদি।

পানপাত্রদাতা! তোমার বিরহে উদ্যানে পুষ্পের সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়াছে, এস, উদ্যানকে শোভিত কর।

হাফেজ! বিচ্ছেদরজনীর অবসান হইল, প্রভাতিক সৌরভ আসিতেছে।

আমি কেমন করিয়া লজ্জাবনত মস্তককে সখার নিকটে উত্তোলন করি, উপযুক্তরূপে আমা হইতে যে তাঁহার সেবা হয় নাই।

ছাড়িয়া দেও আমি মদিরাবিপণীর রাজমার্গে ধাবিত হই, একবিন্দু মদিরার জন্য আমি সম্পূর্ণ-রূপে এই দ্বারের ভিক্ষুক।

যে স্থানে সম্রাট্ জম্‌সেদের সিংহাসন বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেখানে আমার শোক করা শ্রেয়ঃ নহে, সুরাপান করাই বিধেয়।

প্রথম দিনেই যখন আমি প্রেমও মত্ততায় যোগ দান করিয়াছি, সেই পথ ছাড়িয়া দেওয়া আমার পক্ষে উচিত নয়।

উপদেষ্টা! উপদেশ করিও না, আমি পাগল, আমি সখার গম্যপথের ধুলির তুল্য স্বর্গ লোককে নিরীক্ষণ করি না।

তোমার একবিন্দু নিক্ষেপে পৃথিবীর ধুলি পদ্ম

রাগপ্রমণির কান্তি লাভ করিয়াছে, আমি গতিহীন তোমার নিকটে ধূলি অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

হাফেজ! যখন তুমি দর্শনের উচ্চ গৃহচূড়ায় আরোহণের পথ পাইলেনা, তখন এই দ্বারের মৃত্তিকাকে আশ্রয় করিয়া থাক।

হে প্রাণ! ইহা উচিত নয় যে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান কর; এস, পুনর্ব্বার আমার সংবাদ লও,তাহা হইলে আমি তোমার পথের ধূলি হইবে।

যে পর্য্যন্ত শ্মশান গর্ত্তে প্রবেশ না করি আমি তোমার অঞ্চল হইতে হস্ত অপসারণ করিব না, সে সময় ও যখন তুমি আমার সমাধির উপরে আগমন করিবে, আমার ধুলিপরিণত দেহ তোমার অঞ্চলে সংলগ্ন হইবে।

সর্ব্বদা আমার পুত্তলিকা বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার ক্রীড়া কেহ দেখিতে পায় না, আমি দেখিতেছি।

যদি সখা সমীরণের ন্যায় হাফেজের সমাধি ভূমিতে আগমন করেন, কুসুম কলিকা যেমন প্রভাতসমীরণ স্পর্শে আবরণ ছিন্ন করিয়া প্রফুল্ল হয় আমিও গোরের ভিতর কোফন (শবাবরণ) ছিন্ন করিয়া ফেলিব।

আমি কেন স্বদেশ গমনের উদ্যোগ করিব না, আমি কেন সখার চরণ ধূলি হইব না।

দেশচ্যুতি ও দরিদ্রতার শোক যখন সহ্য করিতে পারিতেছি না, স্বীয় নগরে যাইব ও রাজা হইব।

সম্মিলন গৃহের অধিবাসীদিগের একজন হইব, প্রভুর দাসদিগের এক জন হইয়া থাকিব।

জীবনের ক্রিয়া অব্যক্ত, একবার তাহাই করা চাই, যাহা করিলে অন্তিম কালে স্বীয় সখার নিকটে উপস্থিত হইব।

প্রেম ও মত্ততা আমার নিত্য কার্য্য, পুন-

কার তাহাতে যত্ন করিব, স্বীয় কার্য্যে লিপ্ত থাকিব।

চল্লিশ বৎসর হইতে দর্প করিয়া বলিতেছি যে সুরাবণিক্ গুরুর অধম ভৃত্যদিগের এক জন আমি।

সুরাবণিক্ গুরুর অনুগ্রহের প্রসাদে স্বচ্ছ নির্ম্মল সুরাশূন্য আমার সুরাপাত্র কখন হয় নাই।

এই মদিরাপাত্রীর সম্বন্ধে কুভাব পোষণ করিও না, বৈরাগ্যবস্ত্র মদিরাসিক্ত হইয়াছে বটে; কিন্তু পবিত্র আছি।

দুঃখ এই যাদৃশ বোল্‌বোল মধুর রসনা সত্বে এইক্ষণ এই পিঞ্জরে সোসন কুসুমের ন্যায় * নীরব রহিল।

---

* সোসন পুষ্পের দল সকল জিহ্বার আকারে।

কি কুসুম বিকাশের সময়ে মদিরা ত্যাগ করিতেছি! বুদ্ধিমান্ বলিয়া আমি দর্প করি, এ কায কেন করিব।

দরমার শয্যায়, নিরাপদ নিদ্রায়, দীনতায় যে সুখ তাহা রাজার সিংহাসনে নাই।

আমি দীন ভিক্ষুক, আমি রাজার মুকুটকে আমার কম্বল নির্ম্মিত টুপির তুল্য গণ্য করি না।

বৃদ্ধ কৃষক স্বীয় পুত্রকে কি সুন্দর কথা বলিয়াছিল যে হে আমার নয়নরঞ্জন! কর্ষণ না করিলে কর্ত্তন করিতে পারিবে না।

গায়ক কোথায়? আমি বৈরাগ্য ও বিদ্যালব্ধ সমুদায় বস্তু বোর্বত ও বংশিধ্বনিযোগে বর্জন করিব।

কাল কবে অনুকূল হইয়া থাকে, মদিরা আনয়ন কর, আমি সম্রাট জম্‌সেদ ও কাউস্ এবং কয়ের অনিত্যার কাহিনী বলিব।

জীবন পুস্তক কলঙ্কযুক্ত এ জন্য আমি ভয় করি না, বিচারের দিনে তাঁহার অনুগ্রহ ও কৃপায় ঐরূপ শত মলিন পুস্তক অতিক্রম করিব।

আমার দেহমৃত্তিকা সুরা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, বিরোধীদিগকে বল যে আমি কেন সুরা ত্যাগ করিব।

এইক্ষণ পরামর্শ তাহাই দেখিতেছি যে ধন সম্পত্তি সুরালয়ে লইয়া যাই এবং সুখে বাস করি।

কপট বৈরাগ্যাবরণ ধারণ করিয়া আমি অনেক সাধুতার দর্প করিয়াছি, তজ্জন্য পানপাত্রদাতা এবং সুরাসুন্দরীর নিকটে লজ্জিত আছি।

মদিরাপাত্র গ্রহণ করিব, কপট লোক হইতে দূরে থাকিব অর্থাৎ সংসার হইতে অন্তর্হিত হইয়া শুদ্ধান্তঃকরণ হইব।

আমার হৃদয় সঙ্কীর্ণ, হায়! তদুপরি তাঁহার

শোকের ভার, এই গুরু ভার বহনে দুর্ব্বল হৃদয় সক্ষম নহে।

আমার দেহরূপ ধূলিপুঞ্জ প্রাণসখার বদন-মণ্ডলের আবরণ হইয়াছে; সেই শুভক্ষণ যখন এই বদনের আবরণ উন্মোচন করিব।

এরূপ পিঞ্জর মাদৃশ কলকণ্ঠ বিহঙ্গের উপযুক্তনয়, স্বর্গোদ্যানে যাইব, আমি সেই উদ্যানের পক্ষী।

প্রকাশ হইল না যে কেন আসিলাম ও কোথায় ছিলাম, দুঃখ ও খেদ এই, যে আমি স্বীয় কার্য্যে উদাসীন।

যখন আমার শরীর সংসারকারাগারে বদ্ধ, তখন আমি প্রশস্ত পুণ্যজগতে কেমন করিয়া ভ্রমণ করিব।

যদ্যপি আমার হৃদয়ের শোণিত হইতে গভীর প্রেমের সৌরভ নির্গত হয় আশ্চর্য্যান্বিত হইওনা, যেহেতু উৎকৃষ্ট মৃগজাতির সঙ্গে আমার প্রণয়।

অমরনিকেতনে আমি নিবাস ও আশ্রয় পাইবার উপযুক্ত, অসৎ লোকের পল্লীতে কেন আমার বসতি হইল।

আমার স্বর্ণখচিত বাহ্য অঙ্গাচ্ছাদনের প্রতি লক্ষ্য করিও না, অঙ্গাবরণের ভিতরে অগ্নিতুল্য গুপ্ত প্রদাহ রহিয়াছে।

এস হাফেজের অস্তিত্বকে তাহা হইতে দূর কর, তুমি বিদ্যমানে আমাহইতে আমি আছি এই কথা যেন কেহ শুনিতে না পায়।

সেই শুভ দিন, যে দিন এই বনস্থলী হইতে চলিয়া যাইব, প্রাণের শান্তি অন্বেষণ করিব, প্রাণ সখার উদ্দেশ্যে যাইব।

রুগ্ন মনে দুর্ব্বল শরীরে সেই সুন্দর গতি সর ও তরুর প্রণয়বন্ধনে প্রাতঃসমীরণের ন্যায় যাইব।

যদি তাঁহার পথে লেখনীর ন্যায় মস্তকযোগে

চলিতে হয় চলা বিধেয়, খিদ্যমান হৃদয়ে রোরুদ্যমান নয়নে যাইব।

অঙ্গীকার করিয়াছি, যদি কোন দিন এই শোকের অবসান হয় তবে কবিতা পড়িতে পড়িতে, হাসিতে হাসিতে মদিরালয় পর্য্যন্ত যাইব।

তাঁহার প্রেমানুরোধে বালুকাকণার ন্যায় নাচিতে নাচিতে প্রদীপ্ত সূর্য্যমণ্ডলের পার্শ্বে যাইব।

যখন বন্দিগণের অবস্থা দেখিয়া সুন্দর পুরুষদিগের দুঃখ হয় না, মহাজনেরা সাহায্য করুন তাহা হইলে সুখে ও আরামে যাইব।

তোমার মুখের ভার নেত্ররূপ কার্য্যালয়ে আকর্ষণ করিয়াছি, তোমার কান্তির অনুরূপ আমি কোন কান্তিমান্ পুরুষের কান্তি দেখি নাই ও শুনি নাই।

প্রভুত্বের আশা ছিল তোমার দাসত্ব করিলাম, রাজত্বের আকাঙ্ক্ষা ছিল তোমারসেবায় সম্মত হইলাম।

যদিচ তোমার অনুসন্ধানে আমি উদীচ্য প্রভঞ্জনের তুল্য গতি লাভ করিয়াছি, কিন্তু তোমার সুন্দর গতি সরও তরুর পার্শ্বে উপনীত হইতে পারি নাই।

অপাঙ্গভঙ্গীতে তুমি আমার ক্ষত হৃদয়ে কি বাণসকল বিদ্ধ করিয়াছ, তোমার পল্লীতে কি ক্লেশ ভার সকল বহন করিয়াছি।

প্রভাত সমীরণ! বন্ধুর গম্যবর্ত্ম হইতে কিঞ্চিৎ ধূলি আনয়ন কর, আমি সেই ধূলি মধ্যে ক্ষত হৃদয়ের শোণিতের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়াছি।

তাঁহার নিবাস পল্লী হইতে সমীরণ আসিয়া আমার মস্তক স্পর্শ করিয়া চলিল, আমি তাঁহার অনুরাগে পুষ্পকোরকের ন্যায় দুঃখ সঙ্কুচিত হৃদয়ের আবরণ ছিন্ন করিলাম।

তোমার পদধূলীর শপথ করিয়া বলিতেছি যে তুমি হাফেজের চক্ষুর জ্যোতিঃ তোমার বদন ব্যতীত আমি নেত্রদীপে আলোক দেখিতে পাই না।

নয়নোদ্যানে যখন তোমার মুখের ভাব সঞ্চারিত হয়, মন তাহা দেখিবার জন্য চক্ষুর ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া থাকে।

এস তোমার পদার্পণে মণি মুক্তা উৎসর্গ করিব, হৃদয় ভাণ্ডার হইতে তাহা নেত্রকোষে সঞ্চয় করিয়াছি।

উঠ, মদিরামন্দিরের দ্বারোন্মোচনে যত্ন করি, সখার দ্বারে বসিব, অভীষ্ট বিষয় যাচ্ঞা করিব।

সখার নিকেতনে গমনের পাথেয় নাই, কিন্তু সুরালয়ের দ্বারে পাথেয় ভিক্ষা করিব।

যদি তব শোকের উৎপীড়নে আমি বিচারার্থী হই, তবে তোমার শোকাঘাতের মিষ্টতা হইতে যেন বঞ্চিত থাকি।

চল আমরা সুফীর বৈরাগ্যবস্ত্র সুরালয়ে লইয়া যাই, মিথ্যা প্রবঞ্চনা বাজারে রাষ্ট্র করিয়া দি।

হাফেজ! বিদ্যালয়ের দ্বারে আর কত কাল বসিয়া থাকিবে? উঠ, মদিরামন্দিরের দ্বারোন্মোচনের চেষ্টা করি।

ঈশ্বর যখন আমার ভাগ্যে সুরালয় রাখিয়া দিয়াছেন, তাহাতে বল হে দরবেশ! আমার অপরাধ কি?

জন্মকালেই যাহার ভাগ্যে সুরার পাত্র ঘটিয়াছে, বিচারের দিন কেন তাহার অপরাধ সম্বন্ধে প্রশ্ন হইবে?

কপট বৈরাগ্যবস্ত্রধারী সন্ন্যাসীকে বল যে তাহার "কপটতার হস্ত দীর্ঘ ও আস্তিন" খর্ব্ব।

তুমি নীচ অভিসন্ধিতে বৈরাগ্যাবরণে আচ্ছাদিত হইয়াছ যে ঈশ্বরের ভৃত্যদিগকে ভুলাইয়া পথভ্রান্ত করিবে।

আমি উচ্ছৃঙ্খল প্রমত্তদিগের সৎসাহসের দাস, যেহেতু তাঁহাদের নিকটে স্বর্গ মর্ত্ত্য তৃণতুল্য।

যখন মদিরালয়ে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, তখন বিদ্যালয় ও ধর্ম্মালয় হইতে আমার মন বিরাগী হইয়া পড়িয়াছে।

যাও হাফেজ! তুমি প্রত্যেক ভিক্ষুকের দ্বারে যাইয়া ভিক্ষুক হও, তোমার এই কামনা পূর্ণ হইবে না ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত।

—o—

ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান।

"সত্যান্ন প্রমদিতব্যং ধর্ম্মান্ন প্রম-
দিতব্যং কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্।"
"সত্যং চৈব। সত্যাৎ পরং নাস্তি।
ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।"

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[illegible] নং কলুটোলা। [illegible]।

মূল্য ।৵০ আনা।

ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান।

—•০০—

উপাসনা।

(১) প্রতিদিন অন্যূন দুই বার ঈশ্বরের উপাসনা করা বিধেয়।

(২) যে স্থানে অপবিত্র ভাব মনে উদয় হইতে পারে, বা একাগ্রতার ব্যাঘাত হইতে পারে; সে স্থানে উপাসনা করা উচিত নহে।

(৩) নির্জ্জনে যেমন নিয়মিত রূপে ঈশ্বরোপাসনা করিবে, সেই রূপ ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের সহিত প্রীতি-রসে মিলিত হইয়া নিয়মিত রূপে সামাজিক উপাসনা করিবেক।

(৪) শান্ত সমাহিত ও একাগ্র-চিত্ত হইয়া সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষকে অন্তরে সাক্ষাৎ দেখিয়া তাঁহার উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইবেক।

(৫) উপাসনার তিন অঙ্গ—প্রার্থনা, কৃতজ্ঞতা ও আরাধনা। পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য ও ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রার্থনা; আমাদিগের উপর ঈশ্বরের অসদৃশ ও অপার করুণার জন্য কৃতজ্ঞতা; এবং হৃদয়ে সেই নিষ্কলঙ্ক সত্য-স্বরূপকে দর্শন করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করা তাঁহার আরাধনা।

(৬) কাল-সহকারে প্রণালী-বদ্ধ উপাসনা মৌখিক হইয়া উঠিতে পারে। কতক গুলিন শব্দ বারম্বার উচ্চারণ করিতে করিতে তাহা কণ্ঠস্থ হইয়া যায় এবং উচ্চারণের সময় তাহাদের অনুরূপ ভাব মনে উদয় না হইতে পারে। যাহাতে উপাসনা এক প্রকার মৌখিক না হয়,

এমত চেষ্টা করিতে কদাপি অবহেলা করিবেক না।

(৭) কখন কখন উপাসনা করিতে গিয়া ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না এবং আত্মা নিরাশ ও নিরানন্দ হইয়া ফিরিয়া আইসে। যদিও বিষয়-চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হইয়া আত্মাকে সত্য-স্বরূপে সমাধান করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা যায়, তথাপি হয় তো চিত্তের একাগ্রতা জন্মে না ও ঈশ্বরের প্রেম-মুখ সন্দর্শনের আনন্দ লাভে বঞ্চিত হইতে হয়। এ প্রকার ভাবের কারণ কি? না শরীর মন বা আত্মার অসুস্থাবস্থা; অর্থাৎ শরীররের রোগ, মনের শোক বা আত্মার পাপ-বিকার। রোগ ও বিপদের উপর আমাদের কর্তৃত্ব নাই; কিন্তু পাপাসক্তি নিরাকৃত করিয়া একাগ্র-চিত্তে ঈশ্বরের পথে আত্মাকে লইয়া যাইতে সর্ব্ব প্রযত্নে চেষ্টা করিবেক, তাহা হইলে

উপাসনার ফল-লাভে অবশ্যই অধিকারী ও কৃতকার্য্য হইবেক।

(৮) যে পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করা যায়, তাহা পরিহার করিবার ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞা যেন বলবতী থাকে; নতুবা সে প্রার্থনা কখন সিদ্ধ হইতে পারে-না।

আত্ম-পরীক্ষা।

(১) সময়ে সময়ে আত্মানুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত, আমাদের কত উন্নতি বা কত দুর্গতি হইতেছে; কত পুণ্য ও কত পাপ সঞ্চিত হইয়াছে? সংসারের কোলাহল মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রৎ রাখা অত্যন্ত আবশ্যক।

(২) আত্মাকে পরীক্ষা করিবার সময় এই

সকল বিষয় আলোচনা করিবেক—কি রূপে সময় ক্ষেপণ করিয়াছি ; ত্যাগ স্বীকার করিতে কি পর্য্যন্ত সক্ষম হইয়াছি ; যে যে পাপ করিয়াছি, তাহার পূর্ব্বে সাবধান হইয়াছিলাম কি না, ও তাহার পরে অকৃত্রিম অনুশোচনা করিয়াছিলাম কি না ; যাহা কিছু সৎকর্ম্ম করিয়াছি তাহা অপেক্ষা অধিক কিছু করিতে পারিতাম কি না ; যে পর্য্যন্ত ক্ষমতা সে পর্য্যন্ত ধর্ম্মের জন্য চেষ্টা করিয়াছি কি না।

(৩) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ অবহেলা করিবেক না। আত্মাতে একটী ছিদ্র থাকিলে অসুরেরা আসিয়া তাহা অধিকার করে। কোন পাপকে লঘু মনে করিলে তাহার আর লঘুত্ব থাকে না। অতএব সর্ব্বদা প্রহরীর ন্যায় সতর্ক থাকিবেক। "ইন্দ্রিয়াণাস্তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্ তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকং" "সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি এক ইন্দ্রিয়ের স্খলন হয়,

তবে তাহাতেই লোকের বুদ্ধি ভ্রংস হয়; যেমন চর্ম্মময় পাত্রের এক মাত্র ছিদ্র দ্বারা সমুদয় জল নিঃসৃত হইয়া যায়।”

(৪) আপনার গুণকে অল্প ও দোষকে বৃহৎ করিয়া দেখিবেক।

(৫) যে টুকু উন্নতি হইয়াছে, তাহার জন্য দম্ভ বা অভিমান করিবেক না। যেমন হওয়া উচিত তাহার সহিত তুলনা করিলে আমাদের উন্নতি যৎসামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অধম লোকদিগের সহিত তুলনা করিলে মন আত্ম-গৌরবে স্ফীত হইতে পারে; কিন্তু আমরা যতই সাধু হই না কেন, এক বার অনন্ত উন্নতির দিকে লক্ষ্য করিলে কে না আপনার অবস্থা ভাবিয়া লজ্জিত হয়?

(৬) আপনার যথার্থ অবস্থা জ্ঞাত হইবার জন্য ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেক, তাঁহার কত নিকটবর্ত্তী হইতে পারিয়াছি তাহা আলোচনা

করিবেক, তাঁহার ভাবের সহিত আপনার ভাব তুলনা করিবেক, তাহা হইলে উন্নতির সঙ্গে নম্রতা ও বিনয় সর্ব্বদা থাকিবে। অত্যুচ্চ পর্ব্বত-তলে প্রকাণ্ড হস্তীকে একটী ক্ষুদ্র মেষের ন্যায় বোধ হয়।

(৭) পাপ জন্য অনুশোচনার সময় ঈশ্বরের করুণা স্মরণ করিবেক। মনে করিবেক যে যদিও তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছি, যদিও তাঁহার স্নেহময় উপদেশ বার বার হেলন করিয়াছি, তথাপি তিনি আমার উপর করুণা বর্ষণ করিয়াছেন; আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি করিয়াছেন; আমাকে পরিধেয় বস্ত্র দান করিয়াছেন এবং জননী হইতেও অধিক স্নেহে আমাকে লালন পালন করিয়া নানা প্রকার সুখে সুখী করিয়াছেন। সরল মনের পক্ষে এই চিন্তা আশু উপকারিণী।

আমোদ।

(১) বৃথা আমোদ হইতে বিরত থাকিতে যত্নবান হইবেক।

(২) অসৎ সঙ্গে, অসৎ গ্রন্থ পাঠে, পাশ্তি আদি ক্রীড়ায়, অনর্থ পরিহাসে ও পরনিন্দায় আমোদ করিবেক না।

(৩) ব্রাহ্মের সকলই ঈশ্বরেতে সমর্পণ করিতে হইবেক, তাঁহার জীবনের কোন কর্ম্ম তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে।

(৪) অতএব আমোদকে ক্রমে ধর্ম্মের পথে নিয়োগ করিতে হইবে। যাহাতে কেবল ঈশ্বরেতেই আনন্দ হয়, তাঁহার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ও তাঁহার কার্য্যানুষ্ঠানে আনন্দ হয়, এ প্রকার যত্ন আবশ্যক। আনন্দ এবং পবিত্রতা, কর্ত্তব্য এবং ইচ্ছা যখন সম্মিলিত হয়, তখনি আত্মা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাব ধারণ করে। "আত্মক্রীড়

আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ” “ইনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, ইনি পরমাত্মাতে রমণ করেন এবং সৎকর্ম্মশীল হয়েন ; ইনিই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ”।

(৫) যাহারা আমোদ প্রমোদে অধিক আসক্ত, তাহাদের আত্মার গাম্ভীর্য্য অল্প, সত্যের ভাব শিথিল এবং ধর্ম্মের কঠোর চিন্তা ও কঠোর অনুষ্ঠানে তাহারা অশক্ত।

(৬) সংসারের অনিত্যতা স্মরণ করিলে বৃথা আমোদের প্রবৃত্তি আপনা হইতেই চলিয়া যায়। আমাদের সময় অতি অল্প ; কখন মৃত্যু হইবে তাহা কিছুই স্থির নাই।

অর্থব্যয়।

(১) ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনোদ্দেশে অর্থ

উপার্জ্জন করিবেক ও তাঁহার আদেশানুসারে তাহা ব্যয় করিবেক।

(২) স্বেচ্ছাচারী হইয়া অর্থ ব্যয় করিবেক না; ইহার জন্য আমরা ঈশ্বরের নিকটে দায়ী। তিনি যাহাকে যত অর্থ দিয়াছেন, তাহার নিকট হইতে সেই পরিমাণে ধর্ম্মোন্নতি সাধন চান।

(৩) সাংসারিক প্রয়োজনীয় ব্যয় সমাধা করিয়া যে ধন উদ্বৃত্ত হইবেক, তাহার ষষ্ঠাংশ ধর্ম্মোন্নতি সাধনের জন্য প্রদান করিবেক।

অভ্যর্থনা।

(১) অভ্যর্থনা যদিও সামাজিক নিয়ম মাত্র, তথাপি ইহা যেন সত্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধ না হয়।

(২) পিতা মাতা আচার্য্য প্রভৃতি গুরু লোক ভিন্ন কাহাকেও প্রণাম করিবেক না। সমানে

সম্মানে নমস্কার করিবেক। জাতিভেদ গুরু লঘু মনে করিয়া প্রণাম নমস্কার করিবেক না।

সময়।

(১) সময় অমূল্য ধন, ইহা সকলেই জানেন। সময়ের উপর ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ভর করিতেছে। অর্থ ব্যয়ে যে প্রকার বিবেচনা ও যত্ন করা বিধেয়, সময় ক্ষেপণ বিষয়েও তদ্রূপ।

(২) সময় আর জীবনে কোন ভেদ নাই, ইহা বলিলেও বলা যাইতে পারে। যেহেতুক সময় লইয়াই আমাদিগের জীবন। যতটুকু সময় ভাল রূপে ক্ষেপণ করা যায়, ততটুকু আমারদের জীবন, আর যতটুকু আলস্য বা কুৎসিত কর্ম্মে গত হয়, ততটুকু মৃত্যুর প্রতি-রূপ মাত্র। যিনি এক শত বৎসর জীবিত

থাকিয়া কেবল পাঁচ বৎসর সৎকর্ম্মে ক্ষেপণ করেন, তাঁহার আয়ু পাঁচ বৎসর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। অতএব সময়কে নষ্ট করা এক প্রকার প্রাণকে আঘাত করা হয়।

(৩) আলস্য সকল পাপের মূল। সর্ব্ব প্রযত্নে ইহাকে পরিত্যাগ করিবেক।

(৪) আমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী। "কোহি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালোভবিষ্যতি।" "কে জানে অদ্য কাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবে।" অতএব যে কয় দিবস এখানে থাকিতে হয়, তাহা সাধু কর্ম্মে সাধু চিন্তায় ক্ষেপণ করিতে কদাপি অবহেলা করিবেক না; নতুবা মৃত্যু-শয্যায় সন্তাপ করিতে হইবে।

(৫) যিনি সর্ব্বদা এ লোক হইতে অবসৃত হইতে প্রস্তুত রহিয়াছেন, তিনিই উত্তম রূপে সময় ক্ষেপণ করিতেছেন।

(৬) কখন মনে করিবেক না যে আমার কর্ম্ম

নাই, আমি কি করিব? ঈশ্বর যাহার লক্ষ্য, আকাশের ন্যায় অনন্ত তাঁহার কর্ম্ম।

(৭) সর্ব্বদা কর্ত্তব্য-জ্ঞানকে জাগ্রৎ রাখিবেক ও মধ্যে মধ্যে মৃত্যুকে স্মরণ করিবেক।

সত্যবাক্য।

(১) সত্য কথা কহিবেক। কোন বিষয় বর্ণনা করিবার সময় এ প্রকার ভাবে বলিবেক, যদ্দ্বারা অন্যের মনে তাহা যথারূপে প্রতিভাত হয়।

(২) সহসা কখন প্রতিজ্ঞা করিবেক না। কোন গুরুতর বিষয়ে "এ কর্ম্ম করিব" না বলিয়া "ইহা করিতে চেষ্টা করিব"—"আমি ঠিক জানি" না বলিয়া "আমার এ প্রকার বোধ হইতেছে" ইহা বলা বিধেয়; কি জানি যদি সে কর্ম্ম করিয়া উঠিতে না পারি, যদি সে বিশ্বাস ঠিক না হয়।

(৩) ব্রাহ্মের কায়-মনো-বাক্যে এ প্রকার ব্যবহার করা উচিত, যাহাতে তাঁহার কথাতেই সকলে বিশ্বাস করে। তিনি এক বার যাহা বলিবেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা যদি কেহ সন্দিগ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করে, তাহা তাঁহার পক্ষে অপমান।

নির্ভর।

(১) অন্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা উচিত নহে। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিবেক, অন্য লোকের নিকট সাহায্য লইবেক এবং আপনাকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ করিবেক।

(২) অন্যের বলের উপর আপনার উন্নতি স্থাপিত করা বালুকার উপর গৃহ নির্ম্মাণ করা বা বীর্য্যহীন শীর্ণ শরীরকে লৌহ কবচে আবৃত করার সমান। অতএব যাহাতে আত্মা নিজ

বলে ঈশ্বরের দিকে গমন করিতে পারে, সেই রূপ চেষ্টা করিবেক।

(৩) যে কোন জ্ঞান উপার্জ্জন করা যায়, তাহা চিন্তা দ্বারা আপনার আয়ত্ত করিতে হইবে। মনকে কেবল উপদেশের গৃহীতা না করিয়া উপদেশের ভাবুক করিতে হইবে; নতুবা উপার্জ্জিত সত্য সঙ্কলিত পুষ্পের ন্যায় ক্রমে শুষ্ক হইয়া যাইবে। যখন আলোচনা ও চিন্তা দ্বারা সত্যকে আত্মাতে বদ্ধ-মূল করা যায়, তখন তাহা নীরস হইতে পারে না, তাহা হইতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত নব নব সত্য-কলিকা প্রসূত হইতে থাকে।

কর্তৃত্ব।

(১) মনের প্রবৃত্তি সকল অন্ধ শক্তির ন্যায় কার্য্য করে। অতএব তাহাদিগকে আমারদের

কর্ম্মের প্রবর্ত্তক না করিয়া কর্ত্তব্য-জ্ঞানকে ধর্ম্ম-বুদ্ধিকে স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্ন করিবেক।

(২) প্রবৃত্তির বশীভূত হইলে জড় পদার্থের ন্যায় কেবল বাহ্য-আকর্ষণ দ্বারা পরিচালিত হইতে হয়; আপনার উপরে কোন কর্ত্তৃত্ব থাকে না। কিন্তু ধর্ম্মের আদেশের অনুগামী হইলে কর্ত্তৃত্ব সহকারে সমুদয় বৃত্তিকে ঈশ্বরের পথে নিয়োগ করিতে পারি।

(৩) কর্ত্তব্য জ্ঞানের আধিপত্য হৃদয়ে সংস্থাপিত করিলে কর্ত্তৃত্বের ভাব প্রস্ফুটিত থাকে।

(৪) কর্ত্তব্য-জ্ঞানের আদেশ যত অবহেলা ও অতিক্রম করিবে, ততই কর্ত্তৃত্ব শক্তির হ্রাস হইবে, ততই আত্মা ইন্দ্রিয় নিগ্রহে অসমর্থ হইবে; আর যত ইহার অনুগামী হইবে, ততই আত্মা তেজস্বী ও পরাক্রমশালী হইয়া সকল কুপ্রবৃত্তিকে পরাজয় করিবেক।

(৫) অতএব ইহার আদেশ পালন করিতে সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিবেক। যে কোন কর্ম্ম উচিত বলিয়া বোধ হইবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার অনুষ্ঠান করিতে চেষ্টা করিবেক; সকল আকর্ষণ অতিক্রম করিবেক, সকল ত্যাগ স্বীকার করিবেক, কোন যন্ত্রণাকে যন্ত্রণা বোধ করিবেক না। যদি চেষ্টা একবার বিফল হয়, যদি একবার পতিত হও, পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়া নব উদ্যমের সহিত অগ্রেসর হইবে। আলস্য ও উপেক্ষা সর্ব্বদা দূরে রাখিবে।

কৌতূহল।

(১) যৌবন কালে কৌতূহল প্রবল হয় এবং নূতন নূতন বস্তুর প্রতি অনুরাগ জন্মে। অতএব আলোচনা করিয়া দেখা উচিত, আমরা কৌতূহল-পরবশ হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করি, না সত্য ভাব দ্বারা পরিচালিত হই।

(২) ধর্ম্মের ভাব কখন কখন বাহ্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে, সেই সকল বিষয় উপস্থিত হইলে তাহা উদিত হয় এবং অন্তরিত হইলে তাহা অবসন্ন হয়। স্থান বিশেষে, কাল বিশেষে ও সঙ্গ বিশেষে প্রীতি, পবিত্রতা, আনন্দ এবং উৎসাহ উদয় হইতে পারে। কিন্তু সে সকল ভাব স্থায়ী নহে। অতএব তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেক না। ধর্ম্মের ভাব ক্রমে ক্রমে মনের স্বাভাবিক অবস্থা করিয়া আনিতে হইবে।

(৩) ধর্ম্মের ভাব পর্ব্বতের ন্যায় অটল। ধর্ম্মের সহায়ে চঞ্চল যৌবন কালেও আত্মাকে বশীভূত করিবেক।

পৌত্তলিকতা।

(১) ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া পুত্তলিকাকে অর্চ্চনা করিলে ব্রাহ্মদিগের যে দোষ হয় না,

ইহা কপটের বাক্য। কোন ব্রাহ্ম এ প্রকার গর্হিত কর্ম্ম করিবেন না।

(২) কপটতা পরিত্যাগ করিবেক। কপট ব্যক্তি ঈশ্বর অপেক্ষা ক্ষুদ্র মনুষ্যকে অধিক ভয় করে এবং লোকদিগকে প্রতারণা করিতে গিয়া আপনার আত্মাকে সত্য হইতে বঞ্চিত করে।
"যোন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে।
কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা।"
"যে ব্যক্তি এক প্রকার হইয়া আপনাকে অন্য প্রকারে জানায়, সেই আত্মাপহারী চোর কর্ত্তৃক কি পাপ না কৃত হয়?"

(৩) পৌত্তলিকতার সহিত কিছু মাত্র সংস্রব রাখিবেক না। পৌত্তলিক-ক্রিয়া-কলাপে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবেক না, পৌত্তলিকতার কোন চিহ্ন ধারণ করিবেক না, পৌত্তলিক ভাবে কাহারও সহিত আলাপ করিবেক না।

(৪) ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যবস্থা মতে জাত-কর্ম্ম,

নাম-করন, উপনয়ন, ধর্ম্ম-দীক্ষা, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া যাবতীয় গৃহ-কর্ম্ম সমাধা করিবেক। উপনয়নের সময়ে উপবীত গ্রহণ করিবেক না।

(৫) কেবল বাহ্যিক পৌত্তলিকতা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম যে নিষেধ করিতেছে, এমন নহে। ইহা পরিহার করা তো সহজ। আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা অতীব ভয়ানক। বিষয়সুখাভিলাষ, মানাকাঙ্ক্ষা, কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা প্রভৃতি মানসিক প্রবৃত্তি সকলের শরণাগত অনুগত দাস হইয়া তাহাদের সেবা ও উপাসনা করাকে আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা বলে। এ উভয় প্রকার পৌত্তলিকতা পরিহার্য্য।

সংসার।

(১) এক দিকে সংসার, আর এক দিকে ঈশ্বর।

সংসার হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের নিকটে যাওয়াই আমারদের জীবনের উদ্দেশ্য।

(২) আমরা কি সংসার পরিত্যাগ করিব? কোন জন-শূন্য অরণ্যে গিয়া কেবল ধ্যান-পরায়ণ হইয়া থাকিব? তাহা নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ এই; সংসারে থাকিবে, কিন্তু তাহাতে অনাসক্ত হইয়া মোহেতে আবদ্ধ হইবে না; সংসার সাগরের উপরে ধর্ম্ম-পোতে আরোহণ করিয়া ঈশ্বরের সহায়তা লইয়া চলিয়া যাইবে, ইহাতে নিমগ্ন হইবে না; অমৃত ধামের যাত্রীর ন্যায় সংসারে বিচরণ করিবে, চির বিহারীর ন্যায় বিষয়-সুখ লক্ষ্য করিয়া ইহাতে বদ্ধ থাকিবে না।

(৩) স্বার্থপরতা হইতে মুক্ত হওয়াই সংসার হইতে মুক্ত হওয়া। "যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যেতদেবানুশাসনং।" "যে সময়ে এখানে হৃদয়

গ্রন্থি ভগ্ন হয়, তখনই জীব অমর হয়েন ; এতাবন্মাত্র উপদেশ জানিবে।”

(৪) যথার্থ বৈরাগ্য অন্তরে। মনে যদি বিষয়াসক্তি প্রবল রহিল, তবে শরীরকে অরণ্যে লইয়া গেলে কি হইবে? সেই ব্যক্তিই সংসারী, যে ঈশ্বরকে ভুলিয়া সাংসারিক সুখে লিপ্ত রহিয়াছে। সেই ব্যক্তিই বৈরাগী, যাহার অনুরাগ ঈশ্বরেতে, যে কেবল ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনের উদ্দেশে সংসারে থাকে।

(৫) যখন আমাদের সমুদয় বৃত্তি ও সকল শক্তি কেবল আপন আপন স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিবার জন্য নিয়োজিত হয়, তখন আমাদের জীবন সাংসারিক জীবন। এই সাংসারিক জীবন পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মেতে ঈশ্বরেতে পুনর্জ্জীবিত হইতে হইবে। যাঁহারা এই প্রকার নূতন জীবন ধারণ করিয়া ব্রহ্মানুরাগে দীপ্ত হইয়া সংসার-ধর্ম্ম পালন করেন, তাঁহারাই

ব্রাহ্ম। তাঁহাদিগের নিকটে সংসার যে রূপ ভাব ধারণ করে, বিষয়ী লোকদিগের নিকটে সে প্রকার প্রতীত হয় না। যেমন শরীর মৃত হইলে বাহ্য বিষয়েতে অসার হইয়া পড়ে, তদ্রূপ সাংসারিক জীবন অতিক্রম করিলে সংসারের সুখ দুঃখে সম্পদ বিপদে, আশা ভয়ে, আত্মা আর বিচলিত হয় না। "অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরোহর্ষশোকৌ জহাতি।" ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্মযোগ দ্বারা সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন।" সুধীর ব্রাহ্ম সংসারে নানা প্রকার কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, নানা প্রকার অবস্থাতে বিচরণ করেন ; কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য, আশা, আনন্দ, সকলি পরমেশ্বরেতে স্থির রহিয়াছে। ঈশ্বরের জন্য সংসার, অনন্ত কালের জন্য জীবন, জীবনের লক্ষ্য ঈশ্বর ; ইহা মনে রাখিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেক।

প্রীতি।

(১) ঈশ্বরের উপর প্রীতি স্থাপন করিবেক; তাহা হইলে সকল মনুষ্যের প্রতি ভ্রাতৃ-সৌ-হার্দ্দ হইবেক।

(২) ঈশ্বরেতে প্রীতি স্থাপিত হইলে সত্যের প্রতি প্রীতি হইবে। তাঁহার সত্য সুন্দর মঙ্গল ভাবের উপর প্রীতি করিলে তাঁহার পবিত্রতা আমারদের নিকটে জাজ্বল্যমান প্রকাশ থা-কিবে। ঈশ্বর-প্রীতি কি? না অপাপবিদ্ধ নিষ্কলঙ্ক সত্য-স্বরূপের প্রতি প্রীতি। "সত্যে কর প্রীতি পাইবে পরিত্রাণ"।

(৩) সত্যের প্রতি প্রীতি হইলে যে স্থানে ও যে সময়ে যে ব্যক্তিতে ও যে পুস্তকে সত্যের ভাব বিশেষ-রূপে প্রকাশিত হয়, তাহাতেই প্রীতি প্রবাহিত হইতে থাকিবে। যথা, ব্রাহ্ম-সমাজ, উপাসনার সময়, ব্রহ্ম-পরায়ণ ব্যক্তি-

র্ম্ম-প্রতিপাদক গ্রন্থ।

(৪) এ প্রকার নিয়মে যাহার প্রীতি নিয়মিত না হয়, তাহার প্রীতি অপ্রশস্ত।

(৫) ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি কি রূপে জানা যায়? না প্রথমতঃ তাঁহার সহবাসের ইচ্ছা, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার সহিত যাহা কিছুর সম্বন্ধ আছে তাহাতে প্রীতি স্থাপন করা, তৃতীয়তঃ তাঁহার জন্য ত্যাগ স্বীকার করা।

মোহ।

(১) প্রীতির বিকার মোহ।

(২) অর্থ, শারীরিক সুখ, যশ মান সম্ভ্রম, স্ত্রী পুত্র পরিবারের প্রতি আমাদের যে স্বাভাবিক অনুরাগ, তাহা যদি ঈশ্বরের প্রতি প্রীতিকে অতিক্রম করে, তবে তাহাই মোহ। এই মোহ আমারদিগকে সংসারের পাশে আবদ্ধ করে, এজন্য ইহা আত্মার উন্নতির এক প্রধান প্রতিবন্ধক।

(৩) পরাৎপর সত্যস্বরূপে প্রীতি স্থাপন করাই মোহ প্রতীকারের এক মাত্র ঔষধ।

(৪) সংসারের ক্ষুদ্র অনিত্য পদার্থ সকল আত্মার কদাপি প্রীতির আস্পদ নহে।

(৫) সুখের জন্য, স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিবার জন্য, সংসারকে কখন প্রীতি করিবেক না; ঈশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার ক্ষেত্র বলিয়া সংসারকে প্রীতি করিবেক।

ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ।

(১) ঈশ্বরকে যেমন পিতা বলিয়া প্রীতি করিবেক, সকল লোককে তাঁহার সন্তান বলিয়া ভ্রাতৃ ভাবে দেখিবেক। এ দুই ভাব যখন সম্মিলিত হইয়া হৃদয়-রাজ্য অধিকার করে, তখন পবিত্রতা ও আনন্দ সহজেই উপলব্ধি করা যায়; তখন ধর্ম্মের কঠোর ভাব আর থাকে না।

(২) ভ্রাতৃ সৌহার্দ্দের প্রধান প্রতিবন্ধক স্বার্থপরতা, অভিমান, দ্বেষ ও পরনিন্দা। স্বার্থপরতা থাকিলে কেবল আপনার লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে হয়; আপনার সুখে, আপনার মর্য্যাদাতেই তৃপ্তি জম্মে। হৃদয়ের এই কুটিল গ্রন্থি স্বার্থপরতাকে ছেদন করিয়া ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের অনুকরণ করিবেক। আপনার যদিও গুণ থাকে, তজ্জন্য কদাপি অভিমান করিবেক না; আলোচনা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে আপনার বিস্তরও দোষ আছে এবং অনেক বিষয়ে অন্যেরা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিনয় অবলম্বন করিবেক; বিনয়ী ও নম্র না হইলে ঈশ্বরের নিকটে কেহ যাইতে পারে না। অন্যের দোষ দেখিলে দ্বেষ অথবা ঘৃণা থাকিবেক না। দ্বেষ ও ঘৃণা পাপের প্রতি ধাবিত হইবে, পাপী লোকের প্রতি নহে। কি সাধু কি অসাধু, সকলেই

ভ্রাতা। সকলকেই প্রীতি করিবেক। ভ্রাতার দোষ ক্ষমা করিবেক। দোষ করা মনুষ্যের স্বভাব, ক্ষমা করা দেবতাদের ধর্ম্ম। "ক্ষমা বশীকৃতির্লোকে ক্ষমা হি পরমং ধনং। ক্ষমা গুণোহ্যশক্তানাং শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা।" "ক্ষমা দ্বারা লোক বশীভূত হয়, ক্ষমা পরম ধন; ক্ষমা অশক্তদিগের গুণ, শক্তদিগের ভূষণ।" করুণার্দ্র হইয়া অন্যের দোষ সংশোধন করিতে যত্নবান্ হইবেক; সেই দোষ পরিত্যক্ত হইলে দ্বেষের বা ঘৃণার আর কারণ থাকিবেক না। মনুষ্যকে প্রীতি করিতে হইবে, অথচ পাপকে ঘৃণা করিতে হইবে। পরোক্ষে পরনিন্দা অত্যন্ত দূষণীয়। যাহারা এই নীচ প্রবৃত্তির অনুগামী হয়, তাহারা অন্যকে প্রীতি-নয়নে দেখিতে পায় না, এবং লোক-সমাজে বিদ্বেষ ও বৈর-ভাব সংস্থাপন করে। যে হৃদয়ে পর-নিন্দা রাজা, সে হৃদয়ে প্রীতি

বাস করিতে পারে না। স্থল বিশেষে হিতের নিমিত্তে অন্যের যদি দোষ দেখাইতেও হয়, তাহার গুণও কেন না মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার কর? "অন্যান্ পরিবদন্ সাধুর্যথা হি পরিতপ্যতে। তথা পরিবদন্নন্যান্ তুষ্টোভবতি দুর্জ্জনঃ"। "অন্যের পরিবাদ দিয়া সাধু ব্যক্তি যেমন সন্তপ্ত হয়েন, দুর্জ্জন ব্যক্তি তদ্রূপ অন্যের পরিবাদ দিয়া তুষ্ট হয়।"

(৩) অসময়ে অন্যকে সাধ্যমতে সাহায্য দিতে চেষ্টা করিবেক। স্নেহ, দয়া, পরোপকার, এ সকল প্রীতির ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র।

(৪) সকলেই ঈশ্বরের অমৃত ধামের যাত্রী, অতএব ভ্রাতৃভাবে সকলের সহিত মিলিত হইয়া জ্ঞান ধর্ম্ম ও প্রীতি দ্বারা পরস্পরকে সাহায্য করত সেই অমৃত ধামের প্রতি অগ্রসর হইতে হইবে।

পবিত্রতা।

(১) আত্মাকে পবিত্র করাই আমাদের সমুদয় কার্য্যের লক্ষ্য থাকিবেক। কর্ম্ম দ্বারা পাপ পুণ্য আত্মা হইতেই জন্মে, আত্মাই সকল কর্ম্মের মূল। অতএব আত্মার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেক।

(২) কেবল বাহ্যিক অনুষ্ঠানের জন্য ব্যস্ত থাকিবেক না। আত্মাকে পবিত্র করিলে অনুষ্ঠান আপনাপনি বিনিঃসৃত হইবেক। বৃক্ষের মূলে জল সিঞ্চন কর, তবে নিশ্চয়ই ইহা সারবান্ হইয়া ফলে ফুলে সুশোভিত হইবে।

(৩) যখনই কোন অপবিত্র কামনা মনে উদয় হইবে, তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিবে যে তিনি তোমাকে সে পাপ হইতে রক্ষা করেন। যদি দুর্ব্বলতা বশতঃ পাপে পতিত হও, অকৃত্রিম

অনুশোচনা করিবে ও পুনর্ব্বার উত্থিত হইতে প্রাণ-পণে চেষ্টা করিবে।

(৪) আত্মার বিকৃত অবস্থাতে কখন কখন যথার্থ অনুতাপ হয় না। যদ্রূপ শরীর অসার হইলে কোন আঘাতের যন্ত্রণা জানা যায় না, তদ্রূপ আত্মার চৈতন্য না থাকিলে আত্ম-গ্লানি অনুভূত হয় না। যে ব্যক্তির কর্ত্তব্য-জ্ঞান জাগ্রৎ থাকে ও সূক্ষ্মরূপে সকল বিষয় আলোচনা করিতে সমর্থ হয়, তাহার একটী লঘু পাপের জন্যও দুঃসহ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। অতএব ধর্ম্মবুদ্ধি জাগ্রৎ রাখিবেক। তাহা হইলে পাপের সংস্পর্শ মাত্র আত্মগ্লানি উপস্থিত হইবে, এবং সেই পাপের প্রতীকারের জন্য চেষ্টা করিতে পারিবে।

(৫) ইন্দ্রিয়দিগকে দমন ও আত্মাকে বিশুদ্ধ করা মনের আলোচনা ও অভ্যাসের উপর অনেক নির্ভর করে। পাপ-প্রলোভনের দিকে

যত মনঃসংযোগ করা যায়, ততই পাপের আসক্তি বৃদ্ধি হয় এবং যত পাপ অভ্যাস করা যায় ততই ধর্ম্ম-বলের হ্রাস হয় ও পাপের পরাক্রম বৃদ্ধি হয়। অতএব অভ্যাস দ্বারা অল্পে অল্পে মনকে পাপের বিষয় হইতে অন্তরিত করিবেক। কখন নিরাশ হইবেক না। অভ্যাস-জনিত পাপ অভ্যাস দ্বারাই নিরাকৃত হইবে। অনেক দিনের পাপ এক নিমেষে কি প্রকারে যাইবে ?

(৯) কুসংসর্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করিবেক। সত্য-স্বরূপ পাবনের পাবন পরমেশ্বরের ও সত্যপরায়ণ সাধুগিগের সহবাসে থাকিয়া দিন দিন আত্মাকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করিবেক। সেই সর্ব্বসাক্ষী পুরুষ সর্ব্বদা নিকটে রহিয়াছেন, ইহা স্মরণ করিবেক। "একোহমস্মীত্যাত্মানং যত্ত্বং কল্যাণ মন্যসে। নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষপুণ্যাপাপেক্ষিতা মুনিঃ।" "হে ভদ্র !

আমি একাকী আছি, তুমি যে মনে করিতেছ, ইহা মনে করিবে না। এই পুণ্যপাপদর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তোমার হৃদয়ে নিত্য স্থিতি করিতেছেন।” “মোহজালস্য যোনির্হি মূঢ়ৈরেব সমাগমঃ। অহন্যহনি ধর্ম্মস্য যোনিঃ সাধুসমাগমঃ।” “মূঢ় ব্যক্তিদিগের সহবাসে সমূহ মোহের উৎপত্তি হয়, এবং প্রতিদিন সাধু সংসর্গে নিশ্চিত ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়।”

(৭) আপনার প্রতি যদি সদয় হইতে চাহ, তবে নিষ্ঠুর হইয়া আপনার ইন্দ্রিয়দিগকে নিগ্রহ কর। যদি আত্মাকে মহৎ করিতে চাহ তবে বিনীত ও নম্র হও। যদি জ্ঞানী হইতে চাহ, আপনার অজ্ঞতার পরিচয় লও। যদি অন্যকে ধার্ম্মিক করিতে চাহ অগ্রে আপনি ধার্ম্মিক হও। যদি বাহ্যিক অনুষ্ঠান করিতে চাহ, অন্তর বিশুদ্ধ কর।

জীবনের লক্ষ্য।

(১) জীবনের কর্ম্ম নানা প্রকার, অবস্থা নানা প্রকার, কিন্তু ইহার লক্ষ্য এক—ঈশ্বরকে প্রাপ্ত যওয়া।

(২) যিনি সকল কার্য্যেতে এক মাত্র ঈশ্বরকে লক্ষ্য করেন ও সমুদয় জীবন তাঁহাতে সমর্পণ করেন, তিনিই ব্রাহ্ম। সংক্ষেপে ব্রাহ্মের এই লক্ষণ জানিবে।

(৩) ব্রাহ্ম যিনি তিনি কি আমোদ করেন না, না বিষয় কর্ম্ম করেন না? করেন, কিন্তু তিনি বিষয়ী লোকের ন্যায় আমোদের জন্য আমোদ বা অর্থের জন্য বিষয় কর্ম্ম করেন না; তাঁহার লক্ষ্য দিগ্‌দর্শনের শলাকার ন্যায় অহোরাত্র কেবল ঈশ্বরের দিকে স্থির রহিয়াছে।

(৪) গ্রহগণ যেরূপ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে এবং তাহাদের স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট পথ কখনো অতিক্রম করে না, সেইরূপ ব্রাহ্মের

জীবনের লক্ষ্য ।
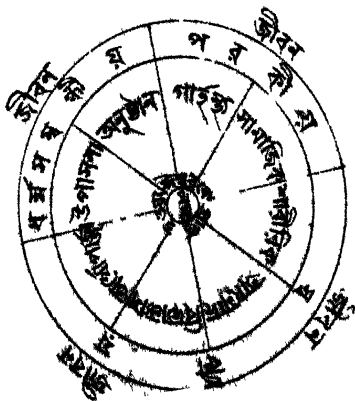
জীবন ঈশ্বরকে মধ্য স্থলে রাখিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিচরণ করে ও দিন দিন সমুন্নত হয়।

(৫) যখন এই লক্ষ্যটি জীবনের মধ্য-দেশে থাকে, তখন সকল কার্য্যের সহিত ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ থাকে, সকল কার্য্যই একীভাব ধারণ করে, কিছুই বিচ্ছিন্ন বা বিশৃঙ্খল থাকে না। আমোদ ও ধনসংগ্রহ এমন যে নীচ কার্য্য, তাহা অবধি আর ঈশ্বরের উপাসনা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান পর্য্যন্ত একই কর্ত্তব্যের মধ্যে আইসে।

(৬) জীবনের কর্ম্ম তিন প্রকার, স্বকীয় পরকীয়, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়। আপনার জন্য যে সকল কার্য্য করি, তাহা সামান্যতঃ চারি প্রকার, শারীরিক কর্ম্ম, আমোদ, বিদ্যাভ্যাস ও অর্থোপার্জ্জন। অন্যের জন্য যাহা করি তাহা, গৃহকর্ম্ম বা সামাজিক কর্ম্ম, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কার্য্য, উপাসনা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান। এই সমুদয় কর্ম্মের লক্ষ্য কেবল ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া। এই লক্ষ্যটি মধ্য বিন্দু

এবং জীবনের সকল কার্য্য ইহার পরিধি-স্বরূপ হইয়া ইহাকে আবেষ্টন করিয়া থাকিবেক।

কর্ত্তব্য শ্রেণী।

আমাদের কর্ত্তব্য তিন প্রকার। ঈশ্বরের প্রতি, আপনার প্রতি ও মনুষ্যের প্রতি।

প্রথমতঃ ঈশ্বরের প্রতি। যিনি আমাদের স্রষ্টা, পাতা, সর্ব্ব-সুখদাতা; যাঁহার প্রীতিতে আমরা লালিত পালিত হইতেছি; আমরা যাঁহার প্রসাদে জ্ঞান ধর্ম্ম লাভ করিয়াছি, অমৃতের অধিকারী হইয়াছি; তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। যিনি ধর্ম্মের আবহ, পাবনের পাবন, সকল মঙ্গলের আস্পদ, সমস্ত সদ্ভাবের আধার; যিনি আমাদের পিতার পিতা এবং গুরুর গুরু; ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার আরাধনা করা কর্ত্তব্য। আবার আমরা যখন পাপ করিয়া তাঁহার নিকট অপরাধী হই, তাঁহা হইতে দূরে পতিত হই, তাঁহার প্রসন্নতা আর সে প্রকার অনু-

ভব করিতে পারি না; তখন সেই পাপের জন্য অকৃত্রিম অনুতাপ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা আপন ক্ষুদ্রবলে পাপের সহিত সংগ্রাম করিতে পারি না; পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারি না, ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারি না; আমরা পদে পদে আপনার দুর্ব্বলতা অনুভব করি; এই হেতু ঈশ্বরের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করা আর এক কর্ত্তব্য।

বিধি এই চারি প্রকার; কৃতজ্ঞতা, আরাধনা, অনুতাপ, প্রার্থনা।

প্রতিষেধও চারি প্রকার।

১। ঈশ্বরের বিষয় লইয়া উপহাস না করা, তাঁহার পবিত্র নাম বৃথা উচ্চারণ না করা।

২। মনে অবিশ্বাসকে স্থান না দেওয়া, কেন না "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"।

৩। কপটতা পরিত্যাগ করা। কপটতা দুই প্রকার; আমি আপনি ভাল কিন্তু লো-

কের মধ্যে তাহাদের মত আপনাকে দেখান, আর আপনি মন্দ কিন্তু বাহ্যিক সাধুভাব প্রকাশ করা। এই উভয়ই পরিহার্য্য।

৪। বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করা। সংসার এবং ঈশ্বর এ উভয়কেই সমান রূপে সেবা করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ আপনার প্রতি। শরীর ও মনকে রক্ষা করা।

১। মন। মনের সমুদয় বৃত্তিকে চালনা ও উন্নত করা। জ্ঞান ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের ভাব সকল সামঞ্জস্য রূপে উন্নত ও বর্দ্ধিত করা।

২। শরীর। রোগের নিবারক,—সুস্থতার সময় নিয়মিত আহার পরিশ্রম ও বিশ্রাম; প্রতীকারক,—রোগের সময় ঔষধ সেবন।

তৃতীয়তঃ মনুষ্যের প্রতি। সাধারণ মনুষ্যের প্রতি এবং বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ জনিত যে সকল কর্ত্তব্য।

১। সাধারণ মনুষ্যের প্রতি। সত্য ব্যব-হার এবং ন্যায় ও হিতৈষণা এই তিন প্রকার কর্ত্তব্য।

সত্য ব্যবহার তিন প্রকার; সত্য যথার্থ রূপে নির্ণয় করা, অন্যের নিকট যথার্থ রূপে তাহা বর্ণনা করা এবং প্রতিজ্ঞা পালন করা।

ন্যায় ও হিতৈষণা। পরের কোন অনিষ্ট না করা, ন্যায়; পরের হিত সাধন করা, হিতৈষণা। এই ন্যায় ও হিতৈষণা চারি বিষ-য়ের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে।

(ক) অন্যের বিষয়ের প্রতি। অন্যের বিষয় অন্যায় পূর্ব্বক গ্রহণ না করা, ন্যায়; অন্যের সুখ সম্পত্তি বর্দ্ধন করা, হিতৈষণা।

(খ) মর্য্যাদার প্রতি। অন্যের মর্য্যাদার হানি না করা, ন্যায়। অন্যের মর্য্যাদার হানি হইলে তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টা করা, হিতৈ-ষণা।

(গ) শরীরের প্রতি। অন্যকে শারীরিক ক্লেশ না দেওয়া, ন্যায়। ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিয়া তৃষ্ণার্ত্তকে জল দিয়া, শীতার্ত্তকে বস্ত্র দিয়া রোগীকে ঔষধ প্রদান করিয়া শারীরিক ক্লেশ বিমোচন করা, হিতৈষণা।

(ঘ) মনের প্রতি। সুখ বর্দ্ধন করা ও ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করা, হিতৈষণা।

দুঃখ না দেওয়া ও পাপে প্রবৃত্ত না করা, ন্যায়।

অন্যকে দুই প্রকারে পাপে প্রবৃত্ত করা যাইতে পারে, আদেশ দ্বারা, উপদেশ দ্বারা, লোভ দেখাইয়া এবং সাহায্য প্রদান করিয়া স্পষ্ট রূপে প্রবৃত্ত করা এক। আর কুদৃষ্টান্ত দেখাইয়া, অন্যকে পাপ কর্ম্মে সম্মতি দিয়া অথবা তাহার সপক্ষ হইয়া কিম্বা সে বিষয় দেখিয়াও না দেখা এই প্রকারে উপেক্ষা করিয়া গাঢ় রূপে প্রবৃত্ত করা যাইতে পারে।

সাধারণ মনুষ্যের প্রতি সত্য ব্যবহার এবং ন্যায় ও হিতৈষণা এই তিন প্রকার কর্ত্তব্য।

২। বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ জনিত আর আর কর্ত্তব্য আছে। উপকারীর প্রতি উপকৃতের; প্রদাতার প্রতি গৃহীতার কর্ত্তব্য ভাব যে কৃতজ্ঞতা, বন্ধু বন্ধুতে যে বিশেষ কর্ত্তব্য, দেশের প্রতি যে বিশেষ কর্ত্তব্য, রাজা প্রজা, দাস প্রভু, ঋণী উত্তমর্ণ ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যে কর্ত্তব্য; পরিবারের প্রতি যে কর্ত্তব্য, পিতৃ ভক্তি; পুত্রস্নেহ, স্ত্রী পুরুষের পরস্পর প্রণয়, ভ্রাতৃ সৌহার্দ্দ, ইহার মধ্যে এ সকলই আইসে।

লোক-ভয়!

(১) আমরা লোক-ভয়ে ভীত হই, তাহা এ কারণে নহে যে সংসার অতি বলবান্;

তাহার কারণ কেবল আমাদের ভীরুতা এবং ত্যাগ-স্বীকারে কাতরতা। সত্যের বল, জ্ঞানের বল, ধর্ম্মের বল অপেক্ষা সংসারের বল কি কখন অধিক হইতে পারে?

(২) আমরা যত লোক-ভয়ে ভীত হইয়া ধর্ম্মের আদেশে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে সঙ্কুচিত হইব ততই সকলে আমাদিগকে পীড়ন করিবে। আবার আমরা যত সাহস করিয়া অগ্রসর হইব, ততই সকলে ভীত ও নিরস্ত হইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি ব্যোম-যানে আকাশ পথে উড্ডীন হইয়া অনেক উচ্চ দেশে গিয়া ঘন অন্ধকারে এমন অন্ধীভূত হইলেন যে, তাঁহার বোধ হইল যেন এক হস্ত ব্যবধানে কৃষ্ণবর্ণ কঠিন প্রস্তরের প্রাচীর দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত হইয়াছেন। তাহাতে তাঁহার মনে অত্যন্ত আশঙ্কা উপস্থিত হইল যে, যদি বায়ু-বেগে তাঁহার ব্যোম-যান সঞ্চালিত হইয়া সেই

প্রাচীরে লাগে, তাহা হইলে তাঁহার শরীর একেবারে চূর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু যখন সেই ব্যোমযান বায়ু সহকারে চলিতে লাগিল, সেই অন্ধকারের প্রাচীরও অগ্রসর হইতে লাগিল; তাঁহার গাত্রেতে তাহা স্পর্শও হইল না। এই প্রকার ধর্ম্ম-পদবীতে আরোহণ করিতে গেলে দূর হইতে যে সকল বাধাকে অনতিক্রম-ণীয় বোধ হয়, সাহস পূর্ব্বক তাহাদের প্রতি-কূলে অগ্রসর হইলে তাহারা পরাস্ত হয়; সম্মুখ যুদ্ধে তাহারা অক্ষম। অতএব ধর্ম্ম-পথে পর্ব্বতাকার বিঘ্ন দেখিয়াও ভীত হইও না। "সত্যমেব জয়তে নানৃতং।" "সত্যেরই জয় হয়; মিথ্যার জয় হয় না।"

(৪) একদা এক জন ব্রহ্ম-পরায়ণ ঘোর বর্ষা কালে শরদার মোহানায় পদ্মা নদী পার হ বার উপক্রম করিতেছিলেন। সে সময়ে ঘন বৃষ্টি সহকারে প্রবল বাত্যা বহিতেছিল, তাহাতে

ভীষণাকার তরঙ্গ সকল তাল বৃক্ষ সমান উত্থিত হইতেছিল। নৌকা-সকল সুদৃঢ় রজ্জুতে তীরে আবদ্ধ ছিল; তথাপি তাহারা তরঙ্গ-বলে আন্দোলিত হইতেছিল। বেলার অবসানে বৃষ্টি ও বায়ুর কিঞ্চিৎ উপশম হইল, কিন্তু নদীর আন্দোলন তেমনি রহিল, এই অবসরে যেমন সেই সাধু পরপারে যাইবার নিমিত্তে আপনার নৌকা খুলিয়া দিলেন, অমনি তীরস্থ ভয়-ভীত নাবিকেরা সকলে এক স্বরে বলিয়া উঠিল "নৌকা এখন খুলিও না।" ইহাতে তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগিল; কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া তাহা হইতে নিরস্ত হইলেন না; তাঁহার নৌকা বায়ুর সহায়ে বাষ্প-পোতের ন্যায় ধাবমান হইল। কিছু দূর গিয়া সেই সাধু দেখিলেন যে পরপার হইতে আর একটি ক্ষুদ্র তরী অত্যাশ্চর্য্য সাহস সহকারে আসিতেছিল ও নিকটবর্ত্তী হইলে তাহার নাবিক

উচ্চৈঃস্বরে কহিল, 'ভয় নাই চলিয়া যাও।" ইহা শুনিয়া তাঁহার মনের সাহস ও উৎসাহ শত গুণ বর্দ্ধিত হইল, এবং তিনি ঈশ্বর প্রসাদে তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। সংসারার্ণব পার হইবার সময়, যাহারা সংসারের মোহশৃঙ্খলে বদ্ধ আছে, তাহারদিগের নিকট হইতে উৎসাহ পাওয়া দূরে থাকুক, তাহারা ভয় প্রদর্শন করিয়া বিরত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করে না। এ প্রকার শত সহস্র লোক যদি বাধা দেয়, তথাপি তাহাদের কথা গ্রাহ্য হইতে পারে না; কিন্তু একটী সাধু সজ্জন, যিনি সেই সংসার সমুদ্রে সাহস পূর্ব্বক বিঘ্ন বিপত্তির প্রতিকূলে গিয়াছেন, তাঁহার উৎসাহ-জনক কথাই আদরণীয়। তাঁহারি উপদেশের উপর নির্ভর করিবেক; যেহেতু তিনি আপন চেষ্টা আপন পরীক্ষা দ্বারা যথার্থ উপদেশ দিবার উপযুক্ত হইয়াছেন।

ত্যাগস্বীকার।

(১) ঈশ্বরের জন্য আমারদের যাহা কিছু সকলই ত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকিবেক। ত্যাগই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ।

(২) ঈশ্বরকে লাভ করা আমারদের জীবনের উচ্চতম্ লক্ষ্য। তাঁহাকে পাইলেই আমাদের সমুদয় কামনার সমাপ্তি হয়। তিনি যদি বিষয় বিভব দেন ভালই, কিন্তু তাহা আমারদের প্রার্থনীয় নহে। তাঁহার আদেশে তাহা গ্রহণ করিবেক, তাঁহার আদেশে তাহা পরিত্যাগ করিবেক।

(৩) ত্যাগ স্বীকার করা ঈশ্বর-প্রীতির নিদর্শন তাঁহাকে প্রীতি করি অথচ তাঁহার জন্য বিষয়-সুখ ত্যাগ করিতে পারি না, ইহা অত্যন্ত অসঙ্গতকথা। তাঁহার প্রতি যথার্থ প্রীতি থাকিলে অবশ্যই তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দেওয়া যায়।

(৪) ঈশ্বরের জন্য কত শত লোক প্রাণ দিয়াছেন, আমরা কি একটুকু শারীরিক সুখ বা ধন

বা মর্য্যাদা ত্যাগ করিতে সঙ্কুচিত হইব? তাঁহাকে সকলি দেওয়া যায়। "যদি এ প্রাণ যায় কি তাহে, কি এমন যা অদের তাঁয়।"*

(৫) আমরা যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তখন আর ত্যাগ স্বীকার করিতে কেন কুণ্ঠিত হইব? 'আমাদের প্রাণ মন শরীর সমুদয় ঈশ্বরকে অর্পণ করিয়াছি, সকলই তাঁহার হস্তে দিয়াছি, তবে কেন আর তাঁহার কার্য্যে বিমুখ হইব? তিনি যেখানে যাইতে বলিবেন, সেখানে যাইব; যাহা করিতে বলিবেন, তাহাই করিব; তাঁহার ইচ্ছাতে যোগ না দিয়া কেবল আমার ইচ্ছাতে কোন কর্ম্ম করিতে পারি না; যেহেতু আমার বলিতে আর কিছুই নাই; তাঁহাকে পাইবার জন্য সকলই তাঁহাকে বিক্রয় করিয়াছি। ভয় করিব না, ক্রন্দন করিব না, নির্ভয়ে অকাতরে তাঁহার আজ্ঞা পালনে কায়মনোবাক্যে যত্ন করিব। যদি আমার প্রাণ পর্য্যন্ত

দিতে হয়, তাহাতেই বা কি ? আমরা ধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; তিনি আমারদের সেনাপতি হইয়াছেন ; অকুতোভয়ে অগ্রসর হইতেই হইবে, বিমুখ হইয়া গমন করিতে পারিব না, ভয় পাইয়া পলায়ন করিতে পারিব না, ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে সকল কষ্ট সকল যন্ত্রণা অপরাজিত হৃদয়ে সহ্য করিতে হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা-পতাকা উড্ডীন করিতে হইবেই হইবে। "শির দিয়া তো রোনা কেয়া ?" ইহা বলিয়া সকল ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে।

দরবেশদিগের ক্রিয়া।

—০০—

একদা রোমীয় সম্রাটের এক জন দূত মদিনা নগরে উপনীত হইয়া নগরবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, "রাজপ্রাসাদ কোথায় বলিয়া দেও, আমি সেখানে যাইব।" তাহারা বলে যে "এই মদিনার অধীশ্বর মহাত্মা ওমর। তাঁহার প্রাসাদ নাই, তাঁহার প্রাসাদ তদীয় উজ্জ্বল জীবন। যদিচ তিনি অধিরাজ বলিয়া জগতে খ্যাত, কিন্তু তাঁহার চরিত্র দরবেশদিগের ন্যায়। ভ্রাতঃ! তুমি চক্ষুকে আবৃত রাখিয়া কেমন করিয়া তাঁহার প্রাসাদ দর্শন করিবে? হৃদয় ও চক্ষুকে পরিষ্কার কর, তাঁহার প্রাসাদ দর্শনের চক্ষু ধারণ কর। যাহার জীবনে নীচ ভাব নাই সেই শীঘ্র পুণ্যমন্দির ও প্রাসাদ দর্শন করে। মহাত্মা মহম্মদ যখন অগ্নি ও ধূম হইতে

মুক্ত হইলেন (অগ্নির উপাসনা পরিত্যাগ করিলেন) তখন তিনি সকল দিকে ঈশ্বরের মুখ দর্শন করিতে লাগিলেন। অশুভকরী নিকৃষ্ট বৃত্তির অনুগত থাকিলে তুমি ঈশ্বরের মুখ কেমন করিয়া দেখিবে ? যাঁহার হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে, তিনি প্রত্যেক ধূলি কণায় সূর্য্যমণ্ডল দর্শন করেন। ঈশ্বর সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে বিরাজমান। দুই নেত্রের উপর দুই অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া বল দেখি জগতের কিছু দেখিতে পাও কি না ? যদি না দেখিতে পাও তজ্জন্য জগতের অস্তিত্ব মিথ্যা হইল না, তোমার অঙ্গুলির দোষ ব্যতীত কিছুই নয়। তাহাই তোমার দর্শনের অন্তরায় হইয়াছে। নিকৃষ্ট ভাব সম্বন্ধেও এই কথা। তুমি নেত্র হইতে অঙ্গুলি অপসারিত কর, অতঃপর যাহা দেখিবার ইচ্ছা দেখ। অবগুণ্ঠনাবৃত হইলে চক্ষু বিদ্যমানেও তদ্দ্বারা কোন ফল হয় না। ব্যক্তি দর্শন করে,

তদ্ব্যতীত যাহা কিছু ত্বগাদি মাত্র। তাহাই প্রকৃত চক্ষু যাহা বন্ধুকে দর্শন করে। সথার দর্শন না হইলে অন্ধ হওয়া শ্রেয়ঃ!”

রাজদূত এই সকল জীবন্ত কথা শ্রবণ করিয়া হজরত ওমরকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন, যান বাহনাদি পরিত্যাগ করিয়া ওমরের অন্বেষণে নেত্রকে নিযুক্ত করিলেন, তিনি উন্মত্তের ন্যায় নানাদিকে ধাবমান হইয়া তাঁহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এক কৃষীবলনারী ওমরকে দেখিয়াছিল, সে বলিল ঐ খোর্ম্মা তরুমূলে যাইয়া দেখ সেই মহারাজ তরুচ্ছায়ায় একাকী শয়ান আছেন। রাজদূত সেখানে আসিয়া দূর হইতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া কম্পিতকলেবর হইলেন; সেই নিদ্রিত মহাপুরুষ হইতে এক প্রকার ভয় আসিয়া তাঁহার অন্তরকে স্পর্শ করিল, এদিকে প্রেমেরও সঞ্চার হইল। প্রেম ও ভয় এ দুই

পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ, আশ্চর্য্য যে এই দুই বিপ-রীত ভাব তাঁহার হৃদয়ে সম্মিলিত হইল। দূত মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আমি অনেক বাদশা দেখিয়াছি, কোন বাদশাকে দেখিয়া আমার আতঙ্ক উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু এই ব্যক্তির ভয়ে আমার চৈতন্য হরণ করিল। আমি অরণ্যে গমন করি-য়াছি, শার্দ্দূলাদি হিংস্র জন্তু দেখিয়া ভয়ে আমার মুখ বিবর্ণ হয় নাই। আমি সংগ্রামক্ষেত্রে সংগ্রাম করিয়াছি, শত্রু সৈনা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সাহস-শূন্য হই নাই। এই ভূমিতলে নিদ্রিত নিরস্ত্র ব্যক্তিকে দেখিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইল কেন? বস্তুতঃ ইহা পরমেশ্বর কৃত ভয়, মনুষ্য কৃত নহে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভয় করেন, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়া অমর নর সকলেই ভীত হয়। দূত এইরূপ আলোচনা করিয়া ওমরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের

জন্য অঞ্জলিবদ্ধ হইলেন। ইহার কিঞ্চিৎ কাল পরেই ওমর গাত্রোত্থান করিলেন। তখন রাজদূত যথোচিত সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক নমস্কার জানাইলেন। ওমর প্রতিনমস্কার করিয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন, এবং স্নেহ প্রসন্ন বদনে তাহাঁর চিত্তকে সুস্থির করিয়া আপনার সম্মুখে বসাইলেন।

অতঃপর বৈরাগী ভূপাল হজ্‌রত ওমর তরুমূলে বসিয়া সেই রাজদূতের সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সুযোগ্য গুরু ধর্ম্ম পিপাসু শিষ্যের অন্বেষী ছিলেন, এইক্ষণ দূতকে তত্ত্বানুসন্ধায়ী সখারূপে পাইলেন। যখন দেখিলেন যে দূতের জীবনরূপ উর্ব্বরা ভূমিতে উৎকৃষ্ট বীজ নিহিত আছে, তখন তিনি তাঁহার প্রশ্নানুসারে ঈশ্বরের করুণা, সৃষ্টি প্রক্রিয়া প্রত্যাদেশাদি গভীর তত্ত্বের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। প্রথমতঃ করুণা-

জনিত ভাব ও করুণার স্থিতি সম্বন্ধে এইরূপ বলিলেন। ভাব করুণারূপ সুন্দরী নব বধূর প্রকাশে হয়, সেই নব বধূর সঙ্গে একত্র বাসকে স্থিতি বলা যায়। বধূর প্রকাশ বর এবং বরের আত্মীয় কুটুম্বগণ লাভ করে। কিন্তু একত্র বাস বর ব্যতীত অন্য কাহার সঙ্গে হয় না। বধূ সাধারণ এবং বিশেষ সকল লোকের নিকটে স্বীয় সৌন্দর্য্য বিকাশ করেন বটে, কিন্তু তাঁহার অবস্থিতি কেবল বরের সঙ্গে হয়। দরবেশদিগের মধ্যে ভাবুক অনেক আছেন, কিন্তু স্থিতিশীল দুর্লভ। ভাবুক লোকেরা মুহুর্ম্মুহুঃ শূন্য হস্ত হইয়া পড়েন, স্থিতিতেই লোকে ভাগ্যবান্ হয়।

ঈশ্বর মন্ত্র পড়িলেন, আর অসৎ সৎ হইল। শরীরের উপর মন্ত্র পড়িলেন, তাহার প্রাণ হইল। সূর্য্যের প্রতি একটী বচন পাঠ করিলেন সে

জ্যোতিষ্মান্ হইল; পরে কি ভীতিজনক কথা বলিলেন, তাহার মুখ গ্রহণযোগে মলিন হইয়া গেল। পুষ্পের কর্ণে কি বলিলেন, সে হাস্য করিতে লাগিল। রত্নকে এক কথা বলিলেন, সে উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করিল। পৃথিবীর কর্ণে কি কথা জানাইলেন, তাহাতে সে স্থির স্তম্ভিত হইয়া রহিল। মেঘকে কি কথা বলিলেন অমনি সে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। চঞ্চলপ্রকৃতি লোকেরা ঈশ্বরের বাণীকে সন্দেহ করে, ও তাহাকে প্রহেলিকা বিশেষ বলে। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা করিব, না তাহার বিপরীত পথে চলিব, এই দুই চিন্তা দ্বারা তাহারা আক্রান্ত হয়। তথাপি ঈশ্বরের নিকট হইতে এই পথে চল, এই পথ পরিত্যাগ কর, এই উত্তেজনা বাক্য আইসে। দৈত্যবাণীরূপ কার্পাস কর্ণবিবর হইতে উন্মোচন কর, দৈববাণী কর্ণে স্থান পাইবে। তাহা হইলে

প্রহেলিকার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ পাইবে। ঈশ্বরাদেশের ভূমি আত্মার কর্ণ, আদেশ ইন্দ্রিয়াববোধের অতীত। আত্মার চক্ষু আত্মার কর্ণ ইন্দ্রিয়জ্ঞান সম্পর্ক শূন্য, তাহাতে বুদ্ধির কর্ণ ও অনুমান দৃষ্টিরও অধিকার নাই।

প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য চন্দ্রজ্যোতিঃ সদৃশ, উহা ঐশ্বরিক। ঈশ্বর যাঁহাদের অন্তশ্চক্ষু বিকাশিত করিয়াছেন সেই দরবেশ লোকরাই স্বাতন্ত্র্য তত্ত্ব বুঝিতে পারেন। আধ্যাত্মিক পুরুষদিগের স্বাতন্ত্র্য এক প্রকার, বাহ্যিক লোকদিগের অন্য প্রকার। মৌক্তিক জনক রস বিশেষ, বাহিরে সাধারণ রস মাত্র, কিন্তু শুক্তিকোষে তাহাই মুক্তা ফলে পরিণত হয়। বহির্দ্দেশে ক্ষুদ্র বৃহৎ রসবিন্দু, শুক্তিকোষে স্থূল সূক্ষ্ম মুক্তাকণা। মহা পুরুষদিগের প্রকৃতি মৃগনাভি সদৃশ, বাহিরে যে শোণিত

বিন্দু তাহা নাভিগর্ভে কস্তুরিকা। ' নিকৃষ্ট ধাতু তাম্র আক্‌সিরনামক দ্রব্যবিশেষের অভ্যন্তরে সুবর্ণ হয়। স্বতন্ত্রতা কর্তৃত্ব তোমার আমার সম্বন্ধে উপকারী নয়, কিন্তু সাধুলোকদিগের অন্তরে তাহা সুনির্ম্মল জ্যোতিঃ সদৃশ। পাত্রস্থিত অন্ন অচেতন ভৌতিক পদার্থ মাত্র ; কিন্তু মানব দেহে সেই অন্নের সঞ্চারে প্রাণের স্ফূর্ত্তি হয়। পাত্র-গর্ভে অন্নের ক্রিয়া প্রকাশ পায় না, কিন্তু পাক-স্থলীতে ক্রিয়া হইয়া থাকে। সেই ক্রিয়ায় প্রাণের বল হয়। দেহ মাংস খণ্ড মাত্র, কিন্তু বুদ্ধি ও প্রাণের বলে পর্ব্বত সমুদ্র অতিক্রম করিয়া যায়।

২। ইসফ্ বেন্নল্ হোসেন্ রি দেশের লোক ছিলেন। জীবনের প্রথম অবস্থায় তিনি মিসর দেশনিবাসী দেশপূজ্য দরবেশ জোল্‌নুনের নিকটে ঈশ্বরের মহা নামে দীক্ষিত হইবার জন্য উপস্থিত

হয়েন। জোন্ নুন অনেক কাল তাঁহার সঙ্গে বিশেষ কোন কথা বলেন না, তিন চারি বৎসর পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "যুবক! আমার নিকটে তোমার কি প্রয়োজন?" ইসফ্ বলিলেন, "প্রভুর মহানাম আমাকে শিক্ষা দিন, আপনার নিকট আমার এই প্রার্থনা।" ইহা শুনিয়া কিয়ৎকাল জোলনুন কিছুই বলিলেন না। পরে একদিন একটী দারুময় কৌটা ইসফের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন, "নীল নদের অপর পারে অমুক স্থানে অমুক ব্যক্তি আছেন, এই কৌটাটী তাঁহাকে দিয়া আইস।" ইসফ্ কৌটা হস্তে করিয়া যাত্রা করিলেন, কতক দূর পথ যাইয়া ভাবিলেন, ভাল এই পাত্রটির ভিতরে কি নড়িতেছে, ব্যাপারটা কি একবার খুলিয়া দেখা যাউক। এই বলিয়াই তিনি কৌটার মুখ মুক্ত করিলেন, ভিতরে একটি ইন্দুর ছিল, কৌটার আবরণ উদ্ঘাটন করিবামাত্র

সে পলাইয়া গেল। ইসফ্‌ অপ্রস্তুত হইলেন। বলিলেন "এ কি কাণ্ড! এইক্ষণ আমি কি করি, সেই ব্যক্তির নিকটে যাইব কি, মহর্ষির নিকটে ফিরিয়া যাইব?" পরে নানা প্রকার ভাবিয়া চিন্তিয়া জোল্‌নুনের নির্দ্দেশিত লোকের নিকটে শূন্য কৌটা হস্তে করিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই ব্যক্তি এই ব্যাপার জানিয়া হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি মহর্ষি জোল্‌নুনের নিকটে পরমেশ্বরের মহানামের প্রার্থী হইয়াছিলে?" ইসফ্‌ বলিলেন হাঁ। পরে সেই পুরুষ বলিল "মহর্ষি তোমাকে অসহিষ্ণু দেখিয়া থাকিবেন, এজন্য একটি ইন্দুর তোমার হস্তে দিয়াছিলেন, হায়! তুমি সেই ইন্দুরটি রক্ষা করিতে পারিলে না, বল, মহানাম তুমি কি প্রকারে হৃদয়ে রক্ষা করিবে?" ইসফ্‌ লজ্জিত হইয়া জোল্‌নুনের নিকটে প্রত্যাগমন করিলেন।

তখন মহর্ষি বলিলেন, “কল্য রজনীতে তোমাকে মহানাম শিক্ষা দিব কি না সাত বার প্রভুর নিকটে অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তুমি চঞ্চল বলিয়া আদেশ করেন নাই, একটি মূষিক দ্বারা পরীক্ষা করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন, পরীক্ষা করিলাম তাহাই বটে। এইক্ষণ তুমি স্বদেশে চলিয়া যাও, সময় হইলে আসিবে। মহানামে দীক্ষিত হওয়ার তোমার সময় হয় নাই।” তখন ইসফ্ বলিলেন, “আর্য্য! অগত্যা আমাকে দেশেই ফিরিয়া যাইতে হইল, কিন্তু আপনি আমার মঙ্গলের জন্য কিছু উপদেশ দান করুন।” মহর্ষি বলিলেন, “আমি তিনটি উপদেশ দিতেছি, একটী মহান্, একটী মধ্যম, একটী সামান্য। মহান্ উপদেশ এই, লেখা পড়া যাহা শিক্ষা করিয়াছ, সমুদায় ধৌত করিয়া ফেল, ভুলিয়া যাও, আপনাকে মূর্খ বলিয়া জান, তাহা

হইলে ঈশ্বর এবং তোমার মধ্যে যে আবরণ আছে উঠিয়া যাইবে।” ইসফ্ বলিলেন, “এই উপদেশটি পালন করিয়া উঠিতে পারিব না।” মহর্ষি বলিলেন, মধ্যম উপদেশ এই, “আমাকে ভুলিয়া যাইবে, কাহার নিকটে আমার নাম করিবে না; ঋষি এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন এই প্রসঙ্গও করিবে না।” ইসফ্ বলিলেন “ইহাও পারিয়া উঠিব না।” অনন্তর জোল্নুন বলিলেন “আমার সামান্য উপদেশ এই যে লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিবে, ঈশ্বরের দিকে আহ্বান করিবে।” এই কথা শুনিয়া ইসফ্ উৎসাহের সহিত বলিলেন, “ঈশ্বরেচ্ছায় ইহা পারিব।” জোল্নুন আবার বলিলেন “এই ভাবে কিন্তু উপদেশ দিতে হইবে, আপনার কোন ভাব তাহাতে থাকিবে না।” ইসফ্ বলিলেন “তাহাই করিব।” অনন্তর স্বদেশে চলিয়া আসিলেন। তিনি রিদেশের একজন

সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। নগরবাসিগণ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিল। পরে ইসফ্ সভা আহ্বান করিয়া উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন, শ্রোতৃবর্গ দুই এক দিন শুনিয়াই বিরক্ত হইয়া গেল। যেহেতু তাঁহার উপদেশে কোনরূপ নূতনত্ব ও স্বর্গীয় আকর্ষণ ছিল না। পরে এই প্রকার হইল যে, আর কেহই তাঁহার উপদেশ শুনিতে আসিত না। ইসফ্ একদিন ভজনালয়ে বক্তৃতা করিতে গিয়া দেখেন একটীও শ্রোতা উপস্থিত নাই। কি করেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। দয়াবান্ পরিত্রাতা ঈশ্বর পরে এক অলৌকিক ঘটনা দ্বারা ইসফের জীবনে ধর্ম্মের স্বর্গীয় আলোক প্রকাশ করেন ও তাঁহাকে আপনার অনুগত ভক্ত করিয়া লন। সেই অলৌকিক ঘটনাটী এই ;—

এব্রাহিম খওয়াস্ নামে একজন ধর্ম্মসাধক

ছিলেন। একদিন রাত্রিতে তিনি এই প্রত্যাদেশ শ্রবণ করেন, "যাও, ইস্‌ফকে বল যে তুমি ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট।" এব্রাহিম বলিয়াছেন "যে আমার নিকট এই কথাটী এরূপ কঠিন বোধ হইল, যদি পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া আমার মস্তকে পড়িত ইহার তুলনায় তাহাকেও আমি সহজ মনে করিতাম। যিনি আপনাকে ঋষি বলিয়া পরিচিত করেন আমি কেমন করিয়া তাঁহাকে এই কঠোর কথা বলিব ভাবিয়া অস্থির হইলাম।" এব্রাহিম পরদিন রাত্রিতেও পুনর্ব্বার ঐরূপ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মহা চিন্তিত হইয়া বসিয়া থাকেন। তৃতীয় রজনীতেও এই কথা শুনিতে পান যে "তাহাকে যাইয়া বল সে ধর্ম্মভ্রষ্ট, যদি তাহা না কর তুমি আঘাত পাইবে।" এব্রাহিম বলিয়াছেন যে "এইরূপ দৈববাণী শুনিয়া আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া যাত্রা করিলাম। মস্‌জি-

দের নিকটে যাইয়া দেখি ইসফ্ দ্বারে বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন, 'কোন শাস্ত্রীয় বচন তুমি বলিতে পার?' আমি বলিলাম, হাঁ, একটি আরবী বচন বলিতেছি, পরে সেই কথাটী বলিলাম। ইসফ্ তাহা শ্রবণমাত্র ব্যাকুল হইয়া আমার চরণে পতিত হইলেন, অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া গেলেন। কতক্ষণ পরে মস্তক উত্তোলনপূর্ব্বক আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলে, এব্রাহিম! প্রাতঃকাল হইতে এ পর্য্যন্ত আমার নিকটে কোরাণ পঠিত হইয়াছিল এক বিন্দু জল চক্ষু হইতে নির্গত হয় নাই, মন দ্রব হয় নাই, এইক্ষণ যে একটি বচন শুনিলাম তাহাতে দেখ আমার কেমন অবস্থা ঘটিল। চক্ষু হইতে অশ্রুর ঝড় বাহির হইল, লোকে আমাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট যে বলে, ইহা যথার্থ কথা। প্রভুর নিকট হইতেও আজ এই উপাধি লাভ করিলাম। প্রকৃত পক্ষে

আমি তাঁহাই বটি।" এই ব্যাপারের পর হইতেই ইসফের জীবনে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, দীনতা ও বিনয়ের নবীন দীপ্তি প্রকাশ পায়, নব জীবনের অভ্যুদয় হইতে থাকে। তৎপর তিনি অনেক উন্নত সাধকের সহবাসে থাকিয়া কঠোর সাধনা করেন ও একজন পরম ধার্ম্মিক দরবেশ হইয়া লোকের একান্ত ভক্তির আস্পদ হয়েন।

-০:০-

৩। আবুহেফজ বোগদাদ দেশের অধিবাসী ছিলেন। প্রথম অবস্থায় তাঁহার চরিত্র অত্যন্ত কলুষিত ছিল। এক সময়ে তিনি একটী যুবতীর প্রতি ঘোরতর আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই স্ত্রীলোকটীকে নানা উপায়ে বশীভূত করিতে না পারিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়াছিলেন। একদা কেহ তাঁহাকে এই পরামর্শ দেয় যে, „নেশা-পুরে এক জাদুকর য়িহুদী আছে তাহার

নিকটে যাও, জাদুবলে সে তোমার মনোরথ সিদ্ধির উপায় করিয়া দিবে।” আবুহেফ্জ তাহাই করিলেন। সেই য়িহুদীর নিকটে যাইয়া স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাহার সাহায্য প্রার্থী হইলেন। তখন য়িহুদী বলিল “আমি কয়েকটী নিয়ম বলি, তাহা সম্পূর্ণরূপে পালন করিলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। চল্লিশ দিন তুমি ধর্ম্ম কর্ম্ম উপাসনাদি করিবে না, মনের মধ্যে কোন সাধু কল্পনা রাখিবে না, তাহা হইলে আমি জাদু করিব ও ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার প্রভাবে তোমার মনোরথ পূর্ণ করিয়া দিব।” আবুহেফ্জ তাহাতে সম্মত হয়েন। চল্লিশ দিন সেরূপ করিয়া আবার য়িহুদীর নিকটে আগমন করেন। তখন য়িহুদী মায়াবিদ্যার প্রক্রিয়া সকল করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। সে আপনার বিদ্যা বিফল দেখিয়া আবুহেফ্জকে বলিল “এই চল্লিশ দিনের মধ্যে নিশ্চয়

তুমি কোন পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছ, উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া দেখ। তাহা না হইলে আমার জাদু কখন নিষ্ফল হইত না।” আবুহেফ্‌জ বলিলেন, “এই চল্লিশ দিনের মধ্যে আমি কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম করি নাই। কিন্তু এক দিন চলিয়া যাইতেছিলাম, পথে একটা পাথর পড়িয়াছিল উহা পায়ে লাগিলে কেহবা ব্যথা পায় এই মনে করিয়া সরাইয়া রাখিয়াছিলাম এই মাত্র জানি।” য়িহুদী বলিল “প্রভুকে আর আঘাত করিও না। চল্লিশ দিন তুমি তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়াছ, তথাপি দেখ তাঁহার কত দয়া! তুমি যে একটী সৎকর্ম্ম করিয়াছ, তাহা তিনি বিফল হইতে দেন নাই। সেই একটী পরোপকারের জন্য তোমাকে মহা পাপে পতিত হইতে বাধা দিলেন।” য়িহুদীর এই কথায় আবুহেফ্‌জের হৃদয়ে অনু-তাপের শিখা জলিয়া উঠিল। তিনি আর কখন

দুষ্কর্ম্ম করিবেন না বলিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। সেই হইতে তাঁহার জীবনের স্রোতঃ স্বর্গের দিকে ধাবিত হইল। তিনি লৌহকারের ব্যবসায় করিতেন, তখনও সেই ব্যবসায় করিতে লাগিলেন। প্রতি দিন দিবাভাগে লোহার কায করিতেন, তাহাতে প্রত্যহ প্রায় তিন টাকা লাভ হইত, উহা তিনি দীন দুঃখীদিগকে বিতরণ করিতেন, এবং দুঃখিনী অনাথাদিগের সাহায্যের জন্য তাহাদিগের গৃহে মুদ্রা এরূপ গোপনে রাখিয়া আসিতেন তিনি যে উহা দান করিয়াছেন কেহ জানিতে পারিত না। প্রতিদিন রোজা (উপবাস ব্রত) পালন করিয়া সন্ধ্যাকালের উপাসনান্তে স্বয়ং ভিক্ষা করিতে যাইতেন, ভিক্ষা লব্ধ যৎসামান্য অন্ন ভোজন করিয়া জীবন রক্ষা করিতেন। বহুকাল এই ভাবে গত হয়। এক দিন এক জন অন্ধ বাজারের পথ দিয়া যাইতে যাইতে একটী গভীর ভাব পূর্ণ

ধর্ম্মশ্লোক সুর করিয়া পড়িতেছিল, আবুহেফ্জ সেই শ্লোক শুনিয়া তাহার ভাবে এমন মগ্ন হইয়া গিয়া-ছিলেন যে তাঁহার বাহ্য জ্ঞান ছিল না। তিনি গাঢ় অন্যমনস্কভাবে উত্তপ্ত লৌহ খণ্ড হস্তে গ্রহণ করিয়া হাতুড়ী দ্বারা পিটিবার জন্য সহকারী কর্ম্ম-কারদিগের নিকটে ধারণ করিয়াছিলেন। তখন সহ-কারিগণ তাঁহাকে এ বিষয়ে চৈতন্য করিয়া দেয়। এই ঘটনার পরেই আবুহেফ্জ দোকান উঠাইয়া দেন। প্রকৃত প্রস্তাবে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন ও একজন পরম যোগী হইয়া পরমেশ্বরের সেবাতে দিবা রজনী নিযুক্ত থাকেন। ইনি একজন সুপ-ণ্ডিত ও সদ্বক্তা ছিলেন। শেষ অবস্থায় আবুহেফ্জ দেওয়ানা (ধর্ম্মক্ষিপ্ত) হইয়া উঠেন। তাঁহার সেই ক্ষিপ্ততার মধ্যে অনেক মাধুর্য্য ছিল। সেই ক্ষিপ্তাচারের দুই একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে।

এক দিন আবুহেফ্‌জকে তাঁহার বন্ধু আবুওসমান বলিয়াছিলেন যে "আমি সভাস্তে উপদেশ দিব, মন বড় উৎসাহিত হইয়া পড়িয়াছে।" আবুহেফ্‌জ জিজ্ঞাসা করিলেন "কিসে তোমাকে এরূপ উৎসাহিত করিল?" ওস্‌মান বলিলেন "লোকের প্রতি দয়া।" আবুহেফ্‌জ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার সেই দয়ার সীমা কত দূর?" ওস্‌মান বলিলেন "এত দূর যে যদি ঈশ্বর আমাকে নরকে প্রেরণ করেন সেই মানব জাতির প্রতি দয়ার অনুরোধে আমি তাহা সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি।" আবুহেফ্‌জ বলিলেন "ভাল, উপদেশ দান কর।" আবু ওস্‌মান উপদেশ দিবার জন্য সভাতে উপস্থিত হয়েন। তখন আবুহেফ্‌জ উপনীত হইয়া এক পার্শ্বে গুপ্তভাবে বসিয়া থাকেন। উপদেশ শেষ হইলে এক জন ভিক্ষুক আসিয়া সভাতে বস্ত্র প্রার্থনা করিল, ওস্‌মান তৎক্ষণাৎ

আপন গাত্রাবরণ তাহাকে প্রদান করিলেন। ইহা দেখিয়াই আবুহেফ্‌জ উঠিয়া বলিলেন "মম্বর হইতে (বেদী বিশেষ) অবতরণ কর, তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ।" ওস্‌মান বলিলেন "কি মিথ্যা বলিয়াছি?" হেফজ্‌ বলিলেন," তুমি অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছিলে যে লোকের প্রতি আমার অসীম দয়া, কিন্তু দানের বেলায় তাহার বিপরীত আচরণ করিলে। অন্য লোককে তুমি দানের পুণ্য হইতে বঞ্চিত রাখিলে, তোমার এই সত্বর দানের জন্য আর কেহ এই দুঃখীকে দান করিবার অবকাশ পাইল না। এটী ধর্ম্ম বিরুদ্ধকার্য হইয়াছে। এজন্য তুমি মিথ্যাবাদী, বেদীতে মিথ্যাবাদী স্থান পাইবার উপযুক্ত নহে।

সবলি্‌ রোখ নামক এক জন ধার্ম্মিক চারি মাস কাল অতিথি রূপে আবু হেফ্‌জকে আপন আলয়ে রাখিয়া প্রতিদিন নূতন নূতন অন্ন ব্যঞ্জন মিষ্টান্নাদি

যোগাইয়া সেবা করিয়াছিলেন। হেফজ বিদায় হইয়া যাইবার সময় বলিলেন "সব্‌লি! এক সময় নেশাপুরে আমার আলয়ে গমন করিও, পুরুষকার কিরূপ ও আতিথ্য সৎকার কি প্রকারে করিতে হয় আমি তোমাকে শিক্ষা দিব।" সবলি কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন "আমি কি অন্যায় করিয়াছি?" আবুহেফ্‌জ বলিলেন "অন্যায় আর কি, কষ্ট স্বীকার করিয়াছ! এরূপ ক্লেশ-বহন পুরুষকার নহে। অতিথি সৎকার এ প্রকার করিবে, যেন অতিথির আগমনে আপনার উপর কোন্ ভার বোধ না হয় ও তাহার গমনে আহ্লাদ না হয়। যদি অতিথি শুশ্রূষাতে ক্লেশ স্বীকার কর, তবে তাহার উপস্থিতে তোমার ভার বোধ ও গমনটী আহ্লাদের কারণ হইবে। অতিথি সম্বন্ধে যাহার এই প্রকার অবস্থা হয় তাহার পুরুষকার নহে। অতঃপর সব্‌লি একদিন নেশাপুরে যাইয়া

আবুহেফ্জের আলয়ে আতিথ্য স্বীকার করেন। সেই দিন এক চল্লিশ জন অতিথি, উপস্থিত ছিল। আবুহেফ্জ এক চল্লিশটী দীপ জালিয়া ছিলেন। সব্লি বলিলেন "অদ্য তুমি কষ্ট স্বীকার করিয়া এত গুলি দীপ জ্বালিলে কেন?" তিনি বলিলেন "সব্লি! তোমাদের জন্য কষ্ট স্বীকার করি নাই, অতিথি ঈশ্বরের প্রেরিত, ঈশ্বরের প্রিয় দান, এই এক চল্লিশ জন অতিথির জন্য এক চল্লিশটী কৃতজ্ঞতার দীপ জ্বালিয়াছি।" আবুহেফ্জের কয়েকটী উপদেশ এ স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল—(১) যে ব্যক্তি সকল অবস্থাতে আপনার মধ্যে ঈশ্বরের দয়া দর্শন করে আশা করি সে মৃত্যুর অধীন হইবেনা। (২) পরমেশ্বরেতে নির্ভয় হইবে, অসি আছে বলিয়া নির্ভয় হইবে না।(৩)সেবাতে শরীরের জ্যোতিঃ বিশ্বাসে প্রাণের জ্যোতিঃ। (৪) এক দ্বারের উপযুক্ত হও, সকল দ্বার তোমার জন্য

উন্মুক্ত হইবে, এক প্রভুর সেবক হও সকল প্রভু তোমার নিকটে মস্তক নত করিবে। (৫) বাধ্যতা কি? যাহা কিছু তোমার তাহা পরিত্যাগ করিবে যাহা তিনি আদেশ করিবেন তাহা পালন করিবে, ইহাই বাধ্যতা। (৬) দীনতা কি? ভগ্ন হৃদয়ে প্রার্থী থাকা। (৭) জিজ্ঞাসা করিল তুমি কি ভাবে ঈশ্বরের নিকটে আসিয়া থাক? বলিলেন ভিক্ষুক যে ভাবে ধনীর দ্বারে আসিয়া থাকে।

---

৪ দরবেশ ফজিলঅয়াজ প্রথম অবস্থায় কতকগুলি দস্যুর দলপতি ছিলেন। সেই সময়েও তিনি দরবেশের খির্কা ও টুপি, জপমালা ধারণ করিতেন, উপাসনাও ব্রত নিষ্ঠায় অনেক সময় যাপন করিতেন। অরণ্যে পটমণ্ডপে অবস্থিত ছিলেন। সহকারী দস্যুগণ লুণ্ঠনসামগ্রী আনিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত করিত, তিনি তাহা

সকলকে ভাগ করিয়া দিতেন এবং নিজেও এক অংশ গ্রহণ করিতেন। নিয়মিত রূপে সামাজিক উপাসনা করিতেন, যে সকল দস্যু উপাসনায় যোগ দান করিত না তাহাদিগকে দল হইতে দূর করিয়া দিতেন। তাঁহার এরূপ নিয়ম ছিল যে যে সকল পথিক বণিকের সঙ্গে স্ত্রী লোক থাকিত তাহাদিগের প্রতি আক্রমণ করিতে সহচরদিগকে অনুমতি দান করিতেন না, যাহাদের সঙ্গে ধন অল্প থাকিত তাহা-দিগ হইতেও কিছু গ্রহণ করিতেন না, যাহা-দিগের সম্পত্তি অপহরণ করিতেন সেই সম্পত্তির অনুরূপ তাহাদিগকে কিছু কিছু দান করিতেন। তিনি একজন স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত ছিলেন, স্বীয় চোরিত দ্রব্য তাহার নিকটে রাখিয়া দিতেন। একদা একদল বণিক্ দস্যুগণের সাড়া পাইয়া ব্যস্ত সমস্ত হইলেন। তাহাদের মধ্যে এক-

জনের প্রচুর মুদ্রা ছিল, তিনি তাহা লুকাইবার জন্য বনের ভিতরে প্রবেশ করেন, তথায় যাইয়া উক্ত পট মণ্ডপ দেখিতে পানও সেখানে একজন দরবেশ বসিয়া তস্‌বি জপ করিতেছে দেখেন, ইহা অবলোকন করিয়া তিনি তাঁহার হস্তে মুদ্রা সমর্পণ করিবার জন্য নিকটে উপস্থিত হওতঃ স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপন করেন। সেই দরবেশ বেশধারী ফজিল্ গৃহে মুদ্রা রাখিয়া দিবার জন্য ইঙ্গিত করেন। বণিক্‌ও তদনুযায়ী কার্য্য করেন। এদিকে দস্যুগণ বণিক্‌দিগের যাহা কিছু ছিল সমুদয় লুণ্ঠন করিয়া লইল। অতঃপর পূর্ব্বোক্ত বণিক্ গচ্ছিত মুদ্রা প্রতিগ্রহণ করিতে গেলেন। পটমণ্ডপের দ্বারে যাইয়া দেখেন দস্যুগণ অপহৃত সামগ্রী বিভাগ করিতেছে, তখন তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে "হায়! আমি স্বহস্তে দস্যুহস্তে মুদ্রা সমর্পণ করিয়াছি। ফজিল দূর হইতে দেখিয়া

তাঁহাকে ডাকিলেন। তিনি ভয়কম্পিত কলেবরে নিকটে উপস্থিত হইলেন, ফজিল জিজ্ঞাসা করিলেন "কি জন্য আসিয়াছ?" তিনি বলিলেন "গচ্ছিত ধন পুনর্গ্রহণ করিতে।" ফজিল বলিলেন "যে স্থানে তাহা রাখিয়াছ সেখানে আছে, লইয়া যাও।" বণিক্ মুদ্রা প্রতিগ্রহণ করিয়া আপন সঙ্গীদিগের নিকটে চলিয়া গেলেন। ফজিলের বন্ধুগণ ফজিলকে বলিল "এই বণিক্‌দলে কিছুমাত্র মুদ্রা পাওয়া যায় নাই, তুমি এত গুলি টাকা কেন ফিরাইয়া দিলে।" ফজিল বলিলেন "এই ব্যক্তি আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, আমিও ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিয়া তাহার বিশ্বাস সম্পূর্ণ করিয়াছি, ঈশ্বর আমার বিশ্বাস পূর্ণ করিবেন।"

তৎপর এক দিন রজনীতে একজন বণিক্ একটী কোরাণোক্ত প্রবচন উচ্চারণ পূর্ব্বক "এইক্ষণও কি

সময় উপস্থিত হয় নাই যে তোমার এই নিদ্রিত মন জাগরিত হয়"। এই কথা বলিতে বলিতে সেই পঠ মণ্ডপের নিকট দিয়া যাইতেছিল। এই উক্তি বাণ সদৃশ হইয়া ফজিলেয় প্রাণকে বিদ্ধ করিল। সেই প্রবচণ ফজ্রিলকে আক্রমণ করিয়া যেন বলিল "কত-কাল আর পথিককে মারিবে তোমাকে মারিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে"। ফজিল আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন "শর কঠিন রূপে বিদ্ধ হইয়াছে।" তিনি অতীব লজ্জিত ও আকুল হইয়া অরণ্যের এক দিকে চলিয়া গেলেন। সে স্থানে কতকগুলি বণিক্ উপস্থিত ছিল, তাহারা পরস্পর বলিতেছিল "দস্যু ফজিল অদূরে আমা-দের গম্যপথে উপস্থিত আছে, আমরা যাইতে সক্ষম হইব না।" ফজিল শুনিয়া বলিলেন "তোমাদিগকে সুসংবাদ দান করিতেছি যে ফজিল অনুতাপিত হইয়াছে, অদ্য তোমাদিগ হইতে সে

পলায়ন করিতেছে, এই বলিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে অন্যদিকে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তখন পথে এক ব্যক্তিকে পাইয়া ঈশ্বরের দোহাই দিয়া বলিলেন, যে " আমাকে বন্ধন করিয়া দণ্ডদাতা বাদশার নিকটে লইয়া যাও, তিনি আমার প্রতি দণ্ড বিধান করুন।" সেই ব্যক্তি তাহাই করিল। বাদশা তাঁহার অবস্থা দেখিয়াই হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে বিশ্বপতি তাহাকে দণ্ড দিয়াছেন, জীবনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি আর শাস্তি দান করিলেন না। সসম্মানে তাঁহাকে স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন। পরে তিনি অনেক সাধুসঙ্গ ও ধর্ম্ম জ্ঞানের আলোচনা ও সাধনা করেন, এবং মক্কা নগরে যাইয়া ধর্ম্মোপদেশকের পদে আরূঢ় হন। মক্কায় তাঁহার উপদেশ শ্রবণের জন্য অত্যন্ত জনতা হইত। তাঁহার জীবনের ক্রিয়া অনেক

আছে। এ স্থলে আর তাহার উল্লেখ না করিয়া কেবল তদীয় কয়েকটী উপদেশ উক্তি অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল। (১) সংসারে প্রবেশ করা সহজ, কিন্তু প্রবেশ করিয়া তাহা হইতে বহির্গত ও মুক্ত হওয়া কঠিন। (২) সংসার ক্ষিপ্তালয় স্বরূপ, প্রত্যেক মনুষ্য তাহাতে ক্ষিপ্ত সদৃশ, ক্ষিপ্তালয়ে ক্ষিপ্তদিগের হস্তে ও গলদেশে বন্ধন থাকে। (৩) যিনি আপনাকে উপযুক্ত মনে করেন, তাঁহাতে বিনয় নাই। (৪) লোকের জন্য অনুষ্ঠানপ্রিয় হওয়া কপটতা, লোক উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান করা লোকের পূজা, যখন ঈশ্বর তোমাকে এই দুইভাব হইতে রক্ষা করেন, তখনই মুক্তির অবস্থা। (৫) যিনি ঈশ্বরকে সত্য দৃষ্টিতে দর্শন করেন, তিনিই তাহাকে সত্যভাবে পূজা করেন। (৬) ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছুতে আশান্বিত না হওয়া ঈশ্বর ব্যতীত কাহাকে ভয়

না করাই যথার্থ নির্ভয়, নির্ভয় তাহাই যে ঈশ্বরে অটল থাকা, ঈশ্বরের কোন কার্য্যে তাঁহার প্রতি দোষারোপ না করা ও তাঁহার নিন্দা না করা, অন্তর বাহির তাঁহাকে সমর্পণ করা। (৭) অনেক লোক অশুদ্ধ স্থানে যাইয়া শুদ্ধ মনে ফিরিয়া আসে, অনেক লোক তীর্থে যাইয়া অশুদ্ধ হইয়া প্রত্যাগত হয়। (৮) মূর্খের সঙ্গে মিষ্টান্ন খাওয়া অপেক্ষা পণ্ডিতের সঙ্গে বিবাদ করা বরং ভাল। (৯) তোমাদের দুইটী মূর্খের স্বভাব আছে, এক আশ্চর্য্য কিছু না দেখিয়া হাস্য কর, আর নিজে না করিয়া উপদেশ দান কর।"

—০০—

৫। দরবেশ হয়ান বলিয়াছেন যে "আমি মহাত্মা আবেস করণীকে দর্শন করিবার জন্য কুফা অঞ্চলে গমন করি এবং তথায় উপনীত হইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে দেখি যে এক জন দরবেশ ফরাত

নদীর তীরে বসিয়া বস্ত্র ধৌত ও অজু করিতেছেন। আমি পূর্ব্বেই আবেসের মহত্ত্বের কথা শুনিয়াছিলাম, ইনিই আবেসকরণী চিনিতে পারিয়া নমস্কার করিলাম, তিনি প্রতিনমস্কার জানাইলেন এবং আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। আমি তাঁহার কর স্পর্শ করিতে চাহিলাম, কিন্তু তিনি হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া রাখিলেন। আমি বলিলাম "আবেস! আপনার প্রতি ঈশ্বর সদয় থাকুন আপনি কেমন আছেন?" এই কথা বলিয়াই তাঁহার দৈন্য ও শীর্ণাবস্থা দেখিয়া আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল, তাঁহার প্রতি অনুরাগের উচ্ছাসে আমি কাঁদিতে লাগিলাম, তিনি ও কাঁদিলেন এবং বলিলেন, 'চিরজীবী হও হে হরমের পুত্র হয়ান! আমার ভাই! তুমি কেমন আছ? আমার অনুসন্ধান তোমাকে কে বলিয়া দিলে?' আমি বলিলাম আপনি আমাকে এবং আমার পিতৃ

দেবকে কেমন করিয়া চিনিলেন, আপনি আমাকে কখন দেখেন নাই। তিনি বলিলেন 'সেই ঈশ্বর আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যাঁহার জ্ঞানের অগোচর কিছুই নাই। আমার আত্মা তোমার আত্মাকে চিনিয়াছে। না দেখিলে ত এক সাধকের আত্মা আর এক সাধকের আত্মাকে চিনে ও পরস্পপরের প্রতি অনুরাগী হয়।' আমি বলিলাম আপনি মহাত্মা মহম্মদ সম্বন্ধে কিছু বলুন যাহা আমার নিকটে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি বলিলেন 'আমার দেহ প্রাণ মহাপুরুষ মহম্মদের চরণে উৎসর্গিত হউক, আমি সেই মহাত্মার পদচুম্বন রূপ সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি নাই, আমি তাঁহার মহাবাক্য অন্যের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। 'আমি ইচ্ছা করি না যে সেই বাক্যের বক্তা হই, আমি ব্যবস্থাপক,উপদেষ্টা বা বক্তা হইতে কুণ্ঠিত।' আমি বলিলাম কোরাণ সরিফের কোন একটী বচন

আপনি আমার নিকটে পাঠ করুন, আমি তাহা আপনার মুখে শ্রবণ করিব এবং আমার জন্য আশীর্ব্বাদ করুন ও আমাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দান করুন, যেহেতু আমি অপনাকে ধর্ম্মবন্ধু বলিয়া জানি এবং আপনাকে অত্যন্ত প্রেম করি। ইহা শুনিয়া তিনি ফরাত নদীর কূলে আমার কর গ্রহণ করিলেন ও একটী আশীর্ব্বাদ বচন বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন ' আমার প্রভু এই আদেশ করিয়াছেন, তাঁহার বাক্য সত্য ও অভ্রান্ত। এই বলিয়া কোরাণের দুইটী বচন উচ্চারণ করিলেন। তখন প্রেমে এরূপ বিহ্বল হইয়া উঠিলেন, হয়ান বলেন যে আমার বোধ হইল যেন তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন। পরে সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে কিছু বলিয়া এই উপদেশ দিলেন যে ' ঐশ্বরিক গ্রন্থ ও মহাজনদিগের পথ অবলম্বন করিয়া চলিও, এক

দণ্ড মৃত্যুস্মরণে উপেক্ষা করিও না, যখন স্বজাতির নিকটে যাইবে সদুপদেশ দানে বিরত হইও না, সমধর্ম্মাবলম্বীদিগের মণ্ডলী হইতে পদ বাহিরে স্থাপন করিও না, তাহা করিলে তুমি অধার্ম্মিক হইবে ও এমত ভাবে নরকে পড়িবে যে টের পাইবে না।' ইহা বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া এক গলির ভিতরে প্রবেশ করিলেন, আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। আমার ইচ্ছা ছিল আরো কিছুকাল তাঁহার সঙ্গ করি, দুঃখিত হইলাম ও রোদন করিতে লাগিলাম।"

দুষ্ট বালকগণ এই আবেস করণীকে ক্ষিপ্ত জানিয়া পথ দিয়া চলিয়া যাইতে তাঁহার প্রতি পাথর ছুড়িয়া আমোদ করিত। তিনি মার খাইয়া শান্তভাবে বলিতেন "বালক বৃন্দ! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর মারিও, বড় পাথরের আঘাতে আমার পা ভাঙ্গিয়া যাইবে, তাহা হইলে আমি নমাজের জন্য দাঁড়াইতে পারিব না।"

৬। একদা কোন দরবেশ স্থানান্তর হইতে আসিয়া স্বীয় বন্ধুর কুটির দ্বারে আঘাত করিলেন। বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন "কে বট?" তিনি বলিলেন আমি, বন্ধু বলিলেন "চলিয়া যাও, যখন তোমার তুমিত্ব (স্বতন্ত্রতা) তোমা হইতে বিদূরিত হয় নাই, তখন তোমাকে বিচ্ছেদানলে দগ্ধ হইতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া দরবেশ বিষণ্ণ মনে চলিয়া গেলেন, সম্বৎসর কাল স্থানান্তরে থাকিয়া বন্ধুর বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করিলেন, ও তপস্যায় নিরত রহিলেন। পরে তপঃসিদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার বন্ধুর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও দ্বারে করাঘাত করিয়া তাঁহার প্রশ্নের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন "দ্বারে কে?" আগন্তুক উত্তর করিলেন "দ্বারে তুমিই বট।" ইহা শুনিয়া প্রসন্ন বদনে তিনি বলিলেন "এইক্ষণ তুমি আমাতে পরিণত হইয়াছ, তুমি আমি এক হইলাম, প্রবেশ কর।

এক গৃহে দুই আমির স্থান নাই, যখন সকল এক হয় তখন আর দুই থাকে না। পরিণামে আমিত্ব তুমিত্ব দুই চলিয়া যায়। সূচির ছিদ্রে দুই বিভিন্ন সূত্রাগ্র প্রবেশ করে না, যখন এক হইয়াছ সূচি গর্ভে প্রবেশ কর। সূচির সঙ্গে সুত্রের সম্বন্ধ, উষ্ট্রের সঙ্গে সূচিচ্ছিদ্রের সম্বন্ধ নাই। সাধনা রূপ তীক্ষ্ণ ছুরিকা মনুষ্যের উষ্ট্ররূপ জীবনকে কাটিয়া সূক্ষ্ম করিতে পারে। বন্ধু! ঈশ্বরের শক্তির প্রত্যাশী হইবে, তাঁহার হস্তে প্রত্যেক দুরুহ কার্য্য সহজ হয়, তাঁহার ভয়ে সকল অনায়ত্ত আয়ত্ত হয়, তাঁহার কথায় মৃত জীবিত হয়। জগৎ অসৎ ছিল, মৃত অপেক্ষাও অধিক মৃত ছিল, তাঁহার সঞ্জীবনী শক্তিতে সেই অসৎ সৎ হইল। তাঁহাকে নিত্য ক্রিয়াশীল বলিয়া বিশ্বাস করিও, তিনি নিষ্ক্রিয় এরূপ মনে করিও না। তিন দল সৈন্য চালনা করা তাঁহার প্রাত্যহিক সামান্য কার্য্য, এক দল জরায়ু

কোষে প্রেরণ করেন, অপর দল জরায়ু হইতে ভূমণ্ডলে আনয়ন করেন, ভূমণ্ডলকে স্ত্রী পুরুষে পূর্ণ করেন। অন্য দল তথা হইতে পরলোকে পাঠাইয়া দেন। তাঁহার শুভক্রিয়া সকলেই দেখে, এ সকল কথার শেষ নাই।" অনন্তর সেই ঈশ্বর প্রেমিক বন্ধু বলিলেন "হে আমার অংশ! এস, তুমি উদ্যানস্থ পুষ্প ও কণ্টকের ন্যায় পরস্পর বিরোধী নও, সূত্র এক হইয়াছে, এইক্ষণ দোষমুক্ত। দুই বা বা চারি চরণ পথ গমন করুক না কেন? কেঁচীর ন্যায় বিভিন্ন পদ আবার এক পদ হইয়া থাকে। প্রত্যেক মহাপুরুষ ও মহাজনের গতি বিভিন্ন, কিন্তু ঈশ্বরেতে সকলেই এক।"

—o—

৭। দরবেশ হোসেন বসোরী আপনাকে এরূপ নীচ অধম বলিয়া জানিতেন যে যাহাকে দেখিতেন তাহাকেই আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন।

একদা তিনি কোন নদীর তীর দিয়া যাইতে ছিলেন, এক কাফ্রিকে দেখিলেন যে একটী স্ত্রীলোকের সঙ্গে নদীকূলে বসিয়া আছে, এক বৃহৎ বোতল সম্মুখে, তাহা হইতে ঢালিয়া পান করিতেছে। হোসেন ভাবিলেন, এই ব্যক্তি কি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? না, এই ব্যক্তি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়; যেহেতু এ একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে বসিয়া সুরা পান করিতেছে। তিনি চিন্তা করিতে করিতে এই বলিতে ছিলেন। ইতি মধ্যে এক খানা নৌকা তথায় উপস্থিত হইল, অকস্মাৎ নৌকা খানা তরঙ্গাকুল নদীতে নিমগ্ন হইয়া গেল। তাহাতে সাত জন আরোহী ছিল, তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য কাফ্রি তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, এবং অত্যন্ত সাহস ও বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক ছয় জনকে উদ্ধার করিল, এবং হোসেনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল, "আমি ছয় জনকে বাঁচাই-

লাম, তুমি এক জনের জীবন রক্ষা কর। হে মুসল-মানদিগের আচার্য্য! সে স্ত্রীলোকটী আমার জননী, সেই বোতল হইতে তুমি যাহা পান করিতে দেখিয়াছ তাহা জল। ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে তুমি অন্ধ, না চক্ষুষ্মান্ তাহা পরীক্ষা করি। দেখিলাম যে তুমি অন্ধ।” ইহা শুনিয়া হোসেন লজ্জিতভাবে সেই কাফ্রির চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি-লেন, জানিলেন যে কাফ্রি তাঁহাকে শিক্ষা দানের জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত। তখন তিনি বলিলেন “হে কাফ্রি! এই লোক গুলিকে তুমি নদীতরঙ্গ হইতে রক্ষা করিলে আমাকেও অহঙ্কার নদীর আবর্ত্ত হইতে উদ্ধার কর।” কাফ্রি “তুমি চক্ষুষ্মান্ হও” বলিয়া হোসেনকে আশীর্ব্বাদ করিল। অতঃপর এই হইল যে হোসেন সত্য সত্যই আপনাকে কাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন না। একদা এক কুকুর তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয়। কেহ

জিজ্ঞাসা করিল "তুমি শ্রেষ্ঠ, না কুকুর শ্রেষ্ঠ?" তিনি বলিলেন "যদি আমার ধর্ম্মজীবন রক্ষা পায়, তবে কুকুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অন্যথা আমার ন্যায় একশত হোসেন অপেক্ষা একটী কুকুর শ্রেষ্ঠ।"

—০—

৮। পুরা কালে ধর্ম্মপথের নেতা ভূতলে স্বর্গ জ্যোতিঃস্বরূপ দিব্যোদ্যানের দ্বারোদ্ঘাটক পেগাম্বর (মহাপুরুষ) সদৃশ দেশপূজ্য এক দরবেশ ছিলেন। একদা মক্কানগরের এক বর্ষীয়সী নারী আসিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিল "গুরো, তুমি এরূপ পাষাণ-হৃদয় কেন? আমরা তোমার সন্তানগণের বিয়োগে ক্রন্দন বিলাপ করিতে করিতে অবসন্ন হইয়াছি, তুমি কাঁদিতেছনা কেন? তোমার মনে কি স্নেহ নাই? গুরো! যদি তোমার হৃদয়ে স্নেহ মমতা না থাকে, তবে এইক্ষণ তোমার নিকটে আমাদের কি আশা। হে অগ্রগামী নেতা! আমরা

আশা করিতে ছিলাম যে দুঃসময়ে তুমি আমা-দিগকে পরিত্যাগ করিবে না, যখন বিচারের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে সেই সঙ্কটের সময়ে তুমি আমাদিগকে সাহায্য করিবে। সেই নিরাশ্রয় অবস্থার জন্য আমরা তোমারই অনুগ্রহের প্রার্থী হইয়া আছি, তখন তোমার বসনাঞ্চল আমাদের হস্তের অবলম্বন হইবে এই আশা করি।” সেই মহাপুরুষ বলিলেন “বিচারের দিনে অনুতাপা-শ্রুবর্ষণকারী পাপীকে কি আমি কখন পরিত্যাগ করিব? আমি প্রাণ পণে পাপিগণের পক্ষ সমর্থন করিয়া কঠিন দণ্ড হইতে উদ্ধার করিব।” সাধু পুরুষ এই রূপ অনেক আশার কথা বলিলে, বৃদ্ধা পুনর্ব্বার নিবেদন করিল “গুরো! আমরা সকলে তোমার নিকটে আশান্বিত, তোমার কৃপাকণার প্রত্যাশী। কিন্তু গুরু! এই সকল মহত্ত্ব সত্ত্বেও তোমার দয়া নাই কেন? সন্তান সম্বন্ধে তুমি

কি কারণে এরূপ নিষ্ঠুর? তোমার মন কি নিশ্চয়ই শোকদগ্ধ হইতেছে না। এ বিষয়টী আমাকে পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দেও।"

দরবেশ বলিলেন "কল্যাণি! তুমি মনে করিও না আমার স্নেহ মমতা নাই, আমার হৃদয় নির্দ্দয়। সমুদায় কাফেরের অর্থাৎ ধর্ম্মদ্রোহীদিগের উপর আমার দয়া রহিয়াছে, যদিচ তাহাদের প্রাণ পাষণ্ডতায় পরিপূর্ণ। কুকুরের প্রতি ও আমার মমতা ও প্রসন্নতা। যে কুকুর দংশন করে, আমি প্রার্থনা করি ঈশ্বর! ইহাকে এই দুঃস্বভাব হইতে মুক্ত কর, অপিচ ইহাকে লোকের অত্যাচারে নিপীড়িত হইতে দিও না। ঋষিগণ জীবের প্রতি দয়া করুক এইজন্যই পমেশ্বর তাঁহাদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। তাঁহারা লোকদিগকে ঈশ্বরের মন্দিরাভিমুখে আমন্ত্রণ করেন ও তাহাদের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরকে আহ্বান করেন।

সামান্য লোকদিগের প্রেম ব্যক্তিগত, অসামান্য দরবেশ পুরুষদিগের প্রেম সার্ব্বভৌমিক। বদ্ধ লোক সমুদ্র কি জানে না, প্রত্যেক সরোবরকে, সে সমুদ্র মনে করে। যে জন স্রোতস্বতীর পথ জানে না, সে স্রোতস্বতীতে অন্য লোককে কি প্রকারে আনয়ন করিবে।" প্রাচীনা বলিল "যদি সকলের প্রতি তোমার মমতা রহিয়াছে, ও তুমি মেষপালকের ন্যায় সকলের সঙ্গে আছ, তবে সন্তানদিগকে শমন হস্তে পতিত দেখিয়া কেন ক্রন্দন বিলাপ কর না, দয়ার নিদর্শন অশ্রু- তোমার নেত্র ক্রন্দনবিহীন অশ্রুশূন্য কেন?" মহাজ্ঞানী দরবেশ এই অনুযোগ শুনিয়া উষ্ণ হইলেন ও সেই নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "বৃদ্ধে! শীত ঋতু কখন গ্রীষ্ম ঋতুর প্রকৃতি ধারণ করে না। আমার সমুদয় সন্তান মরিয়া থাকিলেও তাহারা জীবিত। তাহারা আমার

অন্তশ্চক্ষুর অগোচরে নহে। আমি যখন তাহাদিগকে আমার নিকটে বিদ্যমান দেখিতেছি আমি কেন তোমার ন্যায় বিষণ্ণবদন হইব। তাহারা যদিচ এই পৃথিবীতে নাই, কিন্তু আমার সঙ্গে আছে ও আমার চতুষ্পার্শ্বে ক্রীড়া করিতেছে, ক্রন্দন বিচ্ছেদ বিয়োগে হয়, আমার স্নেহাস্পদের সঙ্গে সম্মিলন রহিয়াছে, তাহাদের স্কন্ধে আমি হস্তার্পণ করিয়া আছি, আমি কেন কাঁদিব। লোকে স্বপ্ন যোগে মৃত আত্মীয়দিগকে দর্শন করে, আমি জাগরিত থাকিয়া তাহাদিগকে স্পষ্ট দেখিতেছি।"

—০—

৯। আরবের কোন গিরিশিখরে এক দরবেশ তপস্যায় রত ছিলেন। দৈবাৎ সেখানে কয়েকজন দস্যু আসিয়া বাস করে। একদা তাহারা চোরিত দ্রব্য সকল বিভাগ করিতে ছিল এমত সময়ে শান্তিরক্ষকের অনুচর আসিয়া তাহাদিগকে বন্ধন করে, তাহাদের

সঙ্গে সেই সাধু পুরুষও দস্যু বলিয়া বন্দী হয়েন। শান্তিরক্ষক প্রত্যেক দস্যুর বাম চরণ ও দক্ষিণ হস্ত ছেদনে অনুমতি করেন। দস্যুঁদের সঙ্গে সাধুরও দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন হইয়াছে, ঘাতক তাঁহার চরণ কাটিতে উদ্যত এমত সময়ে এক জন অশ্বারোহী আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তিনি সেই মহাপুরুষকে চিনিতেন, তাঁহার প্রতি এই ভয়ানক অত্যাচার দেখিয়া ক্রোধকষায়িতলোচনে শোকাকুলমনে ঘাতককে বলেন "সর্ব্বনাশ! রে দুরাত্মা! করিয়াছিস্ কি? ইনি যে ঈশ্বরপরায়ণ সাধু, এই মহাত্মার হস্ত তুই কেন ছিন্ন করিলি?" ঘাতক ইহা শ্রবণে সন্ত্রস্ত হইয়া দৌড়িয়া যাইয়া শান্তিরক্ষককে সংবাদ দিল, শান্তিরক্ষক শুনিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া শূন্যপদে দৌড়িয়া আসিলেন এবং বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন "ঈশ্বর সাক্ষী আমি কিছুই জানি না, হে দয়ালু স্বর্গীয় পুরুষ!

আমাকে এই দুষ্ক্রিয়ার জন্য অপরাধী গণ্য করিবেন না।” দরবেশ শান্তভাবে বলিলেন “আমি এই দুর্ঘটনার কারণ জানি, আমি নিজের অপরাধ বুঝিতেছি, আমি ধর্ম্ম বিশ্বাসের সম্মান না করি নাই, অতএব সেই পরম বিচারপতি আমাকে হস্তচ্যুত করিলেন। আমি তাহাঁর নিকটে সঙ্কল্প ভঙ্গ করিয়াছি তজ্জন্য আমার হস্তে এই আঘাত আসিয়াছে, আমার হস্তপদ আমার মস্তিষ্ক ও ত্বক প্রিয়তমের আজ্ঞার গৌরবার্থ বিনষ্ট হউক। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি তোমার দোষ নাই, আমি তোমাকে মার্জ্জনা করিলাম, তোমার অপরাধ কি? বিজ্ঞ বিচারক পরমেশ্বরের সঙ্গে কাহার প্রতি যোগিতা। অনেক মৎস্য গভীর জলে থাকিয়া লোভ বশতঃ বর্শিবিদ্ধ হয়, অনেক গগণবিহারী বিহঙ্গ লোভে পিঞ্জরবদ্ধ হয়, অনেক অন্তঃপুরস্থ অসূর্য্যম্পশ্যা যুবতী কুপ্রবৃত্তির অধীন হইয়া পবি-

ব্রতা বিনষ্ট করে, অনেক সচ্চরিত্র অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপক (কাজী) উৎকোচের লোভে আপনার মুখশ্রী মলিন করে, অনেক তীর্থযাত্রিক প্রেমভাবে তীর্থে যাইয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন কালে কলুষিত হইয়া আইসে। আমি সেইরূপ দোষী হইয়াছি।" এই বলিয়া তিনি শান্তিরক্ষককে নির্দোষ বলিয়া মুক্ত করিলেন। তদবধি সেই দরবেশের নাম আক্‌তা হয়, আক্‌তা শব্দের অর্থ ছিন্ন হস্ত।

১০। দরবেশ আব্‌দল্লা খফিফের আহমদকা এবং আহমদমা নামে দুইজন শিষ্য ছিল। অব্‌দল্লা খফিফ আহমদকার প্রতি অধিক অনুরক্ত ছিলেন। তাহাতে আবদল্লার বন্ধুগণ কিছু বিরক্ত হয়েন। কেননা আহমদকা অপেক্ষা আহমদা অধিক কার্য্যদর্শী ও চতুর ছিল। দরবেশ আবদল্লা ইহা বুঝিতে পারিয়া বন্ধুদিগকে বলিলেন যে

" আমি উভয়ের গুণাগুণ তোমাদের নিকটে প্রদর্শন করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি আহমদমাকে ডাকিলেন, সে উপস্থিত হইলে বলিলেন যে " সেই উষ্ট্রটী যে কুটিরের দ্বারে শয়ান আছে, তাহাকে যাইয়া ঘরের ছাদের উপর উত্তোলন কর।" আহমদমা বলিল "গুরো! অত বড় উট আমি কেমন করিয়া ছাদের উপরে তুলিব, তাহা পারিব না।" গুরু বলিলেন " আচ্ছা ক্ষান্ত হও।" পরে আহমদকাকে ডাকিয়া সেইরূপ আজ্ঞা করিলেন, আহমদকা যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ দুষ্ট হস্তে আস্তিন গুটাইয়া ও কোমর বাঁধিয়া বাহিরে চলিয়া আসিল এবং উষ্ট্রের উদর দেশে হস্ত স্থাপন করিয়া ছাদে তুলিবার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু তাহাকে নারিতেও পারিল না। ইহা দেখিয়া আব্দল্লা বলিলেন " বুঝা গিয়াছে ক্ষান্ত হও।" পরে ধর্ম্ম

বন্ধুদিগকে বলিলেন “ আহমদকা আমার আদেশ পালনে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে, অবধ্যতাচরণ ও আপত্তি উত্থাপন করে নাই, আমার অনুজ্ঞার সম্মানের প্রতি তাহার দৃষ্টি ছিল, কায সম্পন্ন করিতে পারিবে কি না তৎপ্রতি নয়। আহদমা আপত্তিও তর্ক বিতর্ক করিয়াছে, এই বাহ্য ঘটনাতেই উভয়ের অন্তর পরীক্ষা হইতে প্যারে। ”

১১। দরবেশ আবদল্লা থফিফের নিকটে একজন বিদেশাগত লোক উপস্থিত হয়েন, তাঁহার উষ্ণীষ, অঙ্গাবরণ ও পারিধেয় বসন সমুদায়ই কৃষ্ণবর্ণ ছিল। ইহা আব্দল্লার মনে ভাল লাগে না, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “ ভাই! কাল কাপড় কেন পড়িতেছ ? ” আগন্তক বলিলেন “ আমার প্রভুদিগের মৃত্যু হইয়াছে, তজ্জন্য।” এস্থলে প্রভু কামক্রোধাদি রিপু। দরবেশ বলিলেন “ এলোক-

টাকে এখান হইতে দূর করিয়া দেও।” [শিষ্যগণ তাহাই করিল। পুনর্ব্বার বলিলেন “ডাকিয়া আন।” তৎপর পুনরায় অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। আবার নিকটে ডাকিয়া আনিলেন। সত্তর বার এরূপ করা হইলে আব্‌দল্লা তাঁহার অবিচলিত প্রশান্ত ভাব দেখিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন ও তাঁহার শিরশ্চুম্বনান্তর ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন “এই কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান তোমার পক্ষে উপযুক্ত হইয়াছে।”

১২। একদা রজনীতে দরবেশ আহমদ্‌খেজিরের কুটীরে চোর প্রবেশ করে, সে গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল চুরি করিতে পারে এমন কোন দ্রব্য প্রাপ্ত হইল না। অগত্যা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিল। আহমদ্‌খেজর ইহা জানিতে পাইয়া চোরকে ডাকিয়া বলিলেন “যুবক! এই

জলের ভাণ্ড লও, হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া আমার সঙ্গে নমাজে প্রবৃত্ত হও। আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে অদ্য রাত্রিতে আমার সঙ্গে উপাসনা করিলে, কল্য প্রাতে যাহা দান পাওয়া যাইবে তোমাকে দিব।” এই কথায় চোরের লোভ হইল। আহমদ্‌খেজরের কথানুসারে সে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সঙ্গে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল, তখন আহমদ্ খেজরের উপাসনার ভাব দেখিয়া, স্তুতি প্রার্থনা সকল শ্রবণ করিয়া তাহার মনে স্বীয় কুকর্ম্মের জন্য অনেক অনুতাপ উপস্থিত হইল, সে ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। প্রাতঃকালে এক ব্যক্তি আসিয়া আহমদ্‌খেজরকে এক শত টাকা দান করে। তিনি সেই মুদ্রা চোরের হস্তে প্রদান করিয়া সস্নেহ বচনে বলিলেন, এই ধন গ্রহণ কর ও গৃহে চলিয়া যাও। চোর হস্ত হইতে টাকা ফেলিয়া দিয়া ঋষির চরণে পড়িয়া

অনেক ক্রন্দন করিল, তদবধি সে চুরি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার এক জন শিষ্য হইয়া রহিল।

১৩। এক দিন মহর্ষি মারুফ কোন মস্‌জিদে স্বীয় দ্রব্যজাত রাখিয়া স্নান করিতে গিয়াছিলেন। ইতি-মধ্যে একটী বৃদ্ধা স্ত্রী আসিয়া তাঁহার কোরাণ, জলপাত্রও নমাজের আসন চুরি করিয়া লইয়া যায়। মারুফ প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার দ্রব্য সামগ্রী নাই, বহির্ভাগে দৃষ্টি করিয়া দেখেন যে এক বৃদ্ধা উহা লইয়া পলাইয়া যাই-তেছে। তখন মারুফ সত্বর গতিতে বৃদ্ধার নিকটে যাইয়া বলিলেন, "ওগো! তোমার কি কোন পুত্র আছে যে কোরাণ পড়িতে পারে?" বৃদ্ধা চকিত হইয়া বলিল, "না মহাশয়!" মারুফ বলিলেন, "যদি তাহা না হয় কোরাণ খানা রাখিয়া যাইতে পার, আমার বিশেষ উপকার

হইবে, আর সমুদায় বস্তু লইয়া যাও।” বৃদ্ধা মারুফের মিষ্ট কথা শ্রবণ এবং প্রেমপূর্ণ গম্ভীর ভাব দর্শন করিয়া ব্যাকুল অন্তরে সমুদায় দ্রব্য সামগ্রী হস্ত হইতে ফেলিয়া দিল ও দরবেশের চরণে পড়িয়া অনেক ক্রন্দন করিল। মারুফ জলপাত্র ও আসন লইয়া যাও বলিয়া তাহাকে অনেক সাধ্য সাধন করিলেন কিন্তু বৃদ্ধা কোন রূপেই তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইল না। অনেক ক্ষণ ব্যাপিয়া স্বীয় পাপের জন্য রোদন করিল।

১৪। দরবেশ জাফর সাদকের নিকটে কেহ আসিয়া বলিয়াছিল যে তুমি আমাকে ঈশ্বরদর্শনে সক্ষম কর। তখন সাদক ঈশ্বরদর্শন ও তাহার সাধনা সম্বন্ধে তাহাকে উপদেশ দান করিলেন। সে তাহাতে মনোযোগ না করিয়া বার বার বাধ্য করিতে লাগিল যে তুমি এইক্ষণই আমাকে ঈশ্বর

দেখাও। তাঁহাতে মহর্ষি কোন শিষ্যকে আদেশ করিলেন যে "ইহাকে বন্ধন করিয়া জলাশয়ে বিসর্জ্জন কর।" শিষ্য তদ্রূপ করিলেন। একবার জলে নিমগ্ন হইয়া কিছু অস্থির হইলে তাহাকে উঠাইয়া লইলেন। তখন সে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "হে সাদক মহর্ষে! আমাকে বাঁচাও।" সাদক পুনর্ব্বার বলিলেন যে "ইহাকে আবার জলে ডুবাইয়া দাও" সে পুনরায় বিসর্জ্জিত হইল। গভীর জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল। সাদক তাহাকে এইরূপে কয়েক বার উঠাইলেন ও জলে ডুবাইলেন, আর সে বার বারই সাদকের আশ্রয় প্রার্থনা করিল। পরে যখন শিষ্য একেবারে তাহাকে জলে ছাড়িয়া দিলেন, সে নিরাশ্রয় হইয়া নিমগ্ন হইতে লাগিল, তখন "হে পরমেশ্বর! বিপদের বন্ধো! এই বিপন্ন অশরণকে দেখা দাও"। এই বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া সাদক তাহাকে পায়ে তুলিয়া লই-
লেন। কিয়ৎক্ষণান্তে সুস্থির হইলে জিজ্ঞাসা
করিলেন, "ঈশ্বরকে কি দেখিয়াছ?" সে বলিল,
"যে পর্য্যন্ত অন্যের প্রতি নির্ভর করিয়াছিলাম,
সে পর্য্যন্ত আবরণ ছিল, যখন অনন্যগতি হইয়া
সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম ও দীন
ভাবে প্রার্থনা করিলাম, তখন হৃদয়ের দ্বার মুক্ত
হইল, অন্তরে দৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাই-
লাম, আর ভয় ভাবনা রহিল না ও আপনাকে
নিরুপায় দেখিলাম না।" সাদক বলিলেন, "যত-
ক্ষণ তুমি আমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতে ছিলে
ততক্ষণ তুমি মিথ্যাবাদী ছিলে, এই ক্ষণ যে বিশ্বা-
সের আলোক পাইলে তাহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা কর।"

১৫। আবু ওস্‌মান নামক দরবেশকে কেহ নিম-
ন্ত্রণ করিয়াছিল। তাঁহাকে পরীক্ষা করাই নিমন্ত্রণ-

কারীর উদ্দেশ্য ছিল। যখন আবু ওস্মান নিমন্ত্রে-
তার দ্বারেতে উপনীত হইলেন, তখন সে তাঁহাকে
ভিতরে যাইতে দিল না এবং বলিল "এই ক্ষণ আর
ভোজনের কিছুই অবশিষ্ট নাই।" তিনি ইহা
শুনিয়া ফিরিয়া চলিলেন। কতক দূর পথ চলিয়া
গেলে আবার সেই ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে
ডাকিয়া নিল। পুনরায় যখন তিনি দ্বারে উপনীত
হইলেন তখন আবার তাঁহাকে ভিতরে প্রবেশ
করিতে দিল না ও "আর কিছুই অবশিষ্ট নাই
চলিয়া যাও" বলিল। এই প্রকার কয়েক বার
তাঁহাকে অহ্বান করিল ও পুনর্ব্বার দ্বার হইতে
বিদায় করিয়া দিল। পরিশেষে নিবেদন করিল
"আর্য্য! আমি আপনাকে পরীক্ষা করিতে-
ছিলাম, এইক্ষণ দেখিলাম যে আপনার চরিত্র
অত্যন্ত প্রশংসনীয়।" তিনি বলিলেন "এই যাহা
তুমি দেখিলে ইহাতো কুকুরের স্বভাব, কুকুরকে

ডাকিলে দৌড়িয়া আসে, তাড়াইয়া দিলে পলাইয়া যায়।"

১৬। একদা ওমর পীড়িত ছিলেন। তখন তাঁহার তাজা মৎস্য খাইবার ইচ্ছা হয়। হজ্‌রত নাফা বলেন যে "সেই সময়ে মদিনাতে মৎস্য অত্যন্ত দুর্ঘট ছিল। অনেক চেষ্টা অনুসন্ধানের পর কিছু মৎস্য তাঁহার জন্য ক্রয় করিয়া আনয়ন করি। উহা ভাজা করিয়া তাঁহার নিকটে উস্থিত করিলে এক জন ভিক্ষুক উপনীত হয়, তখন ওমর বলেন 'এই মৎস্য ভিক্ষুককে দেও।' আমি বলিলাম "তোমার মৎস্য খাইবার অভিলাষ হইয়াছিল আমি বহু অনুসন্ধানে ইহা আনিয়াছি, ইহা থাকুক ভিক্ষুককে আমি মৎস্যের মূল্য দান করিতেছি।" তিনি বলিলেন 'না মৎস্যই দেও।' আমি অগত্যা মৎস্যই ভিক্ষুককে দিলাম এবং তাহার পশ্চাতে

পশ্চাতে যাইয়া মূল্য দিয়া তাহা হইতে মৎস্য ফেরত লইয়া আসিলাম এবং ওমরকে বলিলাম আমি ভিক্ষুককে মৎস্যের মূল্য দান করিয়াছি। ওমর বলিলেন 'এই মৎস্য ও তাঁহাকে দান কর মূল্য যাহা দিয়াছ পুনর্গ্রহণ করিও না। মহাত্মা মহম্মদ বলিয়াছেন যে যে বস্তুর প্রতি যাহার লোভ হয়, সে যদি সেই বস্তু ঈশ্বর উদ্দেশ্যে দান করে ঈশ্বর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন।'

১৭। আবু হনিফা বলিয়াছেন "যে যখন আমি দাউদতায়ির দ্বারে উপনীত হইলাম, তখন এই ধ্বনি কর্ণ গোচর হইল যে তুই একবার গাজর চাহিয়া ছিলি তাহা আমি তোকে দিয়াছি, এইক্ষণ খোরমা চাস ইহা কখন খাইতে পাবি না। পরে আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি তাঁহার নিকটে অন্য কেহ নাই। তিনি আপনা আপনি

এই কথা বলিয়াছিলেন। খোরমা ফলের প্রতি তাঁহার লোভ হইয়াছিল।

১৮। ফকির আহনফ্‌কে কেহ গালি দিতে দিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছিল। তিনি নীরব ছিলেন। যখন তিনি তাঁহার বন্ধুর বাড়ীর নিকটে পহুছিলেন, তখন দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন " ভাই! যদি আরও কিছু গালি অবশিষ্ট থাকে, এখানেই শেষ করিয়া লও, আমার আত্মীয়ের বাড়ী নিকটে, তিনি জানিতে পাইলে তোমাকে আক্রমণ করিবেন। আর গালি দিতে পারিবে না। শুনিয়া সে অবাক্‌।

১৯। চারি জন দরবেশ কোন মস্‌জিদে নমাজে প্রবৃত্ত হইয়া ছিল। প্রত্যেকে বিনম্রভাবে যথারীতি নমাজ করিতেছিল। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি

আসিয়া আঁজা (ডাক নমাজ) করিতে লাগিল। তাহাতে সেই চারি জনের এক জন বলিয়া উঠিল যে "তোমার আঁজার সময় আছে, উহার এ সময় নয়।" তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল "এ কি করিলে, নমাজের সময় কথা বলিলে, নমাজ যে অসিদ্ধ হইল।" তৃতীয় ব্যক্তি বলিল "ভ্রাতঃ! ইহাকে কেন অনুযোগ কর, নিজেকে নিজে ভৎর্সনা কর।" তখন চতুর্থ বলিয়া উঠিল, ধন্য ঈশ্বর! এই তিন ব্যক্তির অবস্থা আমার হয় নাই।" এইরূপ কথা বলাতে চারি জনেরই নমাজ অশুদ্ধ হইল। পরস্পরের দোষবাদিগণ অধিকতর পথভ্রান্ত হইয়া গেল। যে জন নিজের দোষ দর্শন করে, সেই ব্যক্তি ধন্য! অন্যের দোষের প্রতি যাহার দৃষ্টি, সে আপনার জন্য তাহার সেই দোষ ক্রয় করে। যখন তোমার মস্তকে অনেক ক্ষত আছে, তখন তোমার নিজের প্রতি দয়া

করা কর্ত্তব্য। ক্ষত রোগের ক্ষতি করাই তাহার প্রতীকার। আহত ব্যক্তি দয়ার পাত্র। যদি তোমাতে সেরূপ দোষ থাকে নিশ্চিন্ত হইও না। জানিও তোমার সে দোষ পরে তোমাদ্বারাই প্রকাশ হইয়া পড়িবে। যদি ঈশ্বর হইতে তুমি অভয়বাণী শ্রবণ না করিয়া থাক, তবে কেমন করিয়া আপনাকে সুখী ও নিশ্চিন্ত মনে করিতেছ? যত কাল তুমি অভয় লাভ না কর, সে পর্য্যন্ত নিজ খ্যাতি অনুসন্ধান করিও না। অগ্রে ভয় হইতে দূরে থাক, পরে শান্তি বন্দন বলিও। তুমি নিজে পতিত হইও না, তাহা হইলে তোমার জীবনই অন্যের জন্য উপদেশ হইবে। সে লোকটী বিষ পান করিল, তাহা দেখিয়া তুমি বিষপান করিও না, তুমি শর্করা ভক্ষণ কর।

শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।